গ্লোবাল ডায়ালগ

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

১২.১

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

জিল ব্ল্যাকমোরের সাথে একটি সাক্ষাৎকার — জোহানা গ্রুবনার

নব্য শ্রমিক আন্দোলন

দারিও আজেলিনি
সারাহ রেমুন্ডো
হিরোকি রিচার্ড ওয়াতানাবে
ভার্না দিনা কিউ. ভিয়াযার

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্য

সিলভিয়া ওয়ালবি, কারেন শায়ার,
মিকে ভার্লো, হেইডি গটফ্রিড,
ভ্যালেন্টাইন এম. মোঘাদাম, ইসি কোকাবিকাক,
আলবা আলোনসো, রোসেলা চিকিয়া,
ইমানুয়েলা লোম্বার্দো, হ্দারম্যাক্রে,
রবার্টা গুয়েরিনা, অ্যানিক ম্যাসেলট

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

রেউইন কনেল

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মিশেল বুরাওয়ে,
ভনিতা সিনহা,
ব্রায়ান টার্নার,
সুয়াদ জোসেফ,
পল আমের,
সৈয়দ ফরিদ আলাটাস,
সামি যুবাইদা

ভারতের সমাজবিজ্ঞান

সুজাতা প্যাটেল,
রাকেশ এম. কৃষ্ণাণ,
স্নেহা গোলে,
সইবাম হরিপ্রিয়া,
শিরিন মির্জা

উন্মুক্ত বিভাগ

> স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী নারী হত্যা সনাক্তকরণ
> মার্কিন রাজনীতিতে বর্ণবাদ এবং বিপরীত পরিবেশবাদ

ম্যাগাজিন

ভলিউম ১২/ সংখ্যা ১/ এপ্রিল ২০২২
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী নব্য উদারনৈতিক সরকার ব্যবস্থা ও বাজারমুখী অর্থনীতির সম্প্রসারণের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান চর্চা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 'গ্লোবাল ডায়লগ'-এর বর্তমান সংখ্যার 'আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান' অধ্যায়ে আমরা এই প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করেছি। জিল ব্ল্যাকমোর অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কয়েক দশক ধরে পুনর্গঠনের অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করছেন। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে এ সকল পুনর্বিন্যাসকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ এর পেছনের চালিকাশক্তি, জ্ঞানসৃষ্টি ও জ্ঞানবিচারিক দক্ষতার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন ।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা বৈশ্বিক বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণার অংশসমূহকে উপস্থাপন করেছি। এখানে একদিকে দারিও আজেলিনি লিঙ্গ ও বর্ণবাদের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ওপর বর্তমান মহামারীর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করছেন, অন্যদিকে সারাহ রেমুন্ডা অনুসন্ধান করেছেন ফিলিপাইনের উপনিবেশবাদের ঐতিহাসিক প্রভুত্ববাদের স্বরূপ, যা এখনো সেখানে শ্রমিক ইউনিয়নের সংগ্রামকে প্রভাবিত করছে। হিরোকি রিচার্ড ওয়াতানাবে জাপানের উদারনৈতিক মুক্তবাজার অর্থনীতি কিভাবে শ্রমিক ইউনিয়নকে প্রভাবিত করছে এবং এর ফলে শ্রমিকরা বর্তমানে কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে তা আলোচনা করেছেন। ভার্ণা দিনাহ কিউভিজা শ্রমিক ইউনিয়নের অগ্রগতি অনুসন্ধানসহ ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো শাসন উৎখাতে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন।

গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদের যে রূপান্তর ঘটেছে তা বিশ্বের নানা দেশে লৈঙ্গিক সম্পর্কে নানামুখী প্রভাব ফেলছে। এই গভীর পরিবর্তন, জীবনযাপন ব্যবস্থা এবং কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন, যত্নভিত্তিক দায়িত্ব এবং আদর্শ-মূল্যবোধসহ সমাজজীবনের নানা আঙ্গিককে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। সিলভিয়া ওয়ালবি এবং কারেন শায়ার উভয়ই পুঁজিবাদের সঙ্গে লৈঙ্গিক সম্পর্কের সংকট বিষয়ে আলোচনার সুত্রপাতের জন্য একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেছিলেন–যা বিভিন্ন দেশে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ের মাধ্যমে লৈঙ্গিক সম্পর্কের মিল-অমিল অনুসন্ধানের পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক প্রবাহের ওপর আলোকপাত করেছে। উপরন্তু এটি পুঁজিবাদের বিভিন্নতা ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র কিভাবে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পূর্ণনির্মাণের মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরকতা দৃষ্টিগোচরে এনেছে।

'তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' অধ্যায়টিতে লিঙ্গ ও সমাজ বিষয়টি পুনরায় প্রতিফলিত হলেও দৃষ্টিকোণ বিচারে তা আগের থেকে ভিন্ন। পুরুষ অধ্যয়ন (মেনস' স্টাডিজ) বিষয়ের অগ্রণী ও স্বনামধন্য প্রতিনিধি রেউইন কনেল এই গবেষণার ধারাকে বিনির্মাণ এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন বর্তমান পুরুষত্বের ধারণাকে নতুন পরিপ্রেক্ষিতের দিকে পরিচালিত করছে।

সমাজবিজ্ঞানী মোনা আবাজা এঁর মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ–যিনি গত ৫ জুলাই ২০২১ সালে পরলোকগমন করেছেন। এই সংখ্যার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরা এই ব্যতিক্রমধর্মী সমাজবিজ্ঞানীকে সশ্রদ্ধ সম্মানে স্মরণ করছেন ।

এই সংখ্যাটির নির্দিষ্ট দেশকেন্দ্রিক আলোচনায় বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানী সুজাতা প্যাটেল সাম্প্রতিক ভারতের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে চিন্তার খোরাক জাগানো তথ্য প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠিত ও নবীন সমাজবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত অবদানে লেখা এই অধ্যায়টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে–যেখানে তঁারা কিভাবে তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণার মাধ্যমে হিংসা, অসমতা ও বৈষম্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন তা তুলে এনেছেন।

'উন্মুক্ত বিভাগ'-এ আমরা আইএসএ–এর জার্নাল কারেন্ট সোসিওলজি এর সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছি। ইয়ান কারিল্লো যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদ ও পরিবেশ বিরোধীবাদ আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন এবং মারনা ডাটসন যিনি কন্যাভ্রুণ হত্যা বিষয়ক তদন্ত ও অনুসন্ধান করে থাকেন। তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক কাজগুলোর অভিজ্ঞতা গ্লোবাল ডায়লগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একাডেমিক ও নন-একাডেমিক শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন।

-**ব্রিজিট অউলেনব্যাকার** এবং **ক্লাউস ডুর**
সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ globaldialogue.isa@gmail.com.

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Raphael Deindl, Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ:

আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (লেবানন)Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার , খায়রুল চৌধুরী, ফাতেমা রেজিনা ইকবাল, হেলাল মহিউদ্দীন, মুমিতা তানযীলা, আবদুর রশীদ, এ বি এম নাজমুস সাকিব, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, একরামুল কবির রানা, হেলাল উদ্দীন, এম ওমর ফারুক, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, সেবক কুমার সাহা, মাসুদুর রহমান, মোঃ শাহীন আক্তার, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, রুমা পারভীন, সাবিনা শরমীন, সালেহ আল মামুন, সরকার সোহেল রানা, মোঃ সহিদুল ইসলাম, শামসুল আরেফীন, শারমিন আক্তার শাপলা, সায়কা পারভীন, ইয়াসমিন সুলতানা।

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav, Rakesh Rana

ইন্দোনেশিয়া: : Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sayyed Muhamad Mutallebi, Elham Shushtarizade,

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Irina Elena Ion, Bianca Mihăilă, Alina Alexandra Nițoiu, Ruxandra Păduraru, Ana-Maria Rențea, Maria Vlasceanu.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yu-Wen Liao, Tsung-Jen Hung, Po-Shung Hong, Yi-Shuo Huang, Yun-Yen Shen, Chien-Ying Chien, Yu-Chia Chen.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

এই সাক্ষাৎকারে **জিল ব্ল্যাকমোর** গত কয়েক দশক ধরে অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রগাঢ় পুনর্গঠন, তাদের চালিকা শক্তিগুলি এবং একাডেমিক জ্ঞান উৎপাদন ও জ্ঞানমূলক ন্যায্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এই সিম্পোজিয়ামটির উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী অসংখ্য **শ্রমিক আন্দোলন ও সংগ্রাম** নিয়ে আলোচনা করা; বৈশ্বিক বিবেচনা থেকে শুরু করে জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের বিশেষ ইউনিয়ন সংগ্রাম পর্যন্ত।

লিঙ্গ শাসনের বৈচিত্র সম্পর্কে এই সিম্পোজিয়ামে অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধগুলি, বৈশ্বিক বিশ্লেষণের জন্য লিঙ্গ সম্পর্কের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৃহৎ পরিসরে আলোচনা করেছে।

জিডি

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞানমূলক অবিচার:
জিল ব্ল্যাকমোরের সাথে একটি সাক্ষাৎকার
জোহানা গ্রুবনার, অস্ট্রিয়া ৫

> নব্য শ্রমিক আন্দোলন

নব্য শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রাম
দারিও আজেলিনি, মেক্সিকো ৮

ফিলিপাইনের জঙ্গি শ্রমিক সংগঠন
সারাহ রেমুন্ডো, ফিলিপাইন ১০

জাপানে ইউনিয়ন এবং শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ
হিরোকি রিচার্ড ওয়াতানাবে, জাপান ১২

সুহার্তোর শাসনের বিরূদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের প্রতিরোধ
ভার্না দিনা কিউ. ভিয়াযার, ইন্দোনেশিয়া ১৪

> লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্য

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ
সিলভিয়া ওয়ালবি, যুক্তরাজ্য এবং কারেন শায়ার, জার্মানি ১৬

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় কি নতুন বৈচিত্র্যের উদয় হচ্ছে?
সিলভিয়া ওয়ালবি, যুক্তরাজ্য ১৮

পরিবারেই আবদ্ধ : রক্ষণশীল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা
কারেন শায়ার, জার্মানি ২০

আমরা কি ইউরোপের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যে রুপান্তর দেখতে পাই?
মিকে ভার্লো, নেদারল্যান্ড। ২২

সর্বজনীন লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা : বিচ্যুতিসমূহের সমকেন্দ্রীকরন
হেইডি গটফ্রিড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কারেন শায়ার, জার্মানি ২৪

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি এবং বিশ্বব্যবস্থা
ভ্যালেন্টাইন এম. মোঘাদাম , যুক্তরাষ্ট্র ২৬

তুর্কি পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্ধারক
ইসি কোকাবিকাক, যুক্তরাজ্য ২৮

দক্ষিণ ইউরোপীয় জেন্ডার শাসনব্যবস্থা?
আলবা আলোনসো এবং ইমানুয়েলা লোম্বার্দো, স্পেন এবং রোসেলা চিকিয়া, যুক্তরাজ্য ৩০

সংকট কি খুব দূরে? কোভিড-পরবর্তী ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা
রবার্টা গুয়েরিনা, যুক্তরাজ্য, হিদারম্যাক্রে, কানাডা, এবং অ্যানিক ম্যাসেলট, নিউজিল্যান্ড ৩২

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আগুন নিয়ে খেলা: পৌরুষের সমাজবিজ্ঞান
রেউইন কনেল, অস্ট্রেলিয়া ৩৪

> স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মোনা আবাজার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৫৯-২০২১)
মিশেল বুরাওয়ে, ভিনিতা সিনহা, ব্রায়ান টার্নার, সুয়াদ জোসেফ, পল আমের, সৈয়দ ফরিদ আলাটাস, সামি যুবাইদা ৩৭

> ভারতের সমাজবিজ্ঞান

ভারতের সমাজবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের নূতন ধারা
সুজাতা প্যাটেল, সুইডেন ৪০

মধ্য ভারতের ভৌগলিক-আদিবাসী বিনির্মাণ
রাকেশ এম. কৃষ্ণাণ, ভারত ৪২

নারীবাদী আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটিজ) : নতুন পদ্ধতি
স্নেহা গোলে, ভারত ৪৪

ঝুঁকিপূর্ণ মাঠ : হিংস্র এলাকায় সমাজবিজ্ঞানের চর্চা
সইবাম হরিপ্রিয়া, ভারত ৪৬

ভারতের শহরাঞ্চলে বর্ণশ্রম ও কলঙ্ক
শিরিন মির্জা, ভারত ৪৮

> উন্মুক্ত বিভাগ

তথ্য ঘাটতি নারী হত্যা সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ
মিরনা ডসন, কানাডা ৫০

মার্কিন রাজনীতিতে বর্ণবাদ এবং বিপরীত পরিবেশবাদ
ইয়ান ক্যারিলো, যুক্তরাষ্ট্র ৫২

"সহিংসতা কি অর্থনীতি ও সুশীল সমাজের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পক্ষেত্র?"

সিলভিয়া ওয়ালবি ও কারেন শায়ার

> উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞানমূলক অবিচার

জিল ব্ল্যাকমোরের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

ড. জিল ব্ল্যাকমোর হলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেকিন বিশ্ববিদ্যয়ের শিক্ষা বিভাগের আলফ্রেড ডেকিন অধ্যাপক এবং একাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের সাম্মানিক গবেষক। তিনি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন, বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা ও শাসন; আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা; নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক পরিবর্তন; গবেষণা মূল্যায়ন ও জ্ঞানমূলক ন্যায়বিচার; স্থানিক পুনঃনকশা ও উদ্ভাবনী শিক্ষাবিদ্যা; এবং শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের কাজ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলো মূলত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা, পরিচয়, স্বত্ব ও সংযোগ; চীন ও ভারতে স্নাতক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার মনোভাব; এবং স্কুল স্বায়ত্তশাসন সংস্কারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। তার পূর্ববর্তী একটি প্রজেক্ট খুব শীঘ্রই ডিসরাপ্টিং লিডারশিপ ইন দ্য এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইউনিভার্সিটি: ডিসএনগেজমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিটি (ব্লুমসবুরী, ২০২২) এ প্রকাশিত হবে। প্রফেসর ব্ল্যাকমোর শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা এবং বৈচিত্র্য নীতিমালা সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সদস্য ছিলেন। তিনি ওইসিডি, সরকার এবং বেসরকারি ও পেশাদার সংস্থাগুলোকে নীতিগত পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করেছেন। অধ্যাপক ব্ল্যাকমোর-এর আরেকটি পরিচয় হলো তিনি 'ডিকিন সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এডুকেশনাল ফিউচার অ্যান্ড ইনোভেশন' এর প্রাক্তন উদ্বোধনী পরিচালক। এছাড়াও তিনি অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ রিসার্চ ইন এডুকেশন এর প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে অধ্যাপক ব্ল্যাকমোর অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এখানে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জোহানেস কেপলার ইউনিভার্সিটি, লিঞ্জ, অস্ট্রিয়ার পিএইচ.ডি গবেষক এবং গ্লোবাল ডায়ালগের সহকারী সম্পাদক **জোহানা গ্রুবনার**।

| *জিল ব্ল্যাকমোর*

জোহানা গ্রুবনার: গত ৩০ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে গভীর পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গেছে তা আপনি অধ্যয়ন করছেন। এই পুনর্গঠনগুলো কী ছিল? কোন শক্তির মাধ্যমে এগুলো চালিত হয়েছিল? এবং একাডেমিক জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরা কী ধরণের প্রভাব ফেলেছিল?

জিল ব্ল্যাকমোর: শুধু অস্ট্রেলিয়ার সরকারই নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ১৯৯০ সালের পর থেকে—৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন সেক্টরের সাথে একত্রীকরণের মাধ্যমে । সেই সময় নতুন জনপ্রশাসন দৃষ্টিভঙ্গি ও বাজার বিস্তারের অনুকূল নব্যউদারতাবাদী নীতিগুলো অ্যাংলোফোন দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিকীকরণ, ব্যবস্থাপনাবাদ, বিপণন ও আর্থিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলোর ভিতর দিয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার ডেটাফিকেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি) ও ডিনগণ ধারাবাহিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য নির্বাহী ক্ষমতা সঞ্চয় করেছেন এবং নির্বাচিত ডিন ও স্কুল প্রধানদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করেছেন। এ সময় দাবি করা হয় যে, কর্মপন্থার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কর্মতৎপর হতে হবে। এই দাবির আড়ালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পরিষদের ওপরের স্তরগুলো সূঁচকীয়ভাবে প্রসারিত হতে থাকে। নির্দিষ্ট কোর্সে শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থায়ন করা হয়। সরকারী তহবিল হ্রাসের কারণে, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ববিবেচনাধীন আয়ের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করছে—যার ফলে শিক্ষা থেকে গবেষণার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমিয়ে বিপণনে সেই বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে।

সাংগঠনিক পুনর্গঠনকে কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নের একটি সমাধান হিসেবে দেখা হলেও এর প্রভাব কেমন হতে পারে সে বিষয়ে কখনোই মূল্যায়ন করা হয়নি। কর্মপন্থা ও বাজেটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এর ফলে একাডেমিক শাসনের দায়িত্বপূর্ণ অনুশীলনগুলো গৌণ হয়ে গেছে। গুণমানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে একাডেমিক বোর্ডগুলো তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। উচ্চ কাজের চাপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব হ্রাসের কারণে শিক্ষাবিদদের মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরকে অধিক সময় যাবৎ পড়াতে হচ্ছে। অর্থ্যাৎ তাদেরকে অধিক কাজের চাপে রাখা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক নমনীয়তা অর্জন করা হয়েছে। এটি বিশেষত; সেই সকল নারীদের ওপর প্রভাব ফেলেছে—যারা প্রায়শই চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন এবং একাডেমিক কর্মশক্তির নিম্নস্তরে অবস্থান করেন। ২০১০ সালে গবেষণা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

>>

প্রবর্তন করা হয়। জ্ঞান উৎপাদনের ওপর এই প্রবণতাগুলো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এর মাধ্যমে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে, শুধু গণণাযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য জ্ঞানই মূল্যবান। এভাবে একাডেমিক অনুশীলনগুলোকে রাশিকরণের মাধ্যমে বিশেষ রূপ দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো পরিমাপযোগ্য এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল অর্জন।

জেজি: আপনি কি সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রভাব সম্পর্কে কথা বলতে পারেন? বিশেষ করে নারী শিক্ষাবিদ এবং নারীবাদী জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রূপান্তর কী প্রভাব ফেলেছিল?

জেবি: একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান নীতি ছিল গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং এবং গবেষণা মূল্যায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুণমান বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতার দিকে নজর দেয়া শুরু করে। এই সময় ভিসিগণ শিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাতন্ত্র্যসূচক কওে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বৃহত্তর পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। নীতিগত এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটি সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে–যেখানে মূলত; শিল্প, সরকার এবং জনহিতৈষীদের সাথে অংশীদারিত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। স্নাতকোত্তর ড্রিগ্রীর বাজারটিও অনিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী অনেক নতুন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কারণে ধ্বসে পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন ও অফলাইন উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং বিভিন্ন ছোট ও সস্তা কোর্স প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-আস্থাপত্র প্রদান করে। এভাবে তারা একটি লাভজনক স্থায়ী বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রগতিবাদের স্থান হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে সামাজিকভাবে রক্ষণশীল সরকারগুলো ১৯৯০-এর দশকে বহুসংস্কৃতিবাদ, নারীবাদ এবং আদিবাসী পুনর্মিলনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সূচনা করেছিল। এক্ষেত্রে জনতুষ্টিবাদী মারডক প্রেস আউটলেটে এবং চরম ডানপন্থী মিডিয়া ভাষ্যকাররা প্ররোচকের ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিকভাবে রক্ষণশীল সরকারগুলো অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার সাথে প্রবঞ্চনা করেছে। এই সরকারগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতাবাদী মনোভাবের পক্ষপাতী। তাই তাদের জাতীয় নীতি প্রধানত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত এবং ওষুধের (এসটিইএমএম) ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কওে গড়ে ওঠে। সরকারী তথ্য উপেক্ষা করার মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বপক্ষে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান (এইচএএসএস) এর কোনো বৃত্তিমূলক মূল্য নেই।

একাধিক পুনর্গঠন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব লৈঙ্গিক রূপ ধারণ করেছে এবং জ্ঞানমূলক অবিচারের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত; নারীকেন্দ্রিক এইচএএসএস অনুষদগুলোকে একত্রিত করার ফলে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয়ত; বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গতানুগতিকভাবে এসটিইএমএম শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ দেয়। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হলেও এর ফলে এইচএএসএস-এর সম্পদ ও সংস্থানের মাত্রা সংকুচিত হয়েছে। তৃতীয়ত; এমনকি নারীরা যখন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় যোগ দেন, তখনও জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারাটি হলো ডেপুটি ভাইস-চ্যান্সেলর (ডিভিসি) গবেষণা পোর্টফোলিওগুলোতে এসটিইএমএম থেকে আসা পুরুষদের আধিপত্য বজায় থাকে। এবং শেখা ও শেখানোর ডিভিসি পোর্টফোলিওগুলোতে অথবা গ্রহশ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রধানত নারীদের প্রাধান্য থাকে। পরিশেষে, কাজের চাপ এবং গবেষণা অধ্যাপক হওয়ার পথে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ মহিলাদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। এসটিইএমএম-এর নারীদের বেলায় কথাটি বেশি প্রযোজ্য, কারণ তাদেরকে পেশাগত কাজের পাশাপাশি পরিবার ও শিশুদের সামলাতে হয়। জ্ঞানের মূল্যায়ন (জ্ঞানভিত্তিক অবিচার) এবং মহিলাদের পেশাগত জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিষয়টি মূলত লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত। যদিও অস্ট্রেলিয়ার জনগণ, একাডেমিক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈচিত্রের অভাব কখনও সরকারি নীতি বা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি।

জেজি: অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী ধরণের কাঠামোগত এবং রাজনৈতিক ধারার জ্ঞানভিত্তিক অবিচার তৈরি হয়েছে এবং তাদের পরিণতি কী? সে সম্পর্কে আপনি কি একটু বিস্তারিত বলবেন?

জেবি: উদ্যোক্তা যুক্তি হলো যেই যুক্তি যেখানে জ্ঞানকে শুধু পরিমাপ ও সম্ভবত বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়। পরিমাপের এই ধরনের যুক্তির ফলে জ্ঞানভিত্তিক অবিচার তৈরি হয়। প্রথমত; এটি জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক এবং বস্তুগত অবস্থা যেমন: সামাজিকতা এবং সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা ও গবেষণার মানসিক শ্রম ও প্রজননমূলক গার্হস্থ্য শ্রমকে উপেক্ষা করে। দ্বিতীয়ত; এটি বাজারের চুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা জ্ঞান সৃষ্টির সামাজিক ও বস্তুগত সম্পর্কগুলোকে উপেক্ষা করে। তৃতীয়ত; উদ্যোক্তা যুক্তিটি ধরে নেয় যে, উদ্ভাবন শুধু তাকেই বলা যায় যা কেবল একটি প্রক্রিয়া বা পণ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোকে এমনভাবে মূল্যায়ন করে যে তারা সামাজিক সম্পর্ক থেকে স্বতন্ত্র। এভাবে উদ্যোক্তাবাদ একটি রক্ষণশীল এবং বিষাক্ত লৈঙ্গিক রাজনীতিকে পুষ্ট করে, যা সামাজিক এবং সম্পর্কগত আপেক্ষিকতর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গবেষণাকে অবমূল্যায়ন করে। এটি গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার সামাজিকভাবে রক্ষণশীল কিন্তু নব্য উদারপন্থী সরকারগুলো সত্য–পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সেক্টরের বিরোধিতা করেছে, যখন দক্ষতা এবং বিজ্ঞানকে কেবল ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরাই নয়, বরং সরকারগুলোও চ্যালেঞ্জ করেছিল।

জিজে: বিশ্ববিদ্যালয় সেক্টরের প্রতি রক্ষণশীল এবং নব্য উদারপন্থী সরকারগুলোর বিরোধী অবস্থানের দিকে তাকালে–সাম্প্রতিক সংকটে, বিশেষ করে বৈশ্বিক মহামারীতে একদিকে যেমন সামাজিক-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণার মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে এই সংকটের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রতীয়মান হচ্ছে। বর্তমানে এই এলাকায় অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতি কী এবং সাম্প্রতিককালে আরো কী কী ঘটেছে?

জেবি : একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের নিদর্শনসরূপ অস্ট্রেলিয়ার জনগণ মহামারী চলাকালীন সবার মঙ্গলের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্ব না দিয়ে সম্মিলিতভাবে সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছিল। তারা একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের সুরক্ষা জালের সুবিধা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। সমস্যাটি রক্ষণশীল সরকারগুলোর (এবং ভিসি) ব্যর্থতার মধ্যে রয়েছে; সেইসাথে সমস্যাটি নিহিত রয়েছে অস্ট্রেলীয় সংবেদনশীলতায়, এইচএএসএস-এর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যকে স্বীকৃতি এবং প্রায়শই এসটিইএমএম-এর সাথে বিজ্ঞানকে সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করার মধ্যে। তবুও মহামারী এবং জলবায়ু সংকট উভয়ই এইচএএসএস এর প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য তুলে ধরে। প্রথমত; অ্যাকাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজগুলো জাতীয় মন্ত্রিসভাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধান বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরি র‍্যাপিড রেসপন্স ফোরামের (বিশেষজ্ঞ মডেলের প্যানেল) অংশ ছিল। দ্বিতীয়ত; কোভিড প্রাদুর্ভাব ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য এবং আদিবাসী নেতাদের যোগাযোগের অনুশীলনে এইচএএসএস-এর ভূমিকা স্পষ্ট ছিল। সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা মহামারীটির ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে, মানবাধিকার এবং দায়িত্বের ওপর প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও বিতর্কের সমালোচনামূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণগুলো ছিলো উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্লেষণগুলোর নির্মাতা ছিলেন প্রধানত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদরা। তা সত্ত্বেও, নব্য উদারপন্থী ফেডারেল সরকার ব্যবসা ও ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্য একটি অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময়, ফেডারেল সমর্থন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে এইচএএসএস-এর বিরুদ্ধে তার আদর্শিক যুদ্ধ অব্যাহত

>>

রেখেছে । এক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের বক্তব্য হলো ৫০০০০০ বিদেশী শিক্ষার্থী যদি নিজেদের সংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারে, তাহলে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে। অধিকন্তু, এইচএএসএস-এর পাঠ্যবিষয়সমূহকে অধিক ব্যয়বহুল এবং কারিগরি কোর্সসমূহকে কম ব্যয়বহুল করার জন্যে তারা নতুন নতুন আইন তৈরি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে তারা এটি করেছিল।

রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে লকডাউন ও সীমান্ত বন্ধ রেখে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে বাধ্য করেছিল। এটি ছিলো সময়মত কোয়েন্টাইন ও টিকাপ্রদানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থতার বিপরীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের রাজনৈতিক পুঁজি সঞ্চয় করার পদক্ষেপ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ তথ্য-প্রমাণ ও নীতি সরবরাহ করতে প্রতিদিনের সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মহামারীবিদ, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ভাষ্যকাররা সেলিব্রেটি হয়ে উঠলে বিজ্ঞানের বৈধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত, যদিও এই খাতগুলো আর্থিকভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত ছিল, লকডাউনের অনলাইন পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য তবে শিল্প এবং আতিথেয়তা খাতগুলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আরেকটি প্যারাডক্স হলো প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল না বাড়িয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানোর সমাধান হিসাবে প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করছেন।

জেজি: সম্প্রতি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের সময় অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন আপনি তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আপনার সমালোচনার প্রধান বিষয়গুলো কী? এবং এই বিষয়গুলো ও একাডেমিয়ার ভবিষ্যতের ওপর এদের সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর সম্পর্কে আপনার কী চিন্তা করছেন?

জেবি : জ্ঞান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগের পরিবর্তে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছে (২০১৯ সালে তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হচ্ছে শিক্ষা পরিষেবা)। যখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছিল, তখন স্বল্পঅনুদান, গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ছাত্রদের ওপর নির্ভরতা, নীতির অস্থিরতা, পরিবর্তনশীল ইন্দো-প্যাসিফিক ভূ-রাজনীতি এবং চীনের উত্থানের ফলশ্রুতির প্রেক্ষিতে মহামারী অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্বলতা সবার সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভিসির প্রতিক্রিয়াগুলো হলো পুনর্গঠনের সুযোগকে বঞ্চিত করা (প্রায়শই ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতাদের ব্যবহারের মাধ্যমে), ১৮ মাসে ৪০,০০০ একাডেমিক এবং পেশাদার কর্মীকে (মোট শ্রমশক্তির ২০%) অপ্রয়োজনীয় করে তোলা এবং চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী শিক্ষাবিদদের, যারা সমস্ত কর্মীদের ৬৬%, চুক্তি নবায়ন না করা। বিশেষ করে, এইচএএসএস–এর বিভিন্ন বিষয় (যেমন: ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান) বন্ধ করা হয়েছে। চাকরির অনিশ্চয়তা, ছাত্র-কর্মকর্তার উচ্চ অনুপাত, প্রশাসনিক চাপ, গবেষণা তহবিলের অভাব, ব্যবস্থাপনাবাদ, প্রশাসনের বেসরকারীকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়া ও বিল্ডিং এবং আর্থিক বাজারে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের কারণে একাডেমিক-শিক্ষাবিদরা ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এই অবিশ্বাসকে ক্রোধে রূপান্তরিত করা হয়েছে উদীয়মান যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে। অস্ট্রেলিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জোট উদীয়মান যৌথ পদক্ষেপের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষাবিদরা মনে করেন বেসরকারী শিক্ষা প্রদানকারী ও পরামর্শদাতা সংস্থাগুলোর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন। একাধিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা সস্তায় ছোট ছোট কোর্স (মাইক্রো- ক্রেডেনশিয়াল) প্রদান করছে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলো প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করছে এবং সরকারের আউটসোর্সিং গবেষণা ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হচ্ছে। যখন নানা-বিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নতুন জ্ঞান ও সৃজনশীলতা দরকার এবং টেকশই ভবিষ্যৎ বিনির্মানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে নতুনত্ব প্রয়োজন, তখন বিপর্যস্ত উচ্চশিক্ষা পুনরুদ্ধার করতে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে।

জেজি : আপনার মতে, চাকুরিরত কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতির উন্নতি এবং সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ কী হতে পারে? একটি ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জনের প্রধান অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো কোথায়?

জেবি : অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের স্বার্থে এইচএএসএস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা দরকার। এক্ষেত্রে কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা পরিবর্তন করা যায় সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর অর্থ হলো জনগণ ও সরকারকে উপলব্ধি করোনো যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বতন্ত্র কারণ তারা স্নাতকদের 'চাকরির জন্য প্রস্তুত' করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করে। গণতন্ত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ সেই বিতর্কে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ নষ্ট করেছেন অথবা এ ব্যাপারে তাদের ইচ্ছাশক্তির অভাব ছিল; অথবা টেকশই ভবিষ্যৎ বিনির্মানে গবেষণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ সেটি সরকারকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অভ্যন্তরীণভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকদের নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মচারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে। শেয়ারড গভর্নেন্স শিক্ষাবিদদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করবে যা বর্তমান ব্যবস্থাপনায় উপেক্ষিত। এর জন্য যা যা দরকার তা হলো: ব্যবস্থাপনা ও প্রধান নির্বাচন প্যানেলের উপর একাডেমিক প্রতিনিধিত্ব; সমালোচনামূলক বিতর্ককে জানাতে এবং উৎসাহিত করতে একটি স্বাধীন একাডেমিক সংস্থা; শিল্প চুক্তি যা একাডেমিক স্বাধীনতা এবং কাজের শর্তকে বাঁধা দেয় না বরং রক্ষা করে; সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া যা অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সহজতর করে এবং টোকেনিস্টিক পরামর্শ দেয় না; এবং সমতা ও পরিবেশ-চালিত কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাজেট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে বিস্তৃত শিক্ষা প্রদান করতে বাধ্য। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শহুরে এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায় এবং অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যাপক বিশেষায়িতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পার্থক্যকরণ দূরত্ব ও খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও থাকার জন্য সংগ্রামরত শিক্ষার্থীদের সুযোগসমূহ হ্রাস করবে। একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ ও গণতন্ত্রের জন্য এইচএএসএস-এর বহুবিধ জ্ঞান এবং গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবে। এটি একটি সামাজিক বা সম্পর্কীয় (বাজারের পরিবর্তে) চুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক উদ্ভাবনকে উন্নীত করবে–যা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজে থাকা কেন্দ্রীয় মূল্যবোধের সম্পর্ককে (কলেজিয়্যালিটি) মূল্য দেয়।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
জিল ব্ল্যাকমোর <jillian.blackmore@deakin.edu.au>

> নব্য শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রাম

দারিও আজেলিনি, একাডেমিক ইউনিট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় জাকাটেকাস, মেক্সিকো।

১৮ মে, ২০২০-এ উন্নত কোভিড-নিরাপদ কাজের পরিবেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াকিমা উপত্যকায় খামার কর্মীরা ধর্মঘটে। কৃতজ্ঞতাঃ ফেসবুক পেইজ-ফ্যামিলি ইউনাইটেড ফর জাস্টিস, এডগার ফ্রাঙ্কস।

পুঁজিবাদের সংকট বিদ্যমান অসমতাকে বৃদ্ধি করছে। এটি কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলারও একটি পরিণাম। বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে বৈশ্বিক শ্রম আয় আনুমানিক ১০.৭% (অথবা ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে ২২০০ জন প্রাতিষ্ঠানিক বিলিয়নিয়ারের সম্মিলিত আয় ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯-এ ৯.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে এক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে আনুমানিক ১১.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত এবং হাসপাতালে ভর্তি হবার ঝুঁকি বেশি এবং কৃষ্ণাঙ্গ, আদিবাসী ও বিশেষ বর্ণের শ্রমজীবীরা বিষম অনুপাতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং মৃত্যুহার প্রত্যক্ষ করছে।

> অতিমারীর সঙ্গে জড়িত সংগ্রামসমূহ

বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী সম্প্রদায়গুলো অতিমারী সত্ত্বেও অতিমারীর কারণে জেগে উঠেছে। বিশেষ করে, যেসব ক্ষেত্রে অতিমারীর সংক্রমণের হার বেশি এবং অতিমারীর কারণে কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ ঘটেছে। স্বাস্থ্যসেবা, নার্সিং, গুদাম, ডাক কারবার ও রসদ, যাত্রী পরিবহন, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষির মতো খাদ্য উৎপাদন; যেখানে আগে থেকেই কর্মপরিবেশের জীর্ণ দশা ছিল এবং কম মজুরি ছিল; সেখানে এসব ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ দেখা গেছে।

আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে এসব ধর্মঘট ঘটেছে –যা কয়েক দশক ধরে কঠোর নব্যউদারনীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে আছে। এই স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের কর্মীরা মূলত নারী; বিশেষ করে, নার্সদের ক্ষেত্রে কম মজুরি ও বৃহৎ ঝুঁকির জেন্ডার ও বর্ণের মাত্রা যুক্ত রয়েছে। গণ-পরিবহন ক্ষেত্রেও ধর্মঘট হয়েছে। বিভিন্ন আমেরিকান শহরে চালকদের দ্বারা স্বউদ্যোগে ঝটিকা ধর্মঘট হয়েছে। কোনো প্রকার সম্মতি ছাড়াই ইউনিয়ন যখন পরিচালকদের সাথে চুক্তি করে তখন ২০২০ সালের মে মাসে ব্রাসেলসে গণপরিবহন কর্মীরা ঝটিকা ধর্মঘট করে। মেক্সিকো সিটি, মেডেজিন ও সান্টিয়াগো ডি চিলির মেট্রো ব্যবস্থার কর্মীরা এবং জাপানি রেলের কর্মীরা ধর্মঘট করে। জার্মানিতে ট্রেড ইউনিয়ন শহরের গণপরিবহনে সিরিজ ধর্মঘট করেছে। চাকুরীর নিশ্চয়তা এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য ইতালি ও গ্রিসের সরকারী ও বেসরকারী পরিবহন ক্ষেত্রে ধর্মঘট হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষেত্রেই খাদ্যশিল্পে শ্রমিকদের সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে– যেখানে কর্মীরা মূলত; অভিবাসী এবং সংক্রমণের হার অনেক বেশি ছিল। ইতালি, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী কৃষি কর্মীরা ধর্মঘট করেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের পাইকারি খাদ্য ক্ষেত্রেও ধর্মঘট হয়েছে। অতিমারীর শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপণন ও রসদ ক্ষেত্রে সুরক্ষা পদক্ষেপ বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট হয়েছে। ইতালিতে আমাজন, টিএনটি, ডিএইচএল ও ইউপিএস এর মতো সকল রসদ প্রতিষ্ঠান ও গুদামে ধর্মঘট হয়েছে এবং কর্মীরা কাজে অনুপস্থিত থেকেছে। ইতালির খাদ্য বিলিবন্টন কর্মীরা অতিমারীর মাঝে কয়েকবার ধর্মঘট করেছে। আদালত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাইকেলে খাদ্য সরবরাহকারী সকল ৬০০০০ কর্মীকে নিয়োগ দিতে বলেছে– যারা এটির ওপর নির্ভরশীল।

> অতিমারী সত্ত্বেও সংগ্রাম

অতিমারীর সঙ্গে সম্পর্কহীন কিংবা কম সম্পর্কিত এমন ধরনের ধর্মঘট এবং কর্মীদের সংগ্রাম ও সংঘটিত হয়েছে। যেখানে কর্মীদের ছাটাই কিংবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে; সেখানেই শ্রমিকদের সংঘ-াত উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ করেছে। ইন্ডিয়ান টাটা স্টিলের মালিকানাধীন ডাচ ইজমুইডেন ইস্পাতখানায় কর্মীরা তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ধর্মঘট করে মোট ৯০০০ কর্মীর প্রায় ১০০০ জনের ছাঁটাই বন্ধ করেছে এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে। সরকারের শ্রম সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার এবং বিশাল সরকারী ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ভারতে বিশাল ধর্মঘট হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের ২৫০ মিলিয়ন কর্মীরা ধর্মঘট করেছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের

>>

কৃষকেরা বেসরকারী বিনিয়োগকারী ও কর্পোরেশনকে সুবিধা প্রদানকারী আইনের বিরোধীতা করে আসছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে কৃষকদের অসন্তোষ ঝড় তুললে সরকার ১৮ মাসের জন্য উক্ত আইনকে স্থগিত করে। ২০২০ সালের অক্টোবরে প্রাইম ডে বার্গেইন হান্ট উপলক্ষে জার্মানি, স্পেন ও পোল্যান্ডের আমাজন কর্মীরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করে। পরবর্তীতে জার্মানির আমাজনের জায়গাগুলোতে কয়েকদিন ব্যাপী সিরিজ ধর্মঘট হয়। ব্যাসক প্রদেশের বিলবাও বন্দরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩০০ ডকশ্রমিক ৫৫ দিনের জন্য ধর্মঘট করে। পরবর্তীতে, প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি দাবী, যেমন প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১৮২৬ কর্ম ঘন্টার সীমা, কর্মে বিরতি এবং ছুটি ইত্যাদি মেনে নেয়।

অতিমারীর মাঝেও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় শ্রমজীবী বিদ্রোহ ঘটেছে এবং শুরু হয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের রেজিমের বিরুদ্ধে হওয়া প্রতিবাদগুলো নতুন করে নির্বাচন দিতে এবং এমএএস (মুভমেন্ট টুওয়ার্ডস স্যোশালিজম) কে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছে যাকে ওই অভ্যুত্থানের দ্বারা অকার্যকর করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ইউনিয়ন এএফএল-সিআইও ২০২০ সালের মে মাসে কৃষ্ণাঙ্গ নেতৃত্বে সংঘটিত শ্রমজীবী বিদ্রোহকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য, কেবল মে এবং জুনমাসেই ব্লযাক লাইভস ম্যাটার (বিএলএম) এর সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ৬০০ এরও বেশি কর্মী কাজ হতে বিরত থেকেছেন এবং ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। বাসচালকেরা বিক্ষোভকারীদের কারাগারে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। জর্জ ফ্লয়েডের শেষকৃত্যের দিন ৬৫% কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত দি ইন্টারন্যাশনাল লংশ্যোর এন্ড ওয়্যারহাউজ ইউনিয়ন (আইএলডব্লিউইউ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক কোস্টে প্রায় নয় মিনিটের জন্য বন্দরগুলো বন্ধ রেখেছিল। আমেরিকায় দাসপ্রথার উচ্ছেদকে স্মরণীয় করে রাখার ছুটির দিনে অর্থাৎ ১৯ জুনে আইএলডব্লিউইউ ওয়েস্ট কোস্টের ২৯টি বন্দরে পূর্ণ আট ঘন্টার শিফট ধর্মঘট ডাকে। জুলাইয়ের ২০ তারিখে আইএলডব্লিউইউ, ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কারস এবং ন্যাশনাল ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স এলাইয়েন্সসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো বিএলএমএর সঙ্গে স্ট্রাইক ফর ব্লযাক লাইভস্‌স্‌–এর আয়োজন করেছে।

> শ্রমকর্মের নতুন দুয়ার

পেডে প্রতিবেদনে এটি পরিষ্কার যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সালের পর সর্বাধিক ধর্মঘট হয় ২০২০ সালে অতিমারীর মাঝে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স অনুসারে, ২০০৯ সালের পাশাপাশি ২০২০ সালে সবচেয়ে কম পরিমাণ শিল্প সংঘাত ঘটেছে। অবশ্য, পরের তথ্যটি উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনকে গ্রাহ্য না করেই কেবল এমন ধরনের সংঘাতকেই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে; যেখানে ১০০০ জন বা তার অধিক সংখ্যক কর্মী কাজ করে। নতুন শ্রমিক অসন্তোষগুলোর উদ্ভব ঘটছে এমন সব জায়গা থেকে যা প্রান্তিক এবং পূর্বে ঐক্যবদ্ধ হয়নি এমন জায়গা থেকে, নতুন ইউনিয়নকরণ থেকে, শিল্প কারখানার কর্মের বাহিরের অবস্থা থেকে।

বিগত বছরগুলোর মতো কোভিড-১৯ অতিমারীর মাঝেও শ্রমিকদের প্রতিবাদগুলো নিজস্ব আয়োজনে এবং ইউনিয়নগুলোর শপফ্লোর আয়োজনে সংঘটিত হয়েছে। এসব শপফ্লোর প্রতিবাদগুলো আরো দ্রুত এবং নমনীয়ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। প্রথাগত ইউনিয়নগুলো সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটগুলোকে উৎসাহিত করে না এবং যখন তারা ধর্মঘটে অংশ নেয় সেটা কেবলই এর সদস্যদের চাপে। নব্য উদারবাদ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন অবধারিতভাবেই সংগঠনের পুরোনো মডেলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন সংগ্রাম এবং সাংগঠনিক কাঠামোরও সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলনের দূর্বলতাগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্যকে রূপান্তরিত করতে যে সকল কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন তার পরিমাণ অনেক কম। সেজন্য, অতিমারীর মাঝে শ্রমিকদের জাগরণ প্রমাণ করেছে, শ্রেণি যে আর প্রাসঙ্গিক ক্যাটাগরি নয় সেই ধারণাটি সঠিক নয়। উপরন্তু, বৈশ্বিক প্রস্তুতকারী শিল্পে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের দূর্বলতা যেন শ্রমিকদের কাঠামোগত ক্ষমতাকেই শক্তিশালী করেছে।

শ্রমজীবী শ্রেণির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল বিশাল মাত্রায় মুনাফাকে বাঁধাগ্রস্থ করা। সেই প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের মধ্যবর্তী সম্পর্ক, শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও এর সূচনাকারী সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকেরাই নব্য শ্রমিক শ্রেণি সৃষ্টি করছে। জেন্ডার বা বর্ণ এর কোনোটিই শ্রেণিকে পুনর্স্থাপিত করে না বা নাকচ করে না বরং এগুলোকে পুঁজিবাদ ও শোষণের বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নারীদের শ্রেণি সংগ্রামের সঙ্গে লড়াইয়ের বিশ্লেষণে পাওলা ভারেলা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন, 'কর্মক্ষেত্র কোনো খাতজনিত জায়গা নয় বরং একটি শক্তিশালী অবস্থা [....] যা নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণির দাবীকে একত্রে শক্তিশালী করতে পারে।' ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
দারিও আজেলিনি <da483@comell.edu>

> ফিলিপাইনের জঙ্গি শ্রমিক সংগঠন

সারাহ রেমুন্ডো, ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়, দিলিমান, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, বুলাটলাট ডটকমের কলামিস্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল লীগ অফ পিপলস স্ট্রাগল (আইএলপিএস) এর সংগঠক।

ফিলিপাইনে শ্রমিক ইউনিয়ন ‘‘কিলুসাং মায়ো উনো’’ (কেএমইউ) এর কর্মীদের দ্বারা একটি বিক্ষোভ। কৃতজ্ঞতাঃ কেএমইউ

১৮৯৬ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে ফিলিপাইনে স্পেনের প্রায় ৪০০ বছরের ঔপনেবেশিক শাসনের অবসান হলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই বিজয়কে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা দেশগুলো-ফিলিপাইন, কিউবা, গুয়াম এবং পুয়ের্তো রিকো–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। এ সময় আমেরিকা স্পেনকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছিল। এর মাধ্যমে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফিলিপাইন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কলোনিতে পরিণত হয়। আমেরিকার এই প্রকল্পটিকে একটি নব্য-উপনেবেশিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়-যা নির্মাণ ও গণহত্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এর ফলে ফিলিপাইনে একটি ক্রমাগত অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ঘটেছে যা একটি রপ্তানিমুখী এবং আমদানি-নির্ভর অর্থনীতি বজায় রাখতে পেরেছে–যেখানে সংরক্ষিত শ্রমিকের একটি বিশাল বাহিনি আছে।

> কিলুসাং মায়ো উনো, মে ওয়ান আন্দোলন

এই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রচারণা যেমন মজুরি বৃদ্ধি এবং চুক্তিবদ্ধকরণ প্রকল্পগুলোকে অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা এবং উত্থাপন করতে হবে। কিলুসাং মায়ো উনো (কেএমইউবা মে ওয়ান মুভমেন্ট) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোর সাথে ১ মে, ১৯৮০ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল : ১) সামরিক আইনের অধীনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রচারাভিযানের সমর্থনকারী প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রতিনিধিত্ব করা; ২) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সংগঠিত করা এবং একত্রিত করা।

২০১৮ সালে কেএমইউ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) এর কাছে ১১৫,০০০ জন শ্রমিকের অফিসিয়াল সদস্যপদ জমা দেয়। এর বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), শহুরে দরিদ্র সম্প্রদায়, কল সেন্টার এবং ব্যক্তিগত হাসপাতালগুলোতে শ্রমিকদের সংগঠিত করা; মজুরির জন্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে বিস্তৃত জোট গঠন; এবং কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে জনপ্রিয় শ্রম সমস্যাগুলোর জন্য একটি বিস্তৃত প্রচার কেন্দ্রের বিধান তৈরি করা। কেএমইউ জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে একটি মূল শক্তি হিসাবে কৃষক শ্রমিক জোটের নীতিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে–যা গ্লোবাল সাউথের শ্রমিকরা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহিংস শোষণের বিরুদ্ধ লড়াই করেছে তারই প্রমাণ।

ফিলিপাইনের ১০৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ৩.৯ মিলিয়ন (৩.৬%) শিল্প শ্রমিক, যার মধ্যে উৎপাদন, নির্মাণ, রপ্তানি-বর্ধমান ব্যবসা এবং অন্যান্য মজুরি উপার্জনকারী শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে কেএ-মইউ ফিলিপিনো শ্রমের চুক্তিবদ্ধকরণ এবং ক্রমবর্ধমান আধা-সর্বহারাকরণের ঘটনাকে মোকাবেলা করার জন্য সভার আয়োজন করে আসছে। এই আয়োজন কেএমইউ এর সাংগঠনিক ক্ষমতাকে শহুরে এবং গ্রামীণ দরিদ্র সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর ওপর জোর দিয়েছে–যেখানে অনিয়মিত মজুরি উপার্জনকারী (১০.৪ মিলিয়ন) এবং নন-ওয়েজ উপার্জনকারী(৬.৩ মিলিয়ন) বিক্রেতা এবং

>>

অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক কর্মী রয়েছে।

> ফিলিপাইনে শ্রমের ক্ষেত্র এবং পদ্ধতি

ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থান সংরক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এবং প্রকৃত খামার শ্রমিকদের অবস্থান বিদেশি কৃষি ব্যবসা উদ্যোগের মধ্যে। বাস্তুচ্যুত ভূমিহীন কৃষকরা শহরের জনসংখ্যা গড়ে তোলে এবং স্থানীয় কারখানা ও বহুজাতিক ইপিজেডে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধকরণের একটি কঠোর নীতি অনিশ্চিত কাজ এবং একটি অ-ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মক্ষেত্র তৈরি করে। যারা চাকরি খুঁজে পায় না, তারা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে।

ফিলিপাইনে বেকারত্বের উৎস হচ্ছে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেইসের অনুপস্থিতি। এর ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পথ প্রশস্ত হয়েছে যা আউটসোর্সিং এবং রপ্তানিকৃত শ্রমের আকারে বৈশ্বিক পুঁজির দ্বারা সস্তা পরিষেবা শ্রমের চাহিদা পূরণ করছে।

এই পদ্ধতির প্রথমটি হলো আউটসোর্সকৃত শ্রম। ফিলিপাইন হলো বিশ্বের অবিসংবাদিত 'কল সেন্টার ক্যাপিটাল' –যা বিশ্ব বাজারের ১৬% থেকে ১৮% দখলের মাধ্যমে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশে ৮৫১টি নিবন্ধিত বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) কোম্পানি রয়েছে; এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি হলো কল সেন্টার (৪২৯), অন্যদের একটি বড় অংশ হলো আইটি-সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (৪০০ বা ৪৬.২%)। বাকিগুলো হলো মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন ব্যবসা, অ্যানিমেটেড ফিল্ম এবং কার্টুন প্রোডাকশন হাউস। মার্কিন আধা-উপনিবেশ হিসাবে ফিলিপাইন তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুকে তার আউটসোর্সিং পরিষেবার ৬৫% প্রদান করে। এটি ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের গ্রাহকদেরও পরিষেবা প্রদান করে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিপিও শিল্পে মোট ৬৭৫,৬০০ জন শ্রমিক রয়েছে। সরকার আউটসোর্সিংকে দেশের 'সানশাইন ইন্ডাস্ট্রি' হিসাবে নামকরণ করেছে। এই সেক্টরে ফিলিপিনো শ্রমিকদেরকে ক্লায়েন্টের টাইম জোনের কাজের সময়কে অনুসরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো শ্রম রপ্তানি যা এখন পর্যন্ত ফিলিপাইন রাষ্ট্রের স্টপগ্যাপ সমাধান এবং ভিত্তিমূলক পলিসি। বিদেশি ফিলিপিনো কর্মীরা (ওএফডব্লি) হলো শীর্ষ ডলার উপার্জনকারী এবং জিডিপি বুস্টার। ২০১৮ সালে বিশ্ব ব্যাংক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় শুধু ২০১৭ সালে ফিলিপাইন ওমফডব্লিউ রেমিট্যান্স থেকে ৩২.৬ বিলিয়ন ডলার অর্জন করেছে।

>শ্রমিকদের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার সম্পর্ক

মার্কোসের সামরিক শাসনের আমলে ফিলিপিনো শ্রমের পটভূমির পরিবর্তন হতে থাকে। এ সময় কর্মীদের সংগঠিত করা বলতে গ্লোবাল সাউথে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার প্রধান পরিণতিগুলোর মোকাবেলাকে বোঝাত। এর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক অসম বিনিময়ের ভিত্তিতে মজুরির শ্রেণিকরণের মাধ্যমে ফিলিপিনো শ্রমকে সস্তা রাখা। আরেকটি ফলাফল হলো প্রান্তিক পর্যায়ে বেকারের সংখ্যা বাড়ানো –যার ফলে, ফিলিপিনো শ্রমের ক্রমবর্ধমান আধা-সর্বহারাকরণ হয়েছে। এর ফলে বিদেশী পুঁজি এবং দেশীয় বেনিয়াদের স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রম সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। ফিলিপাইনে আধা-সর্বহারাকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে, শ্রমিকদের একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা দ্বারা মজুরিহীন, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে বাধ্য করা হয়।

এটি শহুরে এবং গ্রামীণ দরিদ্র সম্প্রদায়গুলোকে শ্রমের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে যেখানে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতির জন্য দেয়া আবশ্যক। কেএমইউ সেই সকল জনগণের সঙ্গে কাজ করে যাদের লক্ষ্য সম্মিলিতভাবে জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক মাত্রাকে সম্প্রদায় থেকে জাতিতে রূপান্তরিত করা। বিশেষ করে, যেখানে জিপনি চালক এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের পরিবার বসবাস করে সেখানেই কেএমইউ জনগণকে সংগঠিত করে। কেএমইউ কল সেন্টারে শ্রমিকদের সংগঠন সৃষ্টির কর্মকাণ্ডকে সৃজনশীলভাবে সমর্থন করার মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার মজুরি বিষয়ক সালিশের সর্বশেষ রূপগুলোর কথা বলে।

৪০ বছরের সংগ্রামে কেএমইউ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে হবে আর তা হলো আধা-উপনিবেশ ব্যবস্থায় ইউনিয়নবাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক তা নির্ধারণ করা কঠিন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এটি কর্মী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এমন একটি উৎপাদনের ক্ষেত্রকে একটি বিশ্বায়িত রাজনৈতিক সংগ্রামের অবস্থানে রূপান্তর করতে সহায়তা করে; যেখানে রাষ্ট্র একটি শোষণের হাতিয়ার। লেনিনের রাষ্ট্র সংক্রান্ত থিসিস থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই প্রেক্ষাপটে, কেমএমইউ-এর মতো গ্লোবাল সাউথের ট্রেড ইউনিয়নগুলো বৈশ্বিক পুঁজির খপ্পর থেকে শ্রমকে মুক্ত করার জন্য তাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামে শুধু জোড়ালোভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে পারে। এখানে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম বিদ্যমান–যা অবাধ ও মুক্তভূমি পুনর্বণ্টন এবং জাতীয় শিল্পায়নের আহ্বানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সারাহ রেমুন্ডো <sarahraymundo1976@gmail.com>

> জাপানে ইউনিয়ন এবং শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ

হিরোকি রিচার্ড ওয়াতানাবে, রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়, কিয়োটো।

২০১১ সালে জাপানের শিমবাশিতে আর কোন করোশি নয়চ (অতিরিক্ত কাজের কারণে মৃত্যু) প্রতিবাদ। কৃতজ্ঞতাঃ নেসনাদের নিজস্ব কাজ, সিসি বাই-এসএ ৪.০

১৯৯০ এর দশকের শুরুতে যখন বাবল অর্থনীতির পতন হয়, তখন থেকে জাপান অর্থনৈতিক স্থবিরতায় ভুগেছে। এ সময় জাপানের কোম্পানিসমূহ প্রতিবেশী পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতির কাছে তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে কোম্পানির নিয়োগকর্তারা বৃহত্তর শ্রমবাজারের নমনীয়তার দাবি জানান। এই দাবির প্রতিক্রিয়ায় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) সরকার নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৯৯০ সাল থেকে শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখেছে। নব্য-উদারবাদী শ্রমবাজারের এই নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ বাস্তবায়নের জন্য এলডিপি সরকার নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার বেশ কয়েকটি মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়েছে।

> নব্য-উদারবাদীশ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ

অনিয়মিত কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার ক্ষেত্রে, টেমপোরারি ওয়ার্ক এজেন্সি আইনের ১৯৯৯ সালের সংশোধনীটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এই সংশোধনীটির মাধ্যমে নিয়োগকর্তারা কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত (যেমন, উৎপাদন খাত) বিভিন্ন খাতে ব্যাপকভাবে অস্থায়ী এজেন্সিকে কাজ করার অনুমতি দেয়। এভাবে তারা অস্থায়ী এজেন্সির কাজকে উদারীকরণ করে। ২০০৩ সালের সংশোধনীটি নিয়োগকারীদের উৎপাদন খাতে অস্থায়ী এজেন্সির কাজ করার সুযোগ করে দেয়। জাপানের অর্থনীতিতে উৎপাদন খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এই সংশোধনীটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অতি সম্প্রতি, ২০১৫ সালের সংশোধনীটি নিয়োগকর্তাদের এই অনুমতি দেয় যে, তারা যদি প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর অস্থায়ী কর্মীদের পরিবর্তন করে তাহলে তারা অস্থায়ী

>>

এজেন্সির কাজকে যেকোনো সময়সীমা ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবে।

নব্য-উদারবাদী শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ বাস্তবায়নের কারণে, অ-নয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মোট কর্মীদের মধ্যে অ-নয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০%। তাদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা কম, যেমনটি ২০০৭-২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের সময় এবং অতি সম্প্রতি করোনা ভাইরাস মহামারী চলাকালীন অনেক কর্মী ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। কম বেতন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য কারণে তাদের কাজের অবস্থা খুব খারাপ!

যদিও, নিয়মিত শ্রমিকরা বেশি সুরক্ষিত কিন্তু মজুরি, কাজের সময় এবং অন্যান্য দিক বিবেচনায় তাদের কাজের অবস্থা দিনে দিনে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এলডিপি সরকার শ্রমমান আইনে ১৯৯৮ এবং ২০০৩ সালে সংশোধনী আনার মাধ্যমে 'বিবেচনামূলক কাজের' ব্যবহার সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে কাজের-ঘন্টার নিয়ম শিথিল করেছে। নিয়মিত কর্মীরা তাদের কাজের সময় কিভাবে কাটাবে সেটি একান্ত তাদের বিবেচনাপ্রসূত বা ইচ্ছাধীন হলেও সপ্তাহান্তে ও জাতীয় ছুটির দিনে এবং গভীর রাতে কাজ করা ছাড়া তারা কোনো ওভারটাইম বেতন পান না। যদিও, এই কর্মীদের কাজের সময় বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকার কথা, তবে বাস্তবে তা দেখা যায় না। এর পরিবর্তে, বিবেচনামূলক কাজের সম্প্রসারণ নিয়োগকর্তাদের নিয়মিত কর্মীদেরকে যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার এবং কম বেতন দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি, এলডিপি সরকার ২০১৮ সালের কর্ম-শৈলী সংস্কার (ওয়ার্ক স্টাইল রিফর্ম) ব্যবস্থায় 'উচ্চ পেশাদার কাজ' চালু করেছে। 'উচ্চ পেশাদার কাজ' হলো কাজের-ঘন্টার নিয়মগুলোকে আরও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং এই বিভাগের নিয়মিত কর্মীরা কোনো পরিস্থিতিতেই ওভারটাইম বেতন পাওয়ার অধিকারী নয়। যদিও কর্মশৈলী ব্যবস্থা ওভারটাইম কাজের সর্বোচ্চ আইনি সীমা প্রবর্তন করেছে, তবে সেই সীমা এখনও বেশি (যেকোনো ছয় মাসে গড়ে প্রতি মাসে ৮০ ঘন্টা)। এর ফলে জাপানে খারোশি (অতিরিক্ত কাজের ফলে মৃত্যু) এবং খারো জিসাৎসু (অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে সৃষ্ট মানসিক সমস্যার কারণে আত্মহত্যা) জনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা কম। নিয়মিত কর্মীরা ক্রমবর্ধমান অনিয়মিত কর্মীদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ক্রমাগত হুমকির মধ্যে রয়েছে। ফলস্বরূপ, নিয়োগকর্তারা খারাপ পরিস্থিতিতে নিয়মিত কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করতে পেরেছে।

> শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ

এলডিপি সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত নব্য-উদারবাদী শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ব্যবস্থা অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কারণ, এই ব্যবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নের জন্য অনিয়মিত শ্রমিকদের সংগঠিত করা আরও কঠিন। এর ফলে শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে–যা বর্তমানে প্রায় ১৭%। নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের কয়েকটি বৈঠকে প্রবেশাধিকার হারানোর ফলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর শক্তি ও সংস্থান হ্রাস পেয়েছে।

এছাড়াও, ইউনিয়নগুলোর শক্তিহ্রাসের পিছনে অন্যতম কারণ হলো শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অটোমোবাইল এবং (সম্প্রতি) ইলেকট্রনিক্সের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক খাতে মূলধারার এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নগুলো শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণের বিরোধিতা করেনি। অনিয়মিত কর্মীদের খরচে নিয়মিত কর্মীদের চাকরি রক্ষা করার উদ্দেশে এই ইউনিয়নগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে ম্যানেজমেন্টের সাথে প্রায়শই ক্রস-ক্লাস জোট গঠন করেছে। ফলস্বরূপ, তারা অনিয়মিত কর্মীদের কাজের সুনির্দিষ্টতা এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নিয়মিত শ্রমিকের কাজের খারাপ অবস্থা যেমন অবৈধ বরখাস্ত, বেতন না দেওয়া এবং দীর্ঘ কাজের সময় প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন থেকেছে।

বিপরীতে, স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত ইউনিয়নগুলো, যেখানে স্বতন্ত্র্যকর্মীরা বিশেষ কোম্পানির অধিভুক্তি নির্বিশেষে যোগদান করতে পারে, সেখানে কর্মের অনিশ্চয়তা এবং খারাপ কাজের পরিস্থিতিতে ভুগছেন এমন স্বতন্ত্র্য কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণাত্মকভাবে লড়াই করেছে। এই ইউনিয়নগুলো এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) সাথে জড়িত নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত শ্রম-দ্বন্দ্বের নিরসন। যাই হোক, স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত ইউনিয়নগুলোর শক্তি সংস্থান- মানবিক এবং আর্থিক উভয়ক্ষেত্রেই এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নগুলোর তুলনায় অনেক কম।

শক্তি সংস্থানের এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত কিছু ইউনিয়ন সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মিলে 'ইউনিয়নবাদের সামাজিক আন্দোলন '-এ নিজেদের নিযুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শুটোকেন সেইনেন ইউনিয়ন (এসএসইউ, টোকিও মেট্রোপলিটন ইয়ুথ ইউনিয়ন)-এর কথা বলা যায়। এই ইউনিয়নটি তরুণ কর্মীদের স্বার্থরক্ষার্থে বিশেষভাবে গঠিত এমন একটি স্বতন্ত্র্য অধিভুক্ত ইউনিয়ন–যা একটি সুশীল সমাজ সংস্থা-অ্যাকুইটাস (ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ 'ন্যায্য') দ্বারা আয়োজিত 'ফাইট ফর ১৫০০ ইয়েন' নামে একটি প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছিল। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহ রাজনৈতিক এজেন্সিকে রাজনৈতিক তদবির, নীতিপ্রস্তাব, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি আকারে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এসএসইউ ন্যূনতম মজুরি, কাজের সুরক্ষা এবং কাজের সময়ের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তরুণ কর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে নীতিগত অনুরোধ করেছে। যাই হোক, কিছু ব্যতিক্রম বাদে স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলো সরকারের শ্রম নীতিতে খুব কমই প্রভাব ফেলেছে। স্বতন্ত্রভাবে অধিভুক্ত ইউনিয়নগুলো কর্মীদের সংগঠিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, তারা সাধারণত কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত গণ-নিয়োগের ওপর নির্ভর না করে শ্রম পরামর্শের মাধ্যমে পৃথক ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগ করে। ফলস্বরূপ, অনেক স্বতন্ত্র কর্মী এখনও কাজের অনিশ্চয়তা এবং খারাপ কাজের পরিস্থিতিতে ভোগেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
হিরোকি রিচার্ড ওয়াতানাবে <hrwatana@fc.ritsumei.ac.jp>

> সুহার্তোর শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের প্রতিরোধ

ভার্না দিনা কিউ. ভিয়াযার[১], স্কুল অব লেবার এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইন।

ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নবাদীরা ২০২০ সালের আগস্টে শ্রমিক অধিকার খর্ব করার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভ করেছিল। কৃতজ্ঞতাঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাউথ ইস্ট এশিয়া

একটি কথা প্রায়শ বলা হয়ে থাকে, যারা নিজেদের অতীতকে ভুলে যায় তারা তাদের অতীতের ভুলগুলো পুনরাবৃত্ত করে। নব্যউদারনীতিবাদ এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই জটিল সংকটেরে মধ্যে সারাবিশ্বে কর্তৃত্ববাদের উত্থানের সাথে আমাদের যে লড়াই তার শিক্ষা আমরা ইতিহাস থেকেই পাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে, যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক ও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে কর্তৃত্ববাদী শাসন দ্বারা দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছিল; তাদের ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক সংঘের আন্দোলনগুলোর দিকে নজর দিলে বোঝাপড়াটা সহজ হবে। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন উদাহরণ হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ডাচ ঔপনিবেশবিরোধী আন্দোলন হিসেবে প্রথমে গড়ে উঠলেও সুহার্তোর কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে এই আন্দোলন নিগ্রহের শিকার হয়। তবে, সুহার্তো-পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলনটি আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। আন্দোলনের প্রভাব কিছুটা দুর্বল হলেও সুহার্তোর নিপীড়নমূলক শাসনব্যাবস্থার পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই নিবন্ধটির মূল যুক্তিতর্ক এই যে, ইন্দোনেশিয়ায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত শ্রমিক সংঘ এবং অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলনগুলো সুহার্তোর কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যাবস্থার বিরূদ্ধে গিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। গণতান্ত্রিক সংস্কার ও ক্ষমতার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের বোঝাপড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় কিভাবে দেশের ভিতরে ও বাহিরে সামাজিক শক্তির উত্থান হয় এবং কর্তৃত্ববাদের চর্চার বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

> প্রথম দিকের শ্রমিক আন্দোলন

ইন্দোনেশিয়াতে ১৮৯৪ সাল থেকে ডাচ ঔপনিবেশিক সরকারের আমলেই শ্রমিক সংঘ সংগঠন এবং বিকাশের সুযোগ পায়। ১৯৪০ এর দশকে শ্রমিক সংঘের আন্দোলনে লক্ষাধিক শ্রমিক জড়িয়ে পড়ে; পরবর্তীতে তা সশস্ত্র বামপন্থী এবং স্বাধীনতার পক্ষের আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বাধীনতার পর প্রথম রাষ্ট্রপতির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুকর্ণ (শাসনের সময়কাল ১৯৪৫-১৯৬৭) এবং তাঁকে একজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সেই সময়েই রাজনৈতিক আমূল-সংস্কারবাদী একটি প্রভাশালী কমিউনিস্ট পার্টি (পিকেআই) এবং পাশাপাশি একটি ডানপন্থী সামরিক সংগঠনের বীজ বপন হয়। সুহার্তোর রাজনীতিতে আবির্ভাব এই সামরিক সংগঠন থেকেই। সুকর্ণ-সরকারের আমলেই ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও ডানপন্থী সামরিক সংগঠন রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে, এ দুই দলের সংঘাতে বামপন্থী শ্রমিক সংঘের কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। সুকর্ণ-সরকারের অধীনে কমিউনিজমের প্রভাবকে দমন করার জন্য ১৯৬৮ সালে সুহার্তো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে এমন নিষ্ঠুরভাবে দমন পীড়ন আর কোথাও সংঘঠিত হয়নি। সুহার্তের নব্য অধ্যাদেশ বা নিউ অর্ডার ফর্মুলার শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিই গড়ে উঠেছিল প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর ওপর দাঁড়িয়ে। সেই সাথে দশ লক্ষের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল– যাদের বেশিরভাগই কমিউনিস্ট পার্টি পিকেআই-এর সদস্য অথবা দলের প্রতি সমর্থন ছিল। রাজনৈতিক এই চরম সংঘাত চলাকালীন অবস্থায়ই সুহার্তোর

>>

কর্তৃত্ববাদী সরকার সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে বামপন্থী সশস্ত্র সংগঠন এবং শ্রমিক সংঘকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম এই রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের ঘটনার পরেও আবারো শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। যদিও, তা রাষ্ট্র কর্তৃক অবদমিত এবং দমনমূলক পরিস্থিতির মধ্যেই। বিশ্বের সবচেয়ে বৃহতম মুসলিম সংখাগরিষ্ঠ দেশে সুহার্তোর কর্তৃত্ববাদী শাসন (১৯৬৮-১৯৯৮) প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শ্রমিক সংঘের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিপীড়ন করা।

> শ্রমিক নিগ্রহ এবং রাষ্ট্র-অনুমোদিত পঞ্চশিলা[২] শিল্প সম্পর্ক

দুই দশকের বেশি সময় ধরে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের সাংগঠনিক কার্যক্রম সুহার্তো সরকারের নজরদারিতে ছিল এবং পঞ্চশিলা লেবার রিলেশন তথা পঞ্চশিলা শ্রমিক সম্পর্ক নীতমালার আওতায় অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে পঞ্চশিলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনবা পঞ্চশিলা শিল্প সম্পর্কে হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পঞ্চশিলা নামে নুতন উদ্ভাবিত এই দার্শনিক কাঠামোটি মূলত; সম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্প্রিতি অর্জনের উপর জোর প্রদান করে। যেমন, শ্রমিকদের সাথে পুঁজিপুতিদের দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণি বিরোধকে অ-ইন্দোনেশীয় হিসাবে বিবেচনা করা হতো এবং এটাকে পঞ্চশিলা মূলনীতি বিরুদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। এরকম একটি কাঠামো প্রয়োগের ফলে যেকোনো ধরনের শ্রমিক প্রতিবাদ ও ধর্মঘটকে পঞ্চশিলার নীতিমালা এবং সামাজিক সম্প্রতি লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

ইন্দোনেশিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দরিদ্রতম দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য সুহার্তোর অর্থনৈতিক কৌশলের সমর্থন করে পঞ্চশিলা শিল্প সম্পর্ক। সুহার্তোর নব্য অধ্যাদেশ বা নিউ অর্ডার নীতিমালার কারণে ১৯৭০ এর দশকে তেল থেকে আসা রাজস্বের ওপর নির্ভরশীল আমদানি-বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে তড়িৎ গতিতে ইন্দোনেশিয়াতে শিল্পায়নের সূচনা হয়। তবে, সত্তরের দশকে তেল সংকটের কারণে আশির দশকেই রপ্তানিমুখী শিল্প সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৯৭ এর এশিয়ার অর্থ সংকটের আগ পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় খুব দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য স্বল্প মজুরির শ্রম বাজারে, সরকারের প্রতি অনুগত একটি শ্রমিক সংঘের প্রয়োজন ছিলো। যাই হোক, দ্রুত শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে নতুন সামাজিক শক্তির উদ্ভব হয়। কারখানার শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দর-কষাকষি করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ করাই এর মূল্য উদ্দেশ্য ছিলো। রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন পদ্ধতিতে শ্রমিক সহিংসতা ও শোষণমূলক শ্রম ব্যবস্থার ফলে এটি নতুন শ্রমিক শ্রেণি তৈরী হয় –যারা নিস্ক্রিয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শ্রম ব্যবস্থার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র শ্রমিক সংঘ সংগঠিত হওয়া শুরু করে এবং 'ওয়াইল্ডক্যাট স্ট্রাইক' বা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তোয়াক্কা না করেই শ্রমিক আন্দোলন শুরু করে।

১৯৯৪ সালে শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ও ধর্মঘট কর্তৃত্ববাদী সরকার বিরোধী সংস্কার (রিফরমাসি) আন্দোলন সূচনায় তীব্র ভূমিকা পালন করে; যা পরবর্তীতে এশিয়ার অর্থ সংকট চলাকালীন সুহার্তোর ক্ষমতাচ্যুতকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। যদিও সংঘবদ্ধ শ্রমিক এবং সংস্কার আন্দোলন কোনো আনুষ্ঠানিক পারস্পরিক সহযোগিতায় পৌঁছায়নি; তবে, ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক এবং ইউনিয়নগুলো পরোক্ষভাবে হলেও সাহায্য প্রদান করেছিল–যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন এনেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন এবং অন্যান্য শ্রম-ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন সবাই মিলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত হয়েছিল। এর সবই ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের অংশ। যখন সুহার্তোর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় তখন শ্রমিক আন্দোলনও জোরদার এর সাথে যুক্ত হলে আরো শক্তিশালী হয়।

কৃতজ্ঞতাঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাউথ ইস্ট এশিয়া

> উপসংহার

ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন নানান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও ধাপের মধ্য দিয়ে গেছে এবং বিকশিত হয়েছে। সুহার্তোর নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার কারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিন্তু শ্রমিকরা যখন স্বাধীরভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য দাবী জানায় তখন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিকাশ লাভ করে; যা পরবর্তীতে ক্ষমতার পরিবর্তনে অবদান রেখেছিলো।

উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে নতুন সামাজিক শক্তির জন্ম নিয়েছিল; যেমন, শিল্প-কারখানার শ্রমিক শ্রেণি, শহুরে পেশাজীবী এবং শ্রমিক-ভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী, যারা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ১৯৯৭ সালের ভয়াবহ এশীয় আর্থিক সংকট পরবর্তীতে শ্রমিক ও ছাত্রদের আন্দোলনই সুহার্তো বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষ করে একজন কর্তৃত্ববাদী নেতা ও তার সরকারের এক নাটকীয় পতন। মধ্যরাতে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক তাঁর বাসভবন ঘিরে ফেলেছিল এবং সুহার্তো পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সুহার্তোর নিউ অর্ডার সরকারের পতন –যা কিনা একটি জাতীয়তাবাদী পঞ্চশিলা মতাদর্শ দ্বারা প্রবর্তিত, ইন্দোনেশিয়ার জন্য রাজনীতির একটি নতুন যুগের সূচনা করে।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ভার্না দিনা কিউ. ভিয়াযার <vqviajar@up.edu.ph>

১. মিসেস ভিয়াযার বর্তমানে স্কুল অফ লেবার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, ইউনিভার্সিটি অফ দ্য ফিলিপাইন, ডিলিমান, এর ভিজিটিং রিসার্চফেলো হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।
২. পঞ্চশিলা হল একটি রাজনৈতিক কাঠামো যা ঔপনিবেশিক আমলে স্বাধীনতাকামী নেতা সুকর্ণো দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উত্থাপন করেছিলেন। এটি মানবতাবাদ, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুহার্তো এই রাজনৈতিক মতবাদটি রাজনৈতিকভাবে তার বৈধতা লাভের জন্য জনপ্রিয় করে তোলেন।

> লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

সিলভিয়া ওয়ালবি সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, যুক্তরাজ্য, আইএসএ থিমেটিক গ্রুপ অন ভায়োলেন্স অ্যান্ড সোসাইটি (টিজি ১১) এর কো-অর্ডিনেটর ; অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য (এবং প্রাক্তন সভাপতি) এবং সদস্য, উইমেন, জেন্ডার অ্যান্ড সোসাইটি (আরসি ৩২)। **কারেন শায়ার,** ইউনিভার্সিটি ডুইসবার্গ-এসেন, জার্মানি, এবং আইএসএ রিসার্চ কমিটি অন ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটির (আরসি ০২) ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

লিঙ্গ বিষয়ক ধারণা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব বহন করে। গবেষণাপত্রের এই সেটটি বৈশ্বিক পর্যায়ে বিশ্লেষণের জন্য বৃহৎ পরিসরে (ম্যাক্রো) লৈঙ্গিক সম্পর্কের নতুন চিন্তাভাবনাকে উপস্থাপনের প্রয়াস পায়। তারা লিঙ্গ শাসনের বৈচিত্র্যের তাত্ত্বিকায়নের সর্বোত্তম উপায় নিয়ে বিতর্ক করে। তারা শ্রেণি বিশ্লেষণে একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি (ইন্টারসেকশনালেন্স) যুক্ত করে–যা এতোদিন সমাজবিজ্ঞানে বিশ্লেষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তারা লিঙ্গ বিশ্লেষণে বৃহৎ পরিসর (ম্যাক্রো) যুক্ত করে –যা এখন পর্যন্ত প্রধানত ক্ষুদ্র পরিসর (মাইক্রো) এবং মধ্যবর্তী পরিসরে (মেসো) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমান সংকট মোকাবেলায় এবং বিশেষভাবে বৈশ্বিক উত্তর-দক্ষিণকে আরও ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিভাবে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত নানাবিধ তত্ত্বগুলো বিকাশিত করা হবে তা নিয়ে ২০২০ সালে *'সামাজিক রাজনীতি'* বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্ক থেকে নথিগুলো প্রস্তুত করা হয়। লৈঙ্গিক সম্পর্কনির্ণয়জনিত সংকটগুলো বিশেষত; কোভিড সংকটের প্রভাব কিভাবে তাত্ত্বিকায়ন করা হবে? উত্তরের তুলনায় দক্ষিণের লৌকিকবা সাধারণ লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ধরন কি ভিন্ন?

কিভাবে আধুনিকতা অথবা আধুনিকতার নানারূপের সমন্বয়, লিঙ্গ ধারণার সাথে যুক্ত? আধুনিকতার মহাপরিবর্তন, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি মূল সমস্যা, কিভাবে লিঙ্গ প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত? সামাজিক সম্পর্কের পারিবারিক রূপগুলো কি সহজাত নাকি আকস্মিকভাবে আধুনিক বা প্রাক-আধুনিক? লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কি লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পারিবারিক (অভ্যন্তরীণ) এবং বাহ্যিক মুক্ত ধারার মধ্যে একটি? ভৌগোলিক উত্তরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার নব্য-উদারনৈতিক এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক বৈচিত্রের মধ্যে পার্থক্য কি সাধারণভাবে প্রযোজ্য নাকি ভৌগোলিক দক্ষিণের লিঙ্গ ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের মধ্যে ভিন্নধর্মিতা আছে?

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ধারণা পরিবারে লিঙ্গের ঐতিহ্যগত অবস্থান হ্রাসকে চ্যালেঞ্জ করে। লিঙ্গ শাসন সমাজ জুড়ে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত হয়। ক্ষেত্রের পরিসীমা বিতর্কিত: কখনও কখনও অর্থনীতি, রাজনীতি, নাগরিক সমাজ এবং সহিংসতা এর অন্তর্গত। অবশ্য অন্যরা বাড়তি ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

কিভাবে সহিংসতা, ব্যাপকভাবে লৈঙ্গিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু তা খুব কমই মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাথে একত্রে আলোচিত হয়, তার সমাধান করা হবে কি? সহিংসতা কি অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সুশীল সমাজের পাশাপাশি একটি চতুর্থ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ডোমেইন)? বৃহৎ পরিসরে লিঙ্গতত্ত্বের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। প্রায়শই, বৃহৎ পরিসরকে একটি লিঙ্গবিহীন রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসাবে তাত্ত্বিক রূপদান করা হয়েছে। এখানে নথিপত্রগুলো সহিংসতার তত্ত্বীয়করণ সম্পর্কে এই বিতর্কে বিভিন্ন অবস্থান নেয়। কেউ কেউ সহিংসতাকে একটি প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করে লিঙ্গ ভিত্তিক বিশ্ব সম্পর্কে বৃহৎ পরিসরে চিন্তার জন্য সহিংসতার তাৎপর্যের স্বীকৃতির জন্য যুক্তি দেয়, অন্যরা (যুক্তি দেয়) অন্যান্য ক্ষেত্রে সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

নিবিড় যত্নের সংগঠনের (অর্গানাইজেশন অব কেয়ার) নতুন উন্নয়ন সামাজিক তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে–যা ঐতিহ্যগতভাবে অর্থনীতিকে শ্রমের বাজারজাতকৃত রূপগুলোকে সংকুচিত করে। পরিচর্যার কাজ অর্থব্যবস্থার অংশ তা অর্থ প্রদান করা হোক বা অবৈতনিক হোক। অর্থনীতির সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের পাশাপাশি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক।

একই ভূখণ্ডে প্রায়শই একাধিক ভিন্ন লৈঙ্গিক রাজনীতির সহ-অবস্থান (এবং প্রতিযোগিতা) রয়েছে। 'জাতীয়' রাষ্ট্র, ইইউ (বা অন্যান্য আধিপত্য বিস্তারকারী সংস্থা), সংগঠিত ধর্ম (যেমন ক্যাথলিক চার্চ)। তাদের লিঙ্গভিত্তিক গণতন্ত্রের বিভিন্নমাত্রা বা মাপকাঠি রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের বৈচিত্রগুলো লিঙ্গভিত্তিক।

লৈঙ্গিক সম্পর্কগুলো পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক লৈঙ্গিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য বৃহৎ পরিসরের পাশাপাশি মধ্যম পরিসর এবং ক্ষুদ্র পরিসরে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পাশাপাশি লৈঙ্গিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ; স্থানান্তর; এবং পদ্ধতিগত জাতীয়তাবাদের জন্য বিশেষভাবে লিঙ্গভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এমন কোনো জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ নেই–যেখানে সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রগুলো সংযুক্ত থাকে। লিঙ্গ সম্পর্কের পুনরুদ্ধারে স্থানীয় (যত্ন বিধানের নতুনরূপ, রাজনৈতিক প্রকল্পের নতুনরূপ), এবং আধিপত্যবাদি শক্তি (ইইউ ও চীন, সেই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জড়িত। নথিপত্রগুলো সময় এবং স্থানের সঙ্গে লিঙ্গ শাসনের ধারাবা পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার বিভিন্ন উপায় প্রস্তাব করে। যেমন, সম্মিলিত এবং অসমবিকাশের ভিন্ন লিঙ্গভিত্তিক রূপ।

এই নথিপত্রগুলো যে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোকপাত করে তা হলো কোভিড সংকট লিঙ্গ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনছে কিনা। একদিকে অসুস্থতা, অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু এবং গণতন্ত্রহীনকরণের প্রক্রিয়া রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে, সংহতি এবং প্রগতিশীল প্রকল্পের নতুন রূপ।

এই গবেষণাপত্রটি এই বিষয়গুলো আলোকপাত করে। সিলভিয়া ওয়ালবি দেখাতে চান সহিংসতাকে কিভাবে চতুর্থ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসাবে তাত্ত্বিকরূপ দেয়া যেতে পারে এবং লৈঙ্গিক শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার সহিংসতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। কারেন শায়ার উল্লেখ করেছেন, কিভাবে রক্ষণশীল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুক্ত পারিবারিক নীতিগুলো সুরক্ষা শ্রমের (কেয়ার লেবার) লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়–যা একটি উদার বা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রূপান্তর নয়। সমাজ কিভাবে দেহ, যৌনতা এবং আত্মীয়তাকে সংগঠিত করে তার পরিবর্তে মাইক ভেরলো

>>

“লিঙ্গ শাসনের ধারণা পরিবারে লিঙ্গের ঐতিহ্যগত ভূমিকা হ্রাসকে চ্যালেঞ্জ করে। লিঙ্গ শাসন সমাজের একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত।”

পরিবার বলতে আমরা কী বুঝি তা নির্দিষ্ট করার জন্য যুক্তি পেশ করেন। তিনি ডানপন্থীদের দিকে 'লিঙ্গ-বিরোধী' ঝোঁককে বিবেচনা করেন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অ-প্রথাগতীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে।,যেমনটি দেখা যায় হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডে প্রজনন অধিকার এবং যৌন স্বায়ত্তশাসনের ওপর আক্রমণ হিসেবে। হেইডি গটফ্রিড এবং কারেন শায়ার জাপান এবং জার্মানিতে পরিবর্তনের গতিপথের তুলনামূলক আঞ্চলিক বিশ্লেষণে লৈঙ্গিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ করেছেন। ভ্যালেন্টাইন এম. মোগাদাম যুক্তি দেন যে, ইরান এবং তিউনিসিয়ার বেশ কয়েকটি নারীবাদী অর্জনের পালাবদল কেবল তখনই বোঝা যাবে, যদি বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির কাছাকাছি এবং দূরবর্তী (পেরিফেরি এবং সেমি-পেরিফেরির) দেশগুলো কিভাবে অর্থনৈতিক সংকট এবং আধিপত্যবাদী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় তা বিবেচনা করি। তিউনিসিয়ায় নারী অধিকারের পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সাথে সেমি- পেরিফেরির অত্যধিক সংশ্লেষকে দায়ী করা হয়; যেখানে ইরানের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞাগুলো সেই দেশের লিঙ্গ কেন্দ্রিক অভীষ্ট অর্জন না হওয়ার জন্য দায়ী। ইচি কোচাবাক তুর্কি লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। আলবা আলোনসো, রোসেলা সিকিয়া ও ইমানুয়েলা লোম্বার্দো ইতালি এবং স্পেনের বিশ্লেষণ দ্বারা দেখান যে, দক্ষিণ ইউরোপ একটি ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল নয়; যেখানে দু'টি দেশের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে–যা রাজনীতি এবং নাগরিক সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। রবার্টা গুয়েরিনা, হেদার ম্যাক্রেই এবং অ্যানিক ম্যাসেলট ইইউ কে একটি স্বতন্ত্র লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা হিসাবে তাত্ত্বিকায়িত করেছেন– যা একক প্রকল্পের দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গগত ও জাতিগত বৈষম্যগুলোকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একাধিক সংকটের দ্বারা বিবর্ধিত হয়েছে– যার সর্বশেষটি হলো কোভিড।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
সিলভিয়া ওয়ালবি <Sylvia.Walby@city.ac.uk>

> লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় কি নতুন বৈচিত্র্যের উদয় হচ্ছে?

সিলভিয়া ওয়ালবি সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, যুক্তরাজ্য, আইএসএ থিমেটিক গ্রুপ অন ভায়োলেন্স অ্যান্ড সোসাইটি (টিজি ১১) এর কো-অর্ডিনেটর ; অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য (এবং প্রাক্তন সভাপতি) এবং সদস্য, উইমেন, জেন্ডার অ্যান্ড সোসাইটি (আরসি ৩২)।

লিঙ্গ শাসনের উদীয়মান বৈচিত্র্যের আলোকে তিনটি বিষয়কে প্রশ্ন করা এবং বিশ্লেষণ করা দরকারঃ সহিংসতা, যত্নে অসমতা এবং সংকটের ধারণা। (ছবি ১) কৃতজ্ঞতাঃ সংকটের নান্দনিকতা/ফ্লিকার; (ছবি ২) কৃতজ্ঞতাঃ জন টুহিগ/ফ্লিকার; (ছবি ৩) কৃতজ্ঞতাঃ সংকটের নান্দনিকতা/ফ্লিকার।

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার উদীয়মান বৈচিত্র্য সনাক্তকরণ এবং যে পথের মাধ্যমে তারা লিঙ্গ সম্পর্ক এবং সমাজের জন্য বিষয়গুলো তৈরি করেছে, এই বিষয়ে আমার সহকর্মী এবং আমি ২০২০ সালের সামাজিক রাজনীতির বিশেষ সংখ্যায় যুক্তিসহকারে আলোচনা করেছি। যদিও লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অসম গঠনগুলোর দিকে সর্বাধিক মনোযোগ রয়েছে; সেখানে এমন কিছু উদীয়মান অনুশীলনও রয়েছে যা কম অসম লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে। কিছু সমাজের (সব নয়) উপর চাপ রয়েছে যা লিঙ্গ বৈষম্যকে বৃদ্ধি করে; এই চাপের মধ্যে রয়েছে কোভিড, ব্রেক্সিট এবং ট্রাম্প, সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দা। এছাড়াও সেখানে রাষ্ট্র-ভিত্তিক (যেমন, জনস্বাস্থ্য) এবং অ-রাষ্ট্র-ভিত্তিক (যেমন, নারীবাদ) গঠনসহ সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার গঠনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা লিঙ্গ বৈষম্যকে হ্রাসকরে। এগুলো সহিংসতা, উদ্বেগ, নারীবাদ এবং লিঙ্গ ও শ্রেণির প্রতিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উত্থাপন করে। বিভিন্ন ধরনের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বিতর্কের প্রেক্ষিতে, এই সংকট কী ধরনের পরিবর্তন করেছে? এই পরিবর্তনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যের শ্রেণিবিভাগে আমাদের কি নতুন পার্থক্য তৈরি করতে হবে? অর্থনীতি, রাজনীতি, সুশীল সমাজ এবং সহিংসতার শাসন ক্ষেত্রের মাধ্যমে কিভাবে প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয় তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়? সংঘটিত পরিবর্তনগুলোকে তাত্ত্বিকতা প্রদান করার জন্য আরও কী প্রয়োজন: সংকট এবং সমালোচনামূলক সন্ধিক্ষণ ধারণাটি কি যথেষ্ট নাকি বিভিন্ন অস্থায়ীতা এবং স্থানিকতা জড়িত, যার জন্য নতুন ধারণার প্রয়োজন? তিনটি বিস্তৃত প্রশ্ন চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমত; ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশ্লেষণ করার জন্য 'নব্য উদারনীতিবাদ' ধারণাটি কি যথেষ্ট? কিভাবে সঠিক পথে ক্রমবর্ধমান অসমতা চিহ্নিত এবং তাত্ত্বিকরণ করা হয়? 'রক্ষণশীলতাবাদ', 'স্বৈরাচারবাদ' বা 'ফ্যাসিবাদ' এর ধারণার কি প্রয়োজন আছে? সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যের মধ্যে সহিংসতার তত্ত্বটি নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রের চরিত্রায়ন কি স্বৈরাচারী হওয়া প্রয়োজন, নাকি এই সহিংসতা এখনও নব্য উদারনীতিবাদ ধারণার মধ্য দিয়ে শোষিত হতে পারে? ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনির উত্থান কি রাষ্ট্রের জটিলতার কার্যনির্বাহক ফ্যাসিবাদ ধারণার প্রকাশ করে, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের উভয়ের মধ্যে টেকসই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল কিনা? কোভিড-১৯-এ: লাভজনক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য পরিষেবার রাজনৈতিক অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার জন্য কি কেবল নব্য-উদারনীতিবাদের ধারণা নয় বরং শ্রেণির সাথে লিঙ্গের প্রতিচ্ছেদ আলোচনারও প্রয়োজন?

দ্বিতীয়ত; ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশ্লেষণ করতে সামাজিক গণতন্ত্র কি উদীয়মান অনুশীলনকে উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর ঐতিহ-

>>

।সিক গঠনের চেয়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাদা সম্পর্কযুক্ত সামাজিক গণতান্ত্রিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার নতুন রূপ আছে কি? সামাজিক গণতান্ত্রিক গঠনগুলোর মধ্যে কি ধারণার পার্থক্য করা দরকার? রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় (সাধারণ জনগণ, সম্প্রদায়, প্রতিবেশী, স্থানীয়) বিভিন্ন ধরনের সমষ্টি এবং সংহতি জড়িত? কোভিড-১৯এর সময় একদিকে, কোভিড সংকট আবারও দেখায় যে, ভাইরাস দমনে সামাজিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্র-ভিত্তিক গঠনগুলো রাষ্ট্র-ভিত্তিক জনস্বাস্থ্যের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সনাক্তকরণ এবং আইসোলেশনের জন্য সমর্থন স্থাপনের জন্য পর্যাপ্তজ্ঞান এবং পদক্ষেপের প্রয়োজন। শারীরিক এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় আপেক্ষিক ব্যর্থতা, যত্নপ্রদান এবং গ্রহণের সাথে জড়িত। যদিও যত্নপ্রদানের কাজ অবৈতনিক হোক বা নগদীকরণ হোক, ; অন্তত ইউরোপে পরামর্শ দিচ্ছে যে, যত্ন বা তত্ত্বাবধায়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিতর্কে কিছু পার্থক্য রয়েছে যেটি আশ্চর্যজনকভাবে কোভিডের জন্য সামান্য আকর্ষিত অবস্থা। এটি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার জন্য যত্ন বা তত্ত্বাবধায়ন ব্যবস্থায় নারীবাদের কী প্রভাব রয়েছে? যত্ন বা তত্ত্বাবধায়নের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে উদীয়মান অনুশীলনগুলোকে তাত্ত্বিকতা প্রদান করতে পারি? লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় স্থানিকতা এবং স্কেলিং-এর তত্ত্বীয়করন কেমন হবে?

তৃতীয়ত; সংকটের মুহূর্তে সংকটের ফলাফলের একটি শ্রেণিবিভাগ(পুনরুদ্ধার, তীব্রতা, রূপান্তর বা বিপর্যয়) কি যথেষ্ট? একটি সম্ভাব্য জটিল সন্ধিক্ষণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ধারণাটি কি যথেষ্ট? নারীবাদের অসম প্রভাব কিভাবে বোঝা যায়? মূলত, একটি সংক্ষিপ্ত সময় এবং নিবিষ্ট স্থানিকতার ভিত্তিতে একটি নতুন নির্দিষ্ট পথে জটিল সন্ধিক্ষণ বা সংযোজিত অংশকে সাধারণত একটি 'ঘটনা' হিসাবে ধারণা করা হয়। তিনটি বিকল্প সূত্র আরও পার্থক্যের প্রস্তাব দেয় 'ক্যাসকেড', 'অনুঘটক' এবং 'তরঙ্গ'। ক্যাসকেডের ধারণার মধ্যে সংকট মুহূর্তের একটি ক্রম -উল্লেখ রয়েছে; যেখানে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ক্যাসকেড হতে পারে বা নাও পারে; এটি ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট এবং ২০২০-২০২১ সালের কোভিড-১৯ সংকটের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনুঘটকের ধারণায় সাধারণত ঘটনার ধারণা দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ রয়েছে; এতে উদ্দীপনার ধারণা রয়েছে, এটি ক্রম এবং ক্যাসকেড ছাড়াও সর্পিল ধারণার সাথে যুক্ত যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে জনসাধারণের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার সামাজিক গণতান্ত্রিক গঠনের বিকাশকে ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তরঙ্গে পরিবর্তনের একটি গতিশীল শক্তি রয়েছে (যেমন, বিশ্ব নারীবাদ) যা আরো স্থিতিশীল প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে প্রভাবিত করে–যার ফলাফল তাদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে 'পুনর্গঠন চক্র' ধারণা রচনা করে যা পরিবর্তনের সাময়িক সূক্ষ্মতার পাশাপাশি উন্নত স্থানিকতা প্রদান করে।

উপরে উল্লিখিত তিনটি বিষয় ২০২০ সালে সামাজিক রাজনীতিতে এবং সমসাময়িক সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বিতর্কের জড়িত থাকার প্রস্তাব দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
সিলভিয়া ওয়ালবি <Sylvia.Walby@city.ac.uk>

> পরিবারেই আবদ্ধঃ রক্ষণশীল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা

কারেন শায়ার, ডিসবার্গ-এসেনইউনিভার্সিটি, জার্মানি।

যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব কার? যখন নারীদের যত্নের বোঝা কমানোর বিষয়টি পারিবারিক নীতি হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিবারে মহিলাদের সমর্থন একটি পরিবারের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতাঃ নিক ইয়ংসন / ক্রিয়েটিভ কমন্স।

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক দুটি ধারা রয়েছে। প্রথমত; নিও লিবারেল বা নব্য-উদারতাবাদী ধারা, যেখানে বলা হয়, নারীদেরকে পুরুষের মতো সম-মর্যাদা পেতে হলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে নারীদেরকে সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। তবে, নারীরা যে 'মজুরিবিহীন শ্রম' এবং 'শ্রমবিভাজন' দ্বারা শোষিত হোন, এই বিষয়টি উক্ত মতবাদে চরমভাবে উপেক্ষিত। দ্বিতীয়ত; সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক বা সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী ধারা, যেখানে লৈঙ্গিক সমতা যাবতীয় নীতি ও কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত; নারীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র 'নব্য-উদারতাবাদী লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার' আরসুইডেন 'সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা' কে তাদের জেন্ডার-নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয়ের মাঝে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য আছে যে, তাদের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা মূলত; গণতান্ত্রিক ধারা থেকে আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর হয়েছে। *'সোশ্যাল পলিটিক্স'* (২০২০) গ্রন্থে প্রফেসর কুমিকো নেমতো এবং আমি এই যুক্তি দিয়েছি যে, 'গণতান্ত্রিক আধুনিকায়ন'- এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় নির্দিষ্ট প্রকারভেদ 'কর্তৃত্ববাদী আধুনিকায়ন'কে এড়িয়ে গিয়েছে। জার্মানি এবং জাপানের কর্তৃত্ববাদী আধুনিকায়নের ঐতিহাসিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত পরিবারে নারীদেরকে অধস্তন ও আজ্ঞাধীন করে রাখার পিছনে পরিবারের রীতি-নীতি প্রধানত দায়ী। আর পরিবারকে একটি বাহ্যত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার পিছনে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ও সামরিক স্বার্থ। তুর্কী ও স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্তঃপারিবারিক লৈঙ্গিক বৈষম্যের বৈধতার পিছনে পারিবারিক নীতি-কাঠামোর ভূমিকা অপরিসীম।

> জার্মানি এবং জাপানে পরিবার-নীতি

১৯৪৫ সালে জার্মানি এবং জাপানের সামরিক পরাজয় এবং বৈদেশিক দখল দারিদ্র্যের পর সেখানে উদারতাবাদী বাজারের ধারা অনুসরণ করে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে, যা নির্দিষ্ট পারিবারিক নীতি-কাঠামোতে প্রকাশ পায়। পরিবারের মধ্যকার লৈঙ্গিক শ্রেণিবিভাগকে, তথা অবহেলিত নারী সমাজকে জাতির সম্পূরক অংশ হিসেবে কর্মসংস্থান ও নানাবিধ কল্যাণ সাধন দ্বারা পুনর্গঠিত করা হয়। জেন্ডার বিশেষজ্ঞরা একে 'ব্রেড উননার মডেল্স' বলে থাকেন। সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউয়ের ক্ষণশীল পরিবারগুলো বাকী যে বাধাগুলো ছিল তা-ও উৎরে যায়। যেমন, উত্তরাধিকার এবং ডিভোর্স আইন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত এমন কর্তৃত্ববাদী লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ থাকে; এই সময়ে দ্রুততর বার্ধক্য, নিম্ন জন্মহার এবং শ্রম সরবরাহের পতনের উদ্বেগের ফলে রক্ষণশীল রাজনৈতিক নীতি এবং সামাজিক উদারতাবাদী গণতন্ত্রবাদী শক্তির মিলন ঘটে। ফলশ্রুতিতে, পারিবারিক তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠে এবং নারীদের কর্মসংস্থানের হার বেড়ে যায়।

সুইডেনের সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা ব্যতিক্রম, এমন সংস্কার সাধনের জন্য নয়। ইউরোপের অন্য অনেক দেশগুলোর মতোই সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠির জন্য প্রণোদনা সম্প্রসারণের মাধ্যমেই জাপান ও জার্মানির সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। এই কল্যাণমুখী কার্যক্রম নারীদেরকে ঘরোয়া মজুরিবিহীন কাজের জন্য সহজলভ্য করেছে এবং সুইডিশ সমাধানকে রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর করে দিয়েছে–যা মূলত গণকল্যাণমুখী সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর-তহবিলের মাধ্যমে সূচিত হয়। এর পরিবর্তে, নারীদের ঘর সামলানো তথা সেবাযত্ন করা মৌলিক পরিবার-নীতি হিসেবে এবং পরিবারে নারীদের সেবাকে একটি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ সক্রিয় পরিবারের জন্য আবশ্যক হিসেবে ধরা হয়েছে। উভয় দেশেই শিশু

>>

এবং বৃদ্ধদের সেবাযত্নের সামাজিক বিন্যাসে ফ্যামিলি পলিসি বা পরিবার-নীতি বিশেষ ভাবে অবদান রেখেছে। কোথাও সুইডেনের মতো পারিবারিক সেবাযত্নকে সামাজিকীকরণ করা হয়নি এবং এই মজুরি বিহীন সেবাযত্ন সংক্রান্ত শ্রমের জেন্ডার বিভাজনকে চিহ্নিত করা হয়নি।

পরিবার-নীতি আসলে কী করেছে? পরিবার-নীতিতে জেন্ডার বিভাজনের ইস্যুটি প্রকটভাবে সামনে এসেছে, যখন তদারকি বা সেবাযত্ন সেই শ্রেণির জন্য যারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না তথা শিশু এবং বয়স্ক। জার্মানি এবং জাপার উভয় দেশেই পরিবার-নীতি রাখা হয়েছে শুধুই পরিবারে আবদ্ধ থেকে যত্নআত্তি ও তত্ত্বাবধানে।

এক থেকে দুই বছর বয়সী অধিকাংশ শিশুই সম্প্রসারিত শিশুসেবা উদ্যোগের আওতার বাইরে। এই বয়সী শিশুদের তদারকি প্রকল্পের সম্প্রসারণ জার্মানিতে ধীর গতিতে হয়েছে, তথা ৩৪ শতাংশ–যা সম্ভব হয়েছে শিশুসদনে নারীদের সেবা প্রদানের কারণেই। তাদেরকে‘দিবস মাতা’ বলা হয়; এর মাধ্যমে নারীদের শিশু সেবাদানকারী ভূমিকা আরো শক্তিশালী হয়েছে। জাপানে নারীরা চাইল্ড কেয়ার সুবিধা না পেলে প্রয়োজনে মাতৃকালীন ছুটি এক বছরের বেশি নিতে পারে। আর বৃদ্ধদের সেবার ক্ষেত্রে উভয় দেশই প্রায় বিশ বছর পূর্ব থেকে দীর্ঘ মেয়াদী সেবা ইন্স্যুরেন্স চালু করেছে। এল্ডার কেয়ার বা বৃদ্ধ-সেবার জন্য গড়ে উঠা নতুন বাজারের মূল লক্ষ্য পরিপূরক ব্যবস্থা তৈরি করা, পরিবারের সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকে সামাজিক করে তোলা নয়।

>সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী কার্যকরী বিকল্প ব্যবস্থার অনুসন্ধান

নব্য-উদারতাবাদী সর্বজনীন লৈঙ্গিক শাসন ব্যবস্থার কি কোনো বিকল্প নেই? সুইডিশদের সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী ব্যবস্থাকে বিকল্প ভেবে এর উত্তর খুঁজতে হবে। অন্তত প্রথম পয়েন্টটি সুস্পষ্ট যে, বৈবাহিক বা দাম্পত্য সূত্রে গঠিত পরিবার সর্বদা সামাজিক তদারকি ও সেবাযত্নের মূল কেন্দ্র হিসেবে থাকবে–এই চিরাচরিত প্রথা ভেঙে দেয়া। তা সম্ভব হবে অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করলে এবং জেন্ডার সমতাকে মূল উদ্দেশ্য রেখে সেবাযত্নের ক্ষেত্রে নতুন নৈতিক অর্থনীতি তৈরি করার মাধ্যমে।

জার্মানি এবং জাপানে পরিবারের বাইরে শিশু ও বয়স্কদের সেবাযত্নের বিকল্পপন্থা তৈরিতে সরকারী ভর্তুকি ও ইন্স্যুরেন্সের পারিতোষিক গ্রহণের নমুনা আছে–যা ১৯৬৮ সালে সংঘটিত ছাত্র ও নারীবাদীদের ‘অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পুনর্গঠন’ সংক্রান্ত আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। জার্মানিতে ভাড়া করা বাসায় (শিশু ও বয়স্কদের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে) নারীরা ‘দিবস মাতা’ এবং পুরুষেরা ‘দিবস পিতা’ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে; আবার বয়স্করা একসাথে থাকছে এবং ইন্স্যুরেন্সের পারিতোষিক দিয়ে সেবক বা সেবিকা নিয়োগ দিচ্ছে। জাপানে নারীদের দ্বারা পরিচালিত সেবা-সংস্থা বিনামূল্যে উচ্চ সেবা দিচ্ছে এবং শিশু সেবা ও বয়স্ক সেবা উভয় ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের মজুরি ভিত্তিক অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রক্ষণশীল জেন্ডার শাসনব্যবস্থায় জেন্ডার সম্পর্কের আধুনিকায়নের জন্য যে সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী কার্যকরী বিকল্পপন্থার অনুসন্ধান চলছে, যদ্দূর মনে হয় পরিবার-প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
কারেন শায়ার <Karen.shire@uni-due.de>

> আমরা কি ইউরোপের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যে রূপান্তর

মিকে ভার্লো, র‍্যাডবড বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যান্ড।

পোল্যান্ডে গর্ভপাতের সুযোগ সীমাবদ্ধ করার নতুন আইনের বিরুদ্ধে হ্যাশট্যাগ #piekłokobiet (নারীদের জন্য নরক) প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃতজ্ঞতাঃ লুকাস কাতলেওয়া/উইকিমিডিয়া কমন্স

গত দশকজুড়েই লিঙ্গবিরোধী প্রচারণার গতি বেড়েছে যা সমগ্র ইউরোপ জুড়েই ছড়িয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ানকদের সংখ্যা এবং নারীবাদী প্রপঞ্চগুলোর পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, আমরা প্রতিক্রিয়াশীল থেকে সক্রিয় কৌশলগুলোতে উদ্বেগজনক পরিবর্তনও দেখতে পাচ্ছি। কতোগুলো নারীবাদী ইস্যুকে খেয়াল করলে এ সকল ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। বিশেষত; ৭০-এর দশকের নারীবাদী প্রকল্পের কট্টর ধারার সূত্রগুলো যেমন যৌন ও লিঙ্গ, শারীরিক এবং যৌন স্বায়ত্তশাসন, প্রজনন অধিকার এবং বৈষম্যহীনতা –এ সকল অভিযানের নেপথ্যে কাজ করেছে। ধারণা করা হয়, ইউরোপ জুড়ে ক্রমশই কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রেক্ষিতে এসব ঘটে চলেছে। অ্যাগনিয়েসকা গ্রাফ এবং এলবায়েটা কোরোলজুকের লেখা নতুন বই *'এন্টি-জেন্ডার পলিটিক্স ইন দি পপুলিস্ট মুভমেন্ট'* "-এ নিয়ে দুর্দান্ত বিশ্লেষণ এসেছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি ইউরোপে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার রূপান্তর খুঁজে দেখতে চাই। একই সঙ্গে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা সত্ত্বেও সম্প্রসারণের গুরুত্ব বুঝতে চাই।

ওয়ালবির লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা তত্ত্ব অনুসারে, লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা হলো অসমতার এমন এক জটিলব্যবস্থা–যা রাজনীতি, অর্থনীতি, সহিংসতা এবং সুশীল সমাজের কার্যক্ষেত্রের নির্দিষ্টরূ পরেখা কিভাবে বৈষম্যকে প্রভাবিত করে তা আলাদা করে। এরপরে তিনি পারিবারিক এবং জনপরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে দেখান। একই সঙ্গে জনপরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাকে নিওলিবারাল এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারায় বিভক্ত করেন।

পারিবারিক এবং জনপরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য মূলত রাজনীতিতে তফাতের কারণে হয়। পারিবারিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাকে একটি দুর্বল রাষ্ট্র দ্বারা চিহ্নিত করা যায় এবং যেখানে পরিবার ও জ্ঞাতিগোষ্ঠির মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সুদৃঢ় পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতি বিরাজমান। অন্যদিকে, জনপরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে শ্রেণি বৈষম্য তৈরি করে তার ওপর ভিত্তি করে পুনরায় জনপরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার দু'টি প্রকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখা হয়। নিওলিবারেল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে যতোটা সম্ভব জায়গা করে দেয়; যেটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংগঠিত করে। এর ফলে শক্তিশালী শ্রেণি বৈষম্য তৈরি হয় এবং প্রকারান্তরে সৃষ্টি হয় লৈঙ্গিক বৈষম্য। অন্যদিকে, সামাজিক গনতান্ত্রিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা পুঁজিবাদী শ্রেণির বৈষম্যের চূড়ান্ত রূপ প্রশমন করে যা কিছুটা সুযোগের সমতার ভিত্তি তৈরি করে। লৈঙ্গিক বৈষম্য বিশেষ করে, শ্রম এবং যত্ন এরকম বৈষম্য প্রশমন করে।

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার এই পার্থক্যটি মূলত রাজনীতি এবং অর্থনীতির কর্মক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবুও, লিঙ্গ-বিরোধী প্রচারণা এবং এর সঙ্গে লিঙ্গের রূপান্তর বোঝার জন্য এই তত্ত্বকে লৈঙ্গিক বৈষম্য এবং যৌন অসমতার জটিল সমীকরণের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। আমি আরো যুক্তি দিয়ে বলতে চাই যে, একটি ক্যাথেক্সিস ধারা যুক্ত করে এ তত্ত্বকে আরো সংশোধন করা যেতে পারে। ফলে, সমাজের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, যৌনতা

>>

এবং জ্ঞাতী-সম্পর্ক এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পাবে।

আমার যুক্তিগুলো লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা তত্ত্বের চারটি সমালোচনার সাথে যুক্ত (দেখুন জেন্ডার রেজিমস স্পেশাল ইস্যু অফ *সোশ্যাল পলিটিক্স* ২০২০)। আমি ওয়ালবির কাঠামোতে 'পরিবার'কে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি এবং সেটি কিভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

> লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা তত্ত্বে এরিয়া হিসেবে পরিবার–সম্ভাবনা এবং সীমা

ভ্যালেন্টাইন এম. মোঘাদাম জন পরিসরের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাকে দুইটি ধারায় চিহ্নিত করেছেন। যথা : নব্যপিতৃতান্ত্রিক বনাম রক্ষণশীল-কর্পোরেট। নব্য-পুরুষতান্ত্রিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা হলো রক্ষণশীল পারিবারিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র দ্বারা সংগঠিত ঘর থেকে নিয়ন্ত্রিত পিতৃতন্ত্র–যা পুঁজিবাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সীমিত করে। এমনকি সুশীল সমাজের ওপর সীমাবদ্ধতাসহ টেকসই নারীবাদী সংগঠনকে বাধা দেওয়া এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বা অস্তিত্বহীন আইনের প্রয়োগ ঘটায়। অন্যদিকে, উদীয়মান রক্ষণশীল-কর্পোরেটবাদী শাসনে শক্তিশালী নারীবাদী আন্দোলন ঘনীভুত হয়; যেখানে কর্মক্ষেত্রে নারীদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ এবং পারিবারিক আইনের সংস্কার হতে দেখা যায়। তিনি আরো বলেন যে, পারিবারিক আইন এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ শাসনের উদ্ভব এবং রূপান্তর বোঝার জন্য এরিয়া হিসাবে পরিবারকে যুক্ত করা দরকার। এছাড়া তিনি রাজনীতিতে এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন অ-গণতান্ত্রিক বা কম-গণতান্ত্রিক অবস্থানের দিকেও মনোযোগ দেন।

কারেন শায়ার এবং কিমিকো নেমোটো, রাজনীতির গণতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য এঁকে পারিবারিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তারা দেখেন যে, রক্ষণশীল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা গৃহকে জনপরিসর হিসাবে গঠন করে এবং পারিবারিক নিয়মনীতির মাধ্যমে তা রূপান্তরিত করে। যেটি শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজনকে শক্তিশালী করে –যা নব্য উদারনৈতিক কিংবা সামাজিক গণতান্ত্রিক কোনোটাই নয়। এই পারিবারিক নীতিসমূহ নারীর প্রজনন হারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানকে সমর্থন করে। আরো উল্লেখ্য যে, এই লিঙ্গ শাসনকে অ-উদারবাদী, রক্ষণশীল উপায়ে আধুনিকীকরণ করা যেতে পারে যা শুধু শ্রম এবং যত্নের সংগঠনই শুধু নয় বরং মহিলাদের উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোঘাদামের মতোই, তারা গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারের বিভিন্ন মাত্রায় লৈঙ্গিক শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য করে। এগুলো পরিবর্তনের বিভিন্ন পথের সাথে যুক্ত কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় যা উপর থেকে নিচে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নীচে থেকে উপরের দিকে দিকে অভিগামী হয়।

ইকে কোকাবিকাক একইভাবে পরিবারের মধ্যে শ্রমের পিতৃতান্ত্রিক শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্য লিঙ্গ-ভিত্তিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে ঘরোয়া থেকে জনপরিসরে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা স্থানান্তরের সময় পরিবারের গুরুত্বের প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য যুক্তি দেন। তিনি একটি আধুনিক পরিবার কেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে পান যা নারীদেরকে বেতনযুক্ত চাকুরী থেকে বর্জন করে মজুরি নির্ভরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে-যা প্রকারন্তরে ঘরোয়া পিতৃতান্ত্রিক শোষণকে জিউয়ে রাখে।

ইমানুয়েলা লোম্বার্ডো এবং আলবা আলোনসোও ক্যাথেক্সিস ডোমেন তত্ত্বের প্রয়োজন দেখেন। কারণ, স্পেনে যৌন এবং প্রজনন সংগ্রাম লিঙ্গ শাসনের গতিশীলতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই সংগ্রামগুলো লিঙ্গ-বিরোধী প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তা নারীবাদীপন্থা থেকে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার রূপান্তরকে বাধা দেয়। এমনকি, এগুলো নিকট অতীতের অর্জনকে উল্টিয়ে দিতে পারে।

এ সকল লেখক ওয়ালবির চারটি ডোমেনেই পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সমস্যায় পড়েন। কেননা, পরিবারগুলো বেশিরভাগই শ্রম-যত্ন বিভাজনের উপরে দাঁড়িয়ে। তবে, এটি লৈঙ্গিক বৈষম্যের সেই দিকগুলো ধরতে পারে না। কারণ, এর শিকড় রয়েছে গভীরে- সমাজের সঙ্গে মিথোস্ক্রিয়ায় দেহ, যৌনতা এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক তা বিন্যস্ত করে।

সংক্ষেপে বলাযায়, সাম্প্রতিক লিঙ্গ বিরোধী কর্মসূচি বোঝার জন্য লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন মাত্রায় যেমন নিওলিবারাল কিংবা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক উপায়ে প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং এর ফলে এটি লিঙ্গ সম্পর্কের কম প্রগতিশীল রূপের দিকে মোড় নিবে। ইতোমধ্যেই পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে প্রজনন ও যৌন স্বায়ত্তশাসন সীমিত করে এবং সম্পর্ক ও পরিবার গঠনের জন্য যৌন অধিকার অবরুদ্ধ করে এই পালাবদল ঘটেছে। এটি দ্রুত অন্যান্য দেশে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রীড়ানকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। গোঁড়া ধর্মীয় এবং ডানপন্থী ক্রীড়ানকদের সমন্বিত শক্তিশালী জোট এই রূপান্তরের জন্য চাপ দিচ্ছে। তাহলে এটা কি নব্য-পুরুষতন্ত্রেরই একটি আধুনিক পাবলিক রূপ ? এটি আসলে জটিল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থারই রূপান্তর কিন্তু এটি শুধু তখনই দৃশ্যমান হয়; যখন আমরা দেহ, যৌনতা এবং জ্ঞাতি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটি সম্পূর্ণ নতুন পূর্ণাঙ্গ কাজের ক্ষেত্র প্রকাশ করি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
মিকে ভার্লো <mieke.verloo@ru.nl>

> সর্বজনীন লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাঃ বিচ্যুতিসমূহের সমকেন্দ্রীকরন

হেইডি গটফ্রিড, ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ; এবং অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা কমিটির বোর্ড সদস্য (আরসি ০২), শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) নারী, লিঙ্গ ও সমাজ (আরসি ৩২)। **কারেন শায়ার,** ইউনিভার্সিটি ডুইসবার্গ-এসেন, জার্মানি, এবং আইএসএ রিসার্চ কমিটি অন ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটির (আরসি ০২) ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

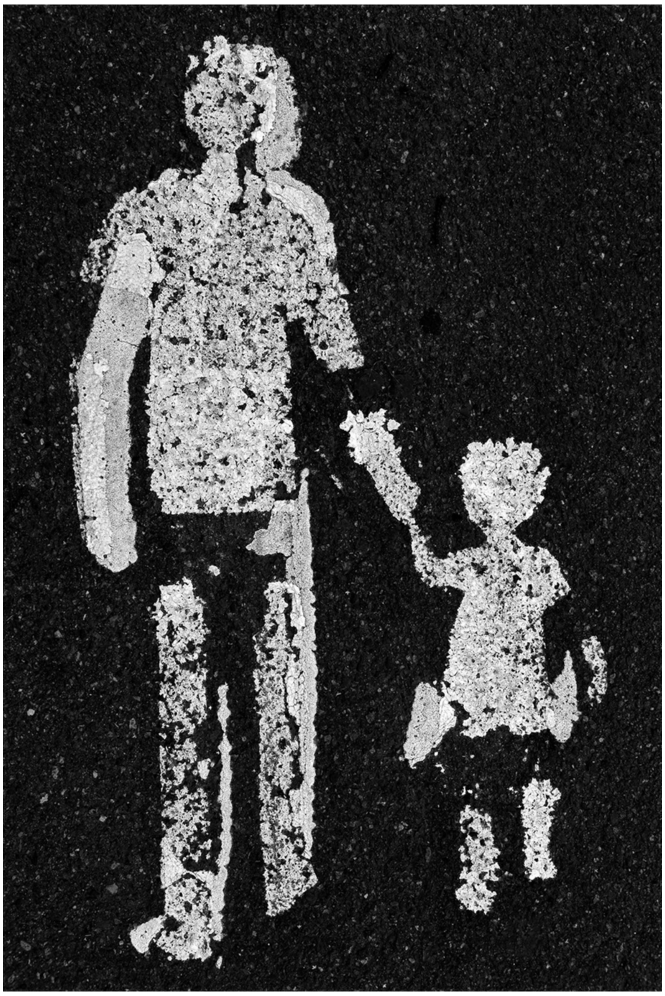

যদিও জাপান ও জার্মানিতে প্রজননের আঞ্চলিক পুনর্গঠন নানা দিক থেকে ভিন্ন রকম, উভয় দেশের অভিবাসীরা পরিচর্যা কাজের জন্য গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃতজ্ঞতাঃ পেক্কা নিক্রাস/*ফ্লিকার*।

জার্মানি এবং জাপানের উচ্চ প্রবৃদ্ধির অলৌকিক ঘটনা এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে নারীরা উচ্চ শিক্ষায় এগিয়েছে ঠিকই তবুও তাদের কর্মসংস্থানের ধরনে পরিবর্তনগুলো সীমিত ছিল। যেমন, মায়েদের মধ্যে উচ্চমাত্রার খণ্ডকালীন কাজ, ক্রমাগতভাবে লিঙ্গের ভিত্তিতে উচ্চ বেতনের ব্যবধান এবং অবৈতনিক পরিচর্যার বোঝা অব্যাহত থাকা; এটা একটি নমুনা মাত্র যা মহামারী চলাকালীন আরও বেড়ে গিয়েছিল। পরিচর্যা সংস্থার সাম্প্রতিক নীতিগত উদ্যোগের ফলস্বরূপ বিশ্বে সমসাময়িক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে 'বিচ্যুতিসমূহের সমকেন্দ্রীকরণ' হচ্ছে যা বিশ্বব্যাপী সামাজিক প্রজননকে পুনর্বিন্যস্ত করছে এবং একই সঙ্গে প্রজনন শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজনের রূপান্তরে নারীদের মধ্যে নতুন বিভাজন তৈরি করছে। স্বল্প মজুরির অভিবাসী শ্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক একীকরণ প্রকাশ করে একই সঙ্গে শ্রেণি, লিঙ্গ ও জাতি বা নাগরিকত্বের সাথে বৈষম্যের একটি শক্ত ছেদ তৈরি করে; বিশেষ করে, দ্রুত বয়স্ক জনসংখ্যার দেশগুলোর জন্য।

> পরিচর্যামূলক কাজের পুনর্গঠন

জার্মানি এবং জাপান প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত পরিবারে নাবালক শিশু পরিচর্যার বিষয়টি অব্যাহত রেখেছে এবং শিশু পরিচর্যার সুবিধাগুলোকে পর্যাপ্তভাবে প্রসারিত করার জন্য নেয়া সংস্কারগুলো ব্যর্থ হয়েছে। আংশিকভাবে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার একটি কাজ হলো পরিবারের জীবিকা নির্বাহের ভার শক্তভাবে পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা যা উভয় দেশের জন্মদানের ক্ষমতাকে হ্রাস করে; একই সঙ্গে যা বয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন তৈরি করেছে এবং এর সাথে বয়স্কদের পরিচর্যার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশের সামাজিক নীতিতে নতুন সংযোজন হলো দীর্ঘমেয়াদী বীমা প্রকল্প–যা মূলত অনুরূপ ছন্দে স্পষ্টভাবে বয়স্ক পরিচর্যাকে ব্যক্তিগত পরিবারে স্থানান্তরিত করে। উভয় দেশে বীমা প্রিমিয়ামের মাধ্যমে পরিষেবাগুলোর জন্য আংশিক অর্থায়ন যেমন স্বল্প-মজুরি এবং আধা-পেশাদারীকৃত শ্রমের আকারে পরিচর্যা পরিষেবার সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করতে অবদান রাখে।

ইউরোপীয় কর্মসংস্থান কৌশল এবং এর লিঙ্গভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রার চাপের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) জুড়ে শিশু পরিচর্যা মূলত আরও সামাজিক হয়ে উঠেছে; অন্তত তিন বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য। তবে, তিন বছরের কম বয়সী শিশুদের যত্ন নেওয়া অনেকাংশেই পারিবারিক বিষয়। গার্হস্থ্য শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষদের আচরণে স্পষ্ট পরিবর্তনের অভাব ইইউ-এর মধ্যে নারীদের অবৈতনিক গার্হস্থ্য শ্রমকে প্রদত্ত বাজার পরিষেবাগুলোতে

>>

স্থানান্তরিত করার জন্য ইন্ধন যোগাতে প্রচেষ্টা চালায়। অধিকন্তু, একটি লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামাজিক গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক; অত্যধিক স্বল্প বেতনের এবং অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিতে প্রদত্ত গার্হস্থ্য এবং পরিচর্যা শ্রমের একটি বড় অংশ অভিবাসী নারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক এবং অ-নাগরিক নারীর শ্রমের মধ্যে ভিন্নতা একটি স্পষ্ট বিভাজনসহ নারীর কর্মসংস্থানের অবস্থাকে প্রভাবিত করে–যার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানভাবে একত্রিত হয়। প্রজননের সামাজিক পুনর্গঠনটি বৃহত্তর সংখ্যায় বেতনভুক্ত কর্মসংস্থানে প্রবেশের জন্য গার্হস্থ্য গোলক থেকে নারীদের প্রস্থানের সাথে জড়িত এবং পারিবারিক নীতিগুলো (যেমন গৃহকর্মী নিয়োগের জন্য কর জমা) এর লক্ষ্য হলো জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রবৃদ্ধির একটি কৌশল হিসাবে নারীদের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণকে উন্নীত করা। এই ভাবে, বৃদ্ধির কৌশলগুলো প্রজননের সুপ্রা-ন্যাশনাল ও আঞ্চলিক একীকরণের সাথে আরও শক্তভাবে আবদ্ধ।

> আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

প্রজননের আঞ্চলিক পুনর্গঠনে, এশিয়া-প্যাসিফিকের মধ্যে জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে পরিষেবার স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা বাণিজ্য এবং শ্রম গতিশীলতার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদারীকৃত অবকাঠামো তৈরি করেছে। যদিও প্রমাণ দেখায় যে, পূর্ব ইউরোপীয় অভিবাসন জার্মানিতে নতুন সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য বৈধভাবে কাজ করা সম্ভব হওয়ার আগেই জার্মান পরিচর্যা খাতে ভূমিকা রেখেছিল। জার্মানিতে আইনিভাবে কাজ করার জন্য রাজ্যগুলো মৌলিক পার্থক্যের পরিবর্তে কার্যকরী সমতুল্যতার পরামর্শ দেয়। আশিয়ান দেশগুলোতাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দক্ষ শ্রম গতিশীলতার কিছু খাতে বাধা তুলে নিচ্ছে। তবুও, অঞ্চলটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ে ভিন্ন আদলে কাজ করছে। প্রজননের আকার পুনরায় পরিবর্তন করার জন্য অনুরূপ গতি-শীল প্রভাব ফেলতে জাপান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ওপর নির্ভর করছে। অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ভাষাতে, বাণিজ্য চুক্তি সচল করার মাধ্যমে জাপান পরিচর্যা শ্রমের গতিশীলতার নতুন পথ তৈরি করেছে; প্রকৃতপক্ষে, এই চুক্তিতে অভিবাসন ধারাগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো পরিচর্যা শ্রম। নেতৃস্থানীয় দাতা জাতি হিসাবে জাপানের রাজনৈতিক প্রভাব এবং বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসাবে এর অবস্থান ও জাপানি উপনিবেশের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বিশিষ্ট উৎস দেশগুলো ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম পূর্বেও আঞ্চলিক লিঙ্কগুলোকে জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্যস্থতা করার মাধ্যমে এবং পরিচর্যা কাজের শ্রেণি বিভাগকে দক্ষ বা অদক্ষ হিসাবে পরিবর্তিত করে জাপান অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। অভিবাসনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্স পেতে উচ্চ বাধা এবং নাগরিকত্বের পথের সীমাবদ্ধতা জাপানে অভিবাসী শ্রমের প্রবাহকে সংকুচিত করে। যে কারণে এর শ্রম আমদানির কৌশল পরিচর্যা কর্মীদের বছরের পর বছর শ্রমের ঘাটতি পূরণ করতে অপারগ ছিল। জাপানি রাষ্ট্র তার পুরানো প্লেবুক অনুসরণ করার মাধ্যমে মধ্যস্থতার কেন্দ্রে নিজেকে বাধা দিয়ে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আলোচনায় শুধু একটি নিয়ম-নির্ধারক প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করেনি বরং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশ থেকে শ্রমের চলাচল পরিচালনা করার জন্য শ্রম বাজারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কাজ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবাধ গতিশীলতা জার্মানির আশেপাশের দেশগুলো থেকে আন্তঃসীমান্ত প্রবাহকে সহজ করে। প্রারম্ভিক বিধি নিষেধের অর্থ হলো অভিবাসী পরিচর্যা শ্রমিকরা হয় স্ব-নিযুক্ত অর্থাৎ (ইইউতে পরিষেবার স্বাধীনতার অধীনে) বা অনিবন্ধিত শ্রমিক হিসাবে জার্মানিতে প্রবেশ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে হয় শ্রমের মানের কভারেজ ছাড়াই (যদি স্ব-কর্মসংস্থান হয়) বা অভিযোগের কোনো আশ্রয় ছাড়াই (যদি অনিবন্ধিত হয়), অভিবাসীরা ব্যক্তিগত পরিবারে কাজ করত। অন্যান্য ইইউ সদস্য রাষ্ট্রের মতো পরিচর্যা শ্রম যেভাবে জার্মানিতে প্রবেশ করেছে তা সংস্থা পরিষেবাগুলোর (প্রধানত পূর্ব ইউরোপীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে অবস্থিত) একটি খাতকে উন্নতি করার সুযোগ দিয়েছে। বিধি- নিষেধ তুলে নেওয়ার ফলে পরিচর্যা কর্মীদের স্ব-নিযুক্তবা দালালি পরিষেবা সম্পর্কের গঠনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। এই উপায়ে, অভিবাসী পরিচর্যা শ্রমকে একটি অনিশ্চিত কর্মসংস্থান হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে।

লিঙ্গ সমতা নীতিগুলোকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সারিবদ্ধ করার জন্য আঞ্চলিকীকরণ এবং বিশ্বায়ন ইতিবাচক শক্তি হতে পারে–যেখানে তারা সরকার এবং নারীবাদীদের ভূমিকার জন্য কার্যকর আন্দোলনগুলোকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় নতুন ক্ষেত্র উপস্থাপন করে। তারপরও, জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রণীত নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সুপ্রা-ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশনস এবং জাতীয় সরকারের শাসনের মধ্যে অন্তর্নিহিত উত্তেজনা দেশ জুড়ে নীতি গ্রহণের উদ্যোগের সহজ সমন্বয়কে বাধা দেয়–যা কোভিড-এর প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া থেকে তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোভিড-১৯ এর মতো সংকটগুলো সামাজিক ব্যবস্থার ওপর আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে। পরিচর্যার কাজের পুনঃমূল্যায়ন এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি ঝোঁক বা পরিবারে পরিচর্যা শ্রমের তীব্রতা নতুন জন স্বীকৃতির পরিণাম হতে পারে। এবং এটি শ্রেণি, জাতি এবং নাগরিকত্বের ভিত্তিতে নারীদের পুনঃপ্রথাগতীকরণকে এবং বৈষম্যেকে প্রসারিত করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
হেইডি গটফ্রিড <ag0921@wayne.edu>

> লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি, এবং বিশ্বব্যবস্থা

ভ্যালেন্টাইন এম. মোঘাদাম, নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউ. এস. এ., এবং 'উইমেন, জেন্ডার, এবং সোসাইটি বিষয়ক আই. এস. এ. রিসার্চ কমিটির মেম্বার (আরসি ৩২)

সিলভিয়া ওয়ালবি প্রণীত একটি ম্যাক্রো স্তরের সমাজতাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে 'লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা'কে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে মূলত জাতীয় পর্যায়ে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী গণতন্ত্র দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত অঞ্চলগুলোতে যেগুলো পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা এবং এর আর্থিক বাজারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। আজ পর্যন্ত দেশভিত্তিক কেইস স্টাডিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইউকে, ইউএস, স্পেন, জাপান এবং জার্মানি। যাই হোক, আমরা প্রয়োগ দেখতে শুরু করেছি স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলোতে যেগুলো গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি উভয়ের আবাসস্থল, হয় দুর্বলভাবে বিশ্ব-অর্থনীতিতে সংহত বা অত্যন্ত নির্ভরশীল। এখানে আমি ইরান এবং তিউনিসিয়ার ওপর ফোকাস করছি এবং কিছু পটভূমি ও প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করছি।

ইসরায়েল (আমালিয়া সা'র দ্বারা), তুরস্ক (ইসি কোকাবিকাক দ্বারা) আলজেরিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার মতো মাগরেব দেশগুলোতে (বর্তমান লেখকদ্বারা) প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ধারণাটি অ-পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে প্রসারিত করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই জাতীয়-স্তরের বিশেষত্ব এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্রকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সহ। সা'র 'পিতৃতান্ত্রিক লৈঙ্গিক চুক্তি' (যা আমি একটি ১৯৯৮ বইয়ে প্রবর্তন করেছি) ধারণাটি প্রয়োগ করেন নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতিতে ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি নারীদের স্থবির শ্রম-শক্তি অন্তর্ভুক্তিকরনকে বর্ণনা করার জন্য; ইসরায়েলের ফলাফল হলো একটি প্রধানত গার্হস্থ্য-কেন্দ্রিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা, যেখানে সীমিত পরিসরে জনগণ-কেন্দ্রিক প্রকারগুলো পাশাপাশি কাজ করে। কোকাবিকাক যুক্তি দেন যে, তুরস্কের গার্হস্থ্য লৈঙ্গিক ব্যবস্থাগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং উপজাতীয় অঞ্চল অনুসারে প্রাক-আধুনিক এবং আধুনিক ধরনগুলোর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। আইলি মারি ট্রিপ তাঁর সাম্প্রতিক বই 'সিকিং লেজিটিমেসি'তে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ধারণাটিকে ব্যবহার করেননি; তবে, তাঁর আলজেরিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার মাগরেব দেশগুলোর সঙ্গে অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য বা উত্তর আফ্রিকান (মেনা) দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা নিশ্চিত করে সেই মেনা উপ-অঞ্চলে একটি 'নব্য-পুরুষতান্ত্রিক' থেকে একটি উদীয়মান 'রক্ষণশীল-কর্পোরেটিস্ট' লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন সংক্রান্ত আমার আলোচনাকে। রানিয়া মক্তবী জেন্ডার ব্যবস্থার তত্ত্বগুলোকে নির্দেশ না করলেও লিঙ্গভিত্তিক নাগরিকত্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উত্তর আফ্রিকা, লেভান্ট এবং পারস্য উপসাগরীয় শেখদেরকে পার্থক্য করেছেন। আমার নিজের কাজে আমি সদ্য গণতান্ত্রিক মাগরেব দেশগুলোতে বিশেষ করে তিউনিসিয়া ও সম্প্রতি ইরানে উদীয়মান লিঙ্গভিত্তিক শাসনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ছাড়াও অ-পশ্চিমা বা অ-পুঁজিবাদী আধুনিকতার প্রশ্ন তুলেছি (যেমন, কমিউনিজমের অধীনে বা কর্তৃত্ববাদী পরিবেশে)।

সর্বক্ষেত্রেই নারীবাদী তত্ত্বগুলো পিতৃতন্ত্র এবং প্রতিষ্ঠিত লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং স্থবিরতা যদি পশ্চাদগতি না হয়ে থাকে, উভয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই একটি প্রশ্ন জাগে যে, লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা কেবল জাতীয়-স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো এবং শ্রেণি কাঠামো দ্বারা গঠিত না হয়ে বরং যে অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে এগুলো অবস্থিত –ওয়ার্ল্ড সিস্টেম পণ্ডিতেরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেনকোর, পেরিফেরি এবং আধা-পেরিফেরি দ্বারা ও গঠিত হয় কিনা। এই স্তরেবৈচিত্র্য, গতিশীলতা এবং সম্ভাবনাসমূহ; বিস্তার এবং শ্রেণিবদ্ধকরন; অভিন্নতা এবং ভিন্নতা; পরিবর্তন এবং অধো গতির চালকগওলোকে নির্ধারণ করতে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রণয়ন হতে পারে প্রথম পদক্ষেপ।

> গ্লোবাল সাউথের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা : তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ

গ্লোবাল নর্থের বাইরে প্রয়োগকে প্রসারিত করতে আমি তিনটি ধারণাগত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করি।একটি ব্যক্তিগত পিতৃতন্ত্র (গার্হস্থ্য অথ বা প্রাক-পুঁজিবাদী জেন্ডার ভিত্তিক শাসন)এর অস্তিত্বের প্রকৃতি ও পরিধি, উদীয়মান বা প্রতিষ্ঠিত লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নাম (রক্ষণশীল বনাম নব্য উদারতাবাদী বা সামাজিক-গণতান্ত্রিক) এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারের চলমান প্রাধান্য সম্পর্কিত।

দ্বিতীয়টি স্তরের সাথে সম্পর্কিত। ইরানিয়ান কুর্দিস্তান বিষয়ক সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধ যেটির আমিসহ রচয়িতা দুইজন কুর্দিশ-ইরানিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে, যেটি রাজধানী শহর সানন্দাজের উপর আলোকপাত করেছে, সেটিতে ইরানের বৃহত্তর এবং আরো অধিক কেন্দ্রীভূত –জাতীয় পর্যায়ের নব্য-পিতৃতান্ত্রিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো স্তর বিশেষে ভিন্নভাবে কাজ করে কি?

তৃতীয় বিষয়টি একটি লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা থেকে অন্যটিতে পরিবর্তনের পেছনের চালক এবং অনুঘটকগুলো এবং স্থবিরতা অথবা অধো-গতির পেছনের কারণসমূহ সম্পর্কিত। উদাহরণ স্বরূপ, মাগরেবে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে আমার কাজে, আমি নারীবাদী সংহতিকে পরিবর্তনের মূল চালক হিসেবে চিহ্নিত করি কিন্তু আমি লক্ষ্য করি যে, আরও অগ্রগতি বিশেষ করে গণতান্ত্রিক তিউনিসিয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনটি বর্ণিত বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত যেখানে চালক এবং অনুঘটকগুলো বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান থাকতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো বৈশ্বিক, জাতীয়, এবং উপজাতীয় শক্তিগুলো দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আমার মূল যুক্তি হলো বিভিন্ন স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলোসহ লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার সম্ভাবনা এবং গতিশীলতাকে বোঝার ধারণাগত সূচনা-বিন্দু হলো পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা যেটি আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী বাজারগুলোর চরম অসম এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাসকৃত কাঠামো।

> ইরান এবং তিউনিসিয়ার লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা : ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ব্যাখ্যা প্রয়োগ

আমি শিক্ষিত এবং উচ্চাকাঙ্খী মহিলা জনসংখ্যাসহ বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির দু'টি 'মেনা' প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটি অভিজ্ঞতামূলক ফোকাসসহ

>>

> "বিভিন্ন স্কেলে প্রাতিষ্ঠানিক রুপে পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা লিঙ্গ শাসনের সম্ভাবনা এবং গতিশীলতা সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য ধারণাগত প্রবেশ-বিন্দু হওয়া উচিত।"

এই আন্তঃসংযোগগুলো নির্ণয় করি। একটি হলো স্বৈরাচারী এবং তেল সমৃদ্ধ কিন্তু মার্কিন নিষেধাজ্ঞার শাস্তিপ্রাপ্ত (ইরান); অন্যটি গণতান্ত্রিক কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে মন্দাগ্রস্ত এবং ব্যাপকভাবে ঋণী (তিউনিসিয়া)। তাদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সুশীল সমাজ রয়েছে। তবে, পরিবার কেন্দ্রিক একই বিতর্ক বিদ্যমান। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো এবং এগুলো দ্বারা গঠিত সংশ্লিষ্ট লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থাগুলো কেবল অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রভাবগুলো দ্বারাা নির্ধারিত হয় তা নয় বরং ক্রমোচ্চ শ্রেণিবদ্ধ বিশ্ব-ব্যবস্থার স্তরে কাজ করে এমন শক্তিগুলোর প্রতিও ব্যাপকভাবে সংবেদনশীল।

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা আমার মতে, সেই বিশ্ব ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলোর ফলাফল যা জাতীয় সীমানার অভ্যন্তরে এবং সীমানা জুড়ে চালক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করে, লৈঙ্গিক সমতাকে সক্ষম করে তোলে বা বাধাগ্রস্ত করে।

ইরানের ক্ষেত্রে, একটি উদীয়মান সেমি-পেরিফেরাল রাষ্ট্র বিশ্ব-ব্যবস্থার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে–যা অর্থনৈতিক ও আর্থিক জরিমানা সংঘটিত করে, যেটা ফলস্বরূপ ঘরোয়া ডানপন্থী শক্তিকে ক্ষমতাশালী করে এবং নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকারের অগ্রগতিতে বাধা দেয় বা বিপরীত করে তোলে। শিশুদের রিপোর্ট কার্ড শুধু পিতাদের নিকট প্রকাশ করার একটি সাম্প্রতিক, অত্যন্ত বিতর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত এর একটি উদাহরণ। তিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে, একটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং একটি সমতাবাদী দিকে অগ্রসর হওয়া উদীয়মান লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা দেশের ক্ষুদ্র অর্থনীতি, বৈশ্বিক পণ্য শৃঙ্খলের সাথে অনুপযোগী সংযোগএবং বহিরাগত বিনিয়োগ ও ঋণের ওপর নির্ভরতা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বোনদের জন্য সমান উত্তরাধিকারের বিষয়ে অচলাবস্থা এবং নিষ্ক্রিয়তা, নারীবাদী কর্মীদের জন্য ব্যাপকভাবে হতাশাজনক এবং রাজনীতিতে একটি সাম্প্রতিক বিতর্কিত রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ। পেরিফেরি এবং সেমি-পেরিফেরির মধ্যবর্তী গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর দু'টি উদাহরণ ইরান এবং তিউনিসিয়ার বিশ্লেষণ লিঙ্গভিত্তিক শাসনব্যবস্থার ওপর বিশ্ব-ব্যবস্থাগত প্রক্রিয়াগুলো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আধিপত্যের রাজনীতি এবং বিশ্ব-অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রতর অর্থনীতিগুলোর দুর্বল অবস্থা - এর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ভ্যালেন্টাইন এম. মোঘাদাম <v.moghadam@northeastern.edu>

> তুর্কি পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্ধারক

ইসি কোকাবিকাক, দা ওপেন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

নারী ও এলজিবিটিআই+ গোষ্ঠীগুলো ইস্তাম্বুল কনভেনশন থেকে তুরস্কের প্রত্যাহারের প্রতিবাদ করছে। কনভেনশনটি মূলত সব ধরনের সহিংসতা থেকে মেয়ে ও মহিলাদের রক্ষা করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। কাদিকয়, ২০২১। কৃতজ্ঞতাঃ ইয়াগমুরকোজমিক/উইকিমিডিয়া কমন্স।

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যের তত্ত্বসমূহ সামাজিক রূপান্তরের জন্য জেন্ডার, শ্রেণি এবং জাতি-ভিত্তিক অসমতার শাসনের ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রের ভিতরের পরিবর্তনকে মুল্যায়ন করে। পিতৃতান্ত্রিক তুর্কি রাষ্ট্রের নির্ধারকসমূহ পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই প্রবন্ধ লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার তত্ত্বসমূহের পরিবর্ধন করে। ইস্তানবুল কনভেনশন, নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক সহিংসতাকে তুলে ধরার একটি মানবাধিকার চুক্তি থেকে তুরস্কের প্রত্যাহারের ঘটনা একাধিক রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা ও গণতন্ত্রহীনকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া কতোদূর পর্যন্ত পুরুষদের, সামাজিকভাবে তৈরি একটি লিঙ্গভিত্তিক গোষ্ঠী, সম্মিলিত দরকষাকষির ক্ষমতাকে বাড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম করে।

> পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রের দুটি ধরন

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার তত্ত্বসমূহের ওপর ভিত্তি করে আমি বলতে চাই যে, রাষ্ট্রের ওপর সমাজের জেন্ডার, শ্রেণি এবং জাতি-ভিত্তিক প্রধান গোষ্ঠিগুলো একটি জোরালো প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে, একাধিক রাষ্ট্রীয় এজেন্ডাগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সিলভিয়া ওয়ালবির মতে, জেন্ডার ভিত্তিক বর্জনীয় কৌশলসমূহের প্রাধান্য লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পারিবারিক ধরনের সাথে সম্পর্কিত এবং লৈঙ্গিক বিচ্ছিন্নতা ও অধীনতা সর্বজনীন লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার নব্য-উদারবাদী বা সামাজিক-গণতান্ত্রিক ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে আমি পিতৃতান্ত্রিক অবস্থার চরিত্রের দুটি প্রধান ধরন চিহ্নিত করেছি : পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীর শ্রমকে গৃহস্থালির উৎপাদনের (পরিচর্যার কাজ অর্ন্তভূর্ক্ত) মধ্যে সীমাবদ্ধ করে; যেখানে সর্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক হাল (পরিবারের ভিতরে নারীর মাধ্যমে সৃষ্ট পণ্য ও পরিসেবার) পণ্যকরন ও পণ্য না করনের বিভিন্ন মাত্রাকে ব্যবহার করে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত শ্রমের নারীর দ্বিগুণ বোঝার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে চায়। যদিও প্রথম ধরনটি লিঙ্গভিত্তিক বর্জনীয়

>>

কৌশলগুলো নিশ্চিত করে; তথাপি পরের ধরনটি অর্থনীতি, রাজনীতি, সুশীল সমাজ এবং সহিংসতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ও অধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রস্তাবিত কাঠামোটি গ্লোবাল সাউথের রাষ্ট্র গঠনের বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ, রাজনৈতিক কর্মীরা বিভিন্ন গোষ্ঠির সমন্বয়ে গঠিত। যেমন, আমি অন্যত্র যুক্তি দিয়েছি, তুরস্কের পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীরা শুধু পরিবারের পুরুষ প্রধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং গ্রাম ও শহরের মধ্যে বসবাসরত পুরুষ ছোট উৎপাদকরাও এর অর্ন্তভূর্ক্ত। অধিকন্তু, যে পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র বিরোধী শাসনব্যবস্থা সর্বজনীন সিদ্ধান্ত তৈরিতে যথেষ্ট লৈঙ্গিক তারতম্য বজায় রাখে, প্রভাবশালী পুরুষের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠি শাসনের নেতৃত্বের ওপর তার প্রভাব বজায় রাখে। এটি পরবর্তীতে, পুরুষের দরকষাকষির ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। প্রভাবশালী পুরুষের এই গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য আমি ম্যান-অফ-দি-রেজিম ধারণাটি উদ্ভব করিবা দেই।

আমার তথ্য বিশ্লেষণ বলে দেয় যে, তুরস্ক রাষ্ট্র এর সর্বজনীন এবং পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ২০০০ সাল থেকে ধারণ করছে। এই দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রসমূহ সম্ভবত অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তুরস্কে সীমিত পরিসরে একটি সর্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপান্তর হয়েছে এবং এর পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রের প্রাধান্যতাকে বিরোধিতা করার জন্য এর মাত্রা সীমিত। অর্থনৈতিক পরিসরে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি আপেক্ষিক কম শিক্ষিত শহুরে নারীদের বাড়িতে থাকতে ও অবৈতনিক পরিচর্যা প্রদান এবং গ্রামের নারীদেরকে ক্ষুদ্র মাঝারি ধরনের কৃষি খামারে অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী হিসেবে কাজ করতে উৎসাহিত করে। সুশীল সমাজের পরিধির মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র বিরোধী শাসন (২০১৪-১৫ থেকে) সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক পতিনিধিত্বে নারীকে বঞ্চিত করে এবং সামাজিক আন্দোলনকে দমিত করে; একই সময়ে মেয়েদেরও, তাদের যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের পুনঃপ্রজনন ক্ষমতাও এর অর্ন্তভূর্ক্ত, রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হোমোফিবিয়া ও প্রোনাটালিস্ট নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ। জেন্ডার সংহিসতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, নারীদেরকে সম্ভাব্য বিকল্পে প্রবেশাধিকার সীমিত করে এবং অবিবাহিত, বিচ্ছিন্ন ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের এবং এলজিবিটিকিউ মানুষদের প্রতি পুরুষের সংহিসতা সহ্য করার কথা বলে রাষ্ট্র সহিংস বিষমকামী পারিবারিক ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে তাদেরকে বেধে ফেলে।

> ইস্তানবুল কনভেনশন থেকে তুরস্কের প্রত্যাহার

ইস্তানবুল কনভেনশন থেকে তুরস্কের প্রত্যাহারের ওপর আলোকপাত করার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক কর্মীরা কী পরিমাণে তুর্কি মুসলিম বর্ণবাদী রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা ব্যবহার করেছে পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চরিত্র বজায় রাখার জন্য তা আমি অনুসন্ধান করি। আমার মূল্যয়ান বলে যে, প্রথমদিকে ২০১৫ এবং ২০১৮ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ, খোরপোশের নিশ্চয়তা প্রদান এবং শিশুদের হেফাজত নিয়ন্ত্রণ করা আইনগত প্রবিধানের বিরুদ্ধে পুরুষের কিছু গোষ্ঠি সংগঠিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ৬২৮৪ নং আইন –যা কনভেনশানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চালু হয় এর পর্যালোচনাও করা হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচক গোষ্ঠি তৈরি করে, বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালিয়ে এবং রাস্তায় প্রতিবাদ সংগঠিত করার মাধ্যমে এই গোষ্ঠিসমূহ দাবী করছে যে, তাঁরা উপরোক্ত প্রবিধানে শিকার। ম্যান-অফ-দা-রেজিম, ভাষ্যকার, সাংবাদিক, শিক্ষক, ধর্মীয় দলের নেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পুরুষ রাজনীতিবিদরা এর অর্ন্তভূর্ক্ত ও তাঁদের প্রাথমিক প্রচারণাকে সমর্থন দিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও, ২০১৯ সালের কৌশলগত পুনঃঅবস্থান না হওয়া পর্যন্ত, পুরুষরা প্রথমদিকে সীমিত পর্যায়ে সংঘটিত ছিল। যদিও ২০১৯ সালের আগে ইস্তানবুল কনভেনশনের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই পুরুষরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়েছে এবং তাদের দাবিদাবা পুনঃবিন্যস্ত করেছে। তাদের দাবিসমূহ হচ্ছে : ১) শুধু সম-সেক্স সম্পর্ককে নয় বরং পুরুষের, যারা পারিবারিক কাঠামোর তুর্কিত্ব ও মুসলিমত্বের জন্য বড় হুমকি, কাছ থেকে নারীদের স্বাধীনতাকেও মোড়ক দিতে হবে; ২) তুর্কি ও মুসলিম জনগণের বস্তুগত ও সামাজিক অস্তিত্বের জন্য এই ধরনের একটি পারাবারিক কাঠামোর গুরুত্বের ওপর জোর দিতে হবে; এবং ৩) পশ্চিমাদের লক্ষ্য তুর্কিকে ধ্বংস করা এ সুপরিচিত বিভ্রান্তিকে পুনরায় উল্লেখ করা। এই নতুন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সাধারণ পুরুষের এই দলগুলো এবং ম্যান-অফ-দা-রেজিমের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ভালোমত কাজ করছে এবং তারা শুধু জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির নেতৃত্বের ওপর নয় বরং প্রধান জোট পার্টি (ন্যাশানালিস্টিক মোভমেন্ট পার্টি) এবং একটি বিরোধী দল (ফেলিসিটি পার্টি) এর ওপর তাঁদের প্রভাব বাড়াতে পেরেছে। নারীদের কাছ থেকে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুক্ষীনের মধ্যেও, রাষ্ট্রের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তএতো সোজা সাপটা ছিল না। এতদসত্বেও, ২০২১ সালের মার্চের দোগান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এই মর্মে যে, কনভেনশনটি সমকামিতাকে স্বাভাবিক করার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে–যা তুর্কী সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

ইস্তানবুল কনভেনশন ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, ম্যান-অফ-দা-রেজিম এর প্রচেষ্টা সত্বেও পুরুষের অধিকার আন্দোলন প্রথমদিকে (২০১৫-১৮) রাষ্ট্রের ওপর এর প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেনি। প্রথম দিকে, নারীদের দুর্বার প্রতিরোধ তাদের দাবিদাওয়াকে প্রতিহত করে। তুর্কি মুসলিম বর্ণবাদী রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা (২০১৯ সাল থেকে) গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ম্যান-অফ-দা-রেজিম পুরুষ কর্মীর প্রভাব বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক অবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। এই মূল্যায়ন জেন্ডার শাসনেরওপর পাণ্ডিত্য তৈরিতে অবদান রাখছে বিভিন্ন উপায়ে। যেমন, ১) বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নানা ধরনের দলগুলোর অনুসন্ধান করে। বিশেষ করে, গ্লোবাল সাউথের প্রেক্ষাপটে; এবং ২) বিভিন্ন উপায় আবিস্কার করা–যার মাধ্যমে একাধিক রাষ্ট্রীয় এজেন্ডার আন্তক্রিয়া পুরুষদের যৌথ দর কষাকষির সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ইসি কোকাবিকাক <Ece.Kocabicak@open.ac.uk>

> দক্ষিণ ইউরোপীয় জেন্ডার শাসনব্যবস্থা?

আলবা আলোনসো, ইউনিভার্সিটি অফ সান্তিয়াগো ডি কম্পোসটেলা, স্পেন। **রোসেলা চিকিয়া,** ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য এবং অর্থনীতি ও সমাজ(আরসি ০২) এবং দারিদ্র্য, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক নীতি (আরসি১৯)বিষয়ক আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য এবং **ইমানুয়েলা লোম্বার্দো,** কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রিদ, স্পেন।

স্পেন ও ইতালি প্রায়ই লিঙ্গ শাসনের পারিবারিক বা রক্ষণশীল মডেলের অন্তর্গত হিসেবে দেখা হয়। যাইহোক, গত কয়েক দশকে দুই দেশে হাইব্রিডাইজেশন দেখা গেছে এবং ক্রমশ দুই দেশ ভিন্ন রকম হয়ে উঠেছে।
গ্রানাটা৯২/ উইকিমিডিয়া কমন্স।

দক্ষিণ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান লৈঙ্গিক শাসন ব্যবস্থার পার্থক্যগুলো আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ভিন্নতার ধারাগুলো কিসের দ্বারাই বা ব্যাখ্যা করা যায়? দুই দেশের যুগপৎ কর্তৃত্ববাদ এবং তাদের পরিবারমুখী কল্যাণ রাষ্ট্রের কারণে স্পেন ও ইতালিকে প্রায়শই দেশীয় বা রক্ষণশীল মডেলের প্রতিভু হিসেবে ধারণ করা হয়। যা অসম লিঙ্গ সম্পর্কগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জনপরিসরের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারকে সীমিত করে। যাই হোক, গত কয়েক দশকে এ দুটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন ধারার মিশ্রণ ঘটিয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে একে অন্যের থেকে ভিন্নতর হয়ে উঠেছে। স্পেন আরও গণমুখী হয়ে উঠছে। যেখানে ইতালির পরিবর্তনের গতি মন্থর এবং লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার আরো পরিবার কেন্দ্রিকতার দিকে যাচ্ছে।

আমরা বলতে চাই যে, রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের ভূমিকা জেন্ডার শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'চালিকাশক্তি' । রাষ্ট্রীয় নারীবাদী নীতি দ্বারা রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যকার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। যেখানে পশ্চিমা শিল্পোত্তর গণতান্ত্রিক দেশের গবেষণাগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো রাষ্ট্রীয় নারীবাদের বিস্তৃতি নারী অধিকারের গণতান্ত্রিক এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বকে এগিয়ে নিতে পেরেছে। নারীবাদী আন্দোলন এবং লিঙ্গসম্বন্ধীয় নারী নীতির সংগঠনের মধ্যকার জোটের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরাধিকার, লৈঙ্গিক সমতার পক্ষে ও বিপক্ষে কর্মীদের একতাবদ্ধ হওয়া, সংগঠিত ধর্মের ভূমিকা, নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, লৈঙ্গিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক ধারণাগুলো রাষ্ট্রীয় নারীবাদ এবং নারী আন্দোলনের ভূমিকার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। পরস্পর সম্পর্কিত ফ্যাক্টরগুলো নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরির মাধ্যমে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার গতিপথে ভিন্নতা নিয়ে আসে।

আমাদের গবেষণাটি দক্ষিণ ইউরোপীয় লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা মডেলের একত্ব–যা এই এলাকার সমস্ত দেশের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হতো তাকে চ্যালেঞ্জ করে। ২০০০-এর দশকের লৈঙ্গিক সমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঐতিহ্যে থেকে দেখা যায়, ইতালি ও স্পেনের লৈঙ্গিক সমতা নীতির গতিপথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশকে একই মডেলের অধীনে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা রয়েছে। যখন স্প্যানিশ লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমুখী হয়ে উঠেছে, সরকারী দলের রাজনৈতিক আদর্শের ওপর নির্ভর করে সামাজিক গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল এবং নিওলিবারেল-রক্ষণশীল ধারার মধ্যে চলে যাচ্ছে, সেখানে ইতালীয় লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা আরও গৃহমুখী এবং রক্ষণশীল রয়ে গেছে।

> রাষ্ট্রীয় ও সুশীল সমাজে গতিশীলতা

লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার তারতম্যগুলো রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের ক্ষেত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ও মধ্যকার গতিশীলতার দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। ইতালি ও স্পেনের রাজনীতিতে লৈঙ্গিক শাসন সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন করার মূল দিকগুলো হলো : ১) একটি রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা যা ইতালিতে মূলধারার মধ্যপন্থি-ডান দলগুলোর শক্তির কারণে স্পেনের তুলনায় ইতালিতে বেশি প্রতিকূল; স্পেনে লৈঙ্গিক সমতার বিষয়ে মধ্যপন্থি-বাম দলগুলোর উপস্থিতি আরও সক্রিয়; উগ্র ডান পপুলিস্ট দলগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি–যা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে ১৯৯০ এর দশক থেকে ইতালিতে প্রকট রূপ ধারণ করেছে কিন্তু সেটি এখন স্পেনে মাত্র আবির্ভূত হচ্ছে; ২) গণতন্ত্রের গভীরতা : ইতালিতে মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব খুবই কম যা ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১১% এ আটকে আছে স্পেনের তুলনায়, যেখানে এটি ২০০৭ সাল থেকে প্রায় ৪০% হয়েছে; ৩) রাজনীতিতে সংগঠিত ধর্মের হস্তক্ষেপ : ভ্যাটিকান এর নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক মিত্রদের রাষ্ট্রে আরও সরাসরি উপস্থিতি রয়েছে এবং সমতার জন্য স্পেনের তুলনায় ইতালিতে ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে; ৪) রাষ্ট্রীয় নারীবাদ ও বন্ধুভাবাপন্ন নীতি-নির্ধারক, নারীবাদী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ এবং নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া: এই সমঝোতাকে ভেলভেট ত্রিভুজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্পেনের তুলনায় ইতালি একটি দুর্বল লৈঙ্গিক সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং নারীবাদী কর্মী, আইনপ্রণেতা, নারীবাদী গণতান্ত্রিক জোট এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে দুর্বল জোট উপস্থাপন করে; ৫) ফেডারেলিজম হলো স্পেনের একটি প্রগতিশীল শক্তি–যা অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরে অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় রাজ্যের মধ্যে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে নীতি উদ্ভাবনের সূচনা করে কিন্তু ইতালিতে এটি হয় না; ৬) কল্যাণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিবারতন্ত্র স্পেনের তুলনায় ইতালিতে শক্তিশালী রয়ে গেছে।

আমাদের মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে সুশীল সমাজের এমন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো : ১) নারী আন্দোলনের ধরন : ইতালিতে সমতার চেয়ে বেশি ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে এবং স্পেনের তুলনায় কম রাষ্ট্র-নির্ভর, যেখানে বাম দলগুলোর মধ্যে নারীবাদী গণতান্ত্রিক জোট ও নারীবাদীদের উপস্থিতি লৈঙ্গিক সমতা নীতির উন্নয়নে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছে; ২)

>>

লিঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তি এবং প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে তাদের সমর্থন: এটি স্পেনের চেয়ে ইতালিতে বেশি যেখানে আন্দোলন ও সরকারের উগ্র ডান-জনতুষ্টিবাদী দলগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু স্পেনে এই রাজনৈতিক সংযোগ একটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। ৩) জ্ঞান : যখন স্পেনের জনমত জেন্ডার ভূমিকা এবং বৃহত্তর ধর্মনিরপেক্ষকরণ সম্পর্কে প্রগতিশীল ধারণার দিকে বিকশিত হয়; ইতালিতে তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সমাজে রক্ষণশীলতা বিরাজ করে।

সামগ্রিকভাবে, লৈঙ্গিক সমতা নীতির জন্য উৎসাহিত করে এমন দিকগুলো স্পেনে একটি পাবলিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার প্রতি বৃহত্তর চাপ প্রয়োগ করেছে কিন্তু ইতালিতে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল লিঙ্গ-বিরোধী শক্তিগুলো একটি পাবলিক এবং প্রগতিশীল লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা বিকাশের জন্য আরও প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করেছে। পরিবার, কর্মসংস্থান এবং রাজনীতিতে লৈঙ্গিক ভূমিকা সম্পর্কে রক্ষণশীল ধারণার স্থায়ীত্ব ইতালিতে ঐতিহ্যগত পারিবারিক কাঠামোর স্থায়ীত্বকে প্রভাবিত করে। যখন স্পেন একটি দ্বৈত-উপার্জনকারী মডেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতালির লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ওপর সংগঠিত ধর্মেরও একটি শক্তিশালী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। ইতালীয়দের তুলনায় স্প্যানিশ সমাজের অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষতা লৈঙ্গিক সমতার ক্ষেত্রে স্পেনকে বৃহত্তর অগ্রগতির সুযোগ করে দিয়েছে।

এই তুলনামূলক গবেষণার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে রাজনীতিও সুশীল সমাজের বলয়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইতালি এবং স্পেনের ভিন্ন লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ ইউরোপীয় লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আরও ব্যাপকভাবে বোঝার জন্য প্রচলিত ও দুর্বল সরলীকরণ বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের গবেষণাগুলোকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বলয়ের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে যেমন অর্থনীতি, সহিংসতা, জ্ঞান, শরীর ও যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ইমানুয়েলা লোম্বার্দো <elombardo@cps.ucm.es>

> সংকট কি খুব দূরে?

কোভিড-পরবর্তী ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা

রবার্টা গুয়েরিনা, ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল, ইউকে, হিদারম্যাক্রে, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কানাডা, এবং **অ্যানিক ম্যাসেলট,** ইউনিভার্সিটি অফ ক্যান্টারবেরি, নিউজিল্যান্ড।

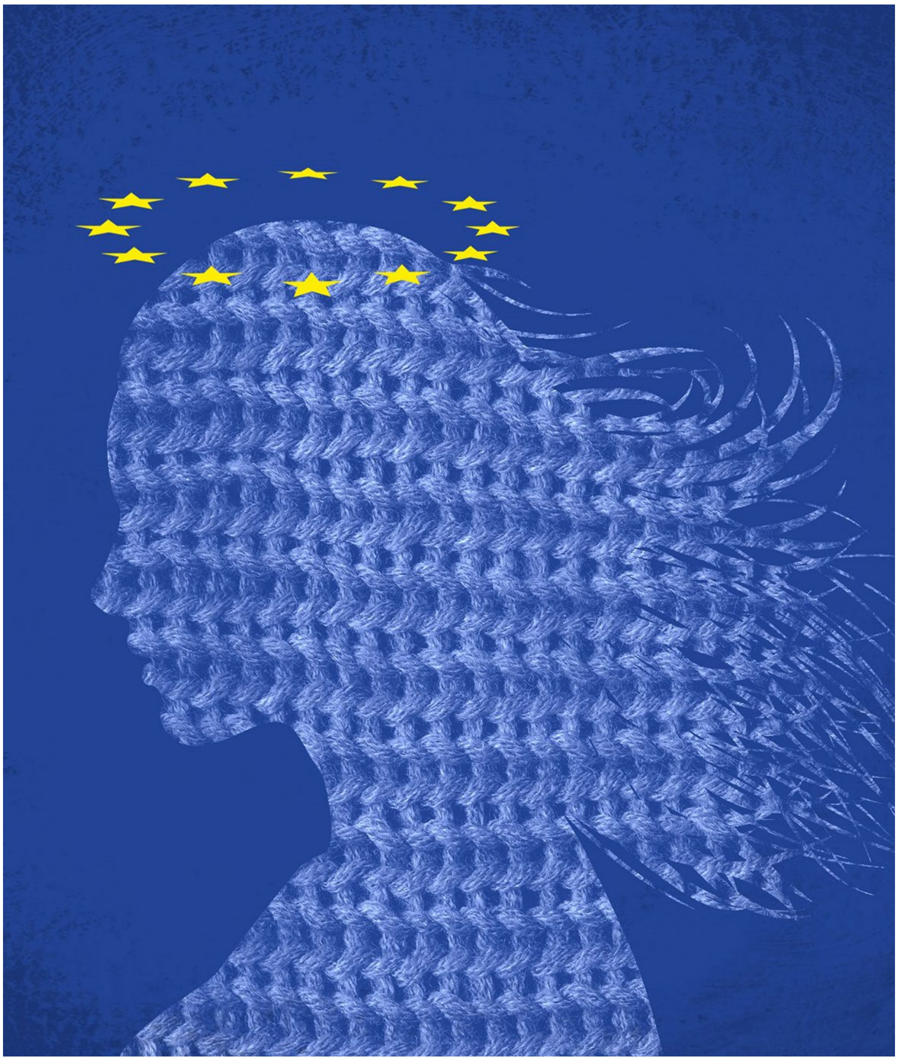

আগের সংকটের চেয়েও তীব্র ভাবে মহামারীটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেছে।
চিত্রঃ আর্বু।

২০২০ সালকে এই হিসাবে স্মরণ করা হবে যে, সে বছর বিশ্ব স্থির হয়ে গিয়েছিল। অনেকের ভাষ্যমতে, কোভিড-১৯ এর বিস্তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অর্থনীতির নিয়মগু লোকে বিশৃঙ্খলতার দিকে নিক্ষেপ করেছে। অন্যরা এই সংকটকে এই গ্রহে আমাদের প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে আন্তঃসংযুক্ত প্রকৃতির প্রতিফলন করার সুযোগ হিসাবে দেখেছিল। ইইউ-এর জন্য, ইতোমধ্যে যা অন্যান্য সংকটে বিপর্যস্ত, মহামারীটি একটি অস্তিত্ববাদের দ্বিধাকে প্রতিনিধিত্ব করে: এটি কি সেই সংকট–যা বিচ্ছিন্নতার দ্বার উন্মুক্ত করে নাকি এটি একটি নতুন এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইউনিয়নের বিবেচনা করার সুযোগ? আমাদের বিশ্লেষণের জন্য আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, মহামারী পরবর্তী লৈঙ্গিক অ্যাক্টর হিসাবে ইউরোপীয়ই উনিয়নের ভূমিকা কী? এবং, ইইউ-এর লৈঙ্গিক ভবিষ্যত কী?

ইইউ-এর সীমানার মধ্যে সংকটের লৈঙ্গিক এবং জাতিগত প্রভাব, সেই সঙ্গে লৈঙ্গিক অ্যাক্টর হিসাবে ইইউ-এর ভূমিকা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা সমতা বক্তৃতার কৌশলগত স্থাপনা ভালোভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বহু-মুখী সংকটের (পলিক্রাইসিস) প্রভাব অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুমুখী এবং ওভারল্যাপিং সঙ্কটগুলো ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় একটি 'স্থিতিশীল অবস্থায়' একত্রিত হয়ে একটি জটিল সন্ধিক্ষণকে আন্ডারস্কোর করে–যা অতীতের তুলনায় সম্ভবত আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সিলভিয়া ওয়েলবি-এর মতে, এই বহুমুখী সংকটের চাপে, ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা সামাজিক গণতান্ত্রিক থেকে আরও নব্য উদারপন্থী পাবলিক লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার চলে যাচ্ছে। যদিও অন্যদের মধ্যে পাল্টা প্রবণতা রয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে, এই বহুমুখী সংকট (পলিক্রাইসিস) ইইউ-এর মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করে; বিশেষ কওে, ইইউ-এর নিজস্ব সীমান-ার মধ্যে একজন লৈঙ্গিক অ্যাক্টর হিসাবে সেই সঙ্গে তার বহিরাগত অংশীদার এবং প্রতিবেশীদের জন্য ইইউ-এর ওপর আরোপিত ভূমিকার ক্ষেত্রে।

>>

> সংকটের দীর্ঘ ইতিহাস

ইউরোপীয় একীভবনের গল্প একটি সংকট। এই সংকট এবং সংকট-পরবর্তী বন্দোবস্তগুলো সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগগুলো উন্মুক্ত করেছে এবং নতুন রাজনৈতিক স্থান তৈরি করেছে বলে কল্পনা করা হয়। ইইউ বিদ্বান হিসাবে আমরা শিখেছি যে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের জটিল ভূ-রাজনৈতিক গতিশীলতার মধ্যে ইউরোপীয় একীভবন প্রকল্পের ভিত্তি রয়েছে; যেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের ছাই থেকে উঠে আসা ফিনিক্সের মতো ইইউ মহাদেশে ৭০ বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এটি অবশ্যই একটি আংশিক ইতিহাস। এটি বলকান অঞ্চলে সংঘাত মোকাবেলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যর্থতার পাশাপাশি জোটের দুর্বল অর্থনীতিতে একক বাজারের প্রভাবকে উপেক্ষা করে। এছাড়াও, একটি প্রতিচ্ছেদ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করে যে, এই ধরনের সুযোগগুলো সবার জন্য সমানভাবে অধিগম্য নয় বরং ক্রমাগত সংকট সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতা সম্পর্কে মূল উদ্বেগকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

সংকট ধারাবাহিকতায় কোভিড-১৯ অতি সাম্প্রতিক। পূর্ববর্তী সংকটগুলোর তুলনায় সম্ভবত আরও স্পষ্টভাবে, বৈশ্বিক মহামারীটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শ্রমের লিঙ্গগত এবং জাতিগত বিভাজনকে সবার দৃষ্টিগোচর করেছে। কোভিড-পরবর্তী মুক্তি লাভের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু বোঝা আমাদেরকে মূল অগ্রাধিকার প্রদান করে অর্থনীতি এবং লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে দেয়। আমাদের প্রশ্ন হলো যে, ওয়ালবি দ্বারা বর্ণিত লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ভারসাম্য একটি কম গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে যায়, নাকি এটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের কল্পনা করার জন্য একটি স্থান উন্মুক্ত করে। ২০২০-পরবর্তী উপনিবেশকে এই ভাবে বহুমুখী সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে, ২০০৮ সালের ইউরো সংকট দ্বারা সংজ্ঞায়িত (এবং অনাড়ম্বর রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত), ভূ-মধ্যসাগরে চলমান মানবিক সংকট এবং অতি বিপজ্জনক অভিবাসন রুট এবং অবশেষে ব্রেক্সিট এবং মহাদেশ জুড়ে ইউরোপ-বিরোধী জনতাবাদী আন্দোলনের উত্থান।

> কোভিড-১৯-এর অধীনে লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা

কোভিড-১৯ সংকটের প্রথম পর্যায়ে প্যান-ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর সহনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, চিকিৎসক এবং নার্সদেরকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কঠোর পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য বীর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল; যেটিকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফ্রন্টলাইন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়ে ওঠে। যেহেতু অনেক পরিবারকে তাদের কাজ এবং জীবনকে বাড়ি থেকে পরিচালনা করতে হয়েছে। তাই স্কুলের পড়াশুনা এবং যত্ন নেওয়ার ভার মূলত নারী বা মায়েদের ওপর পড়ে। প্রকৃত পক্ষে, মহিলারা বেশিরভাগ সময়েই অবৈতনিক অদৃশ্য তবুও প্রয়োজনীয় যত্ন প্রদানে অবদান রাখে–যা সমগ্র অর্থনীতিকে সমর্থন করে। প্যান-ইউরোপীয় প্রবণতা এইভাবে একটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যা চিরাচরিত শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজনকে পুনরায় নিশ্চিত করে।
কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই ভাবে একটি নব্য-উদারতাবাদী লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থায় অনুবিদ্ধ সমতা মডেলের অন্যতম মৌলিক ব্যর্থতাকে লক্ষণীয় করেছে। শ্রম বাজারে প্রবেশের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং স্কুল-বয়সী শিশুদের সাথে মহিলাদের সক্রিয়করণ, পরিবারগুলোতে তত্ত্বাবধান কাজের সুগভীর লৈঙ্গিক বিভাজনকে খুব কম চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে। এই সংকট পূর্বের তুলনায় আরও বেশি, অর্থনীতিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির কার্যকারিতার জন্য সামাজিক প্রতিলিপির গুরুত্ব তুলে ধরেছে। পরিচ্ছন্ন কর্মী, নার্স, তত্ত্বাবধায়ক এবং ডাক্তার হিসাবে 'ভাইরাসের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট লাইনে লড়াই করা' মূল কর্মীদের মধ্যে অনেকেই মহিলা। বিভিন্ন উপায়ে কোভিড-১৯-এর নীতিগত প্রতিক্রিয়া পুরুষ জীবিকা মডেলের সঙ্গে যুক্ত মানগুলোর দীর্ঘায়ুকে লক্ষণীয় করেছে কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো যে, বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন ইউরোপীয় সমাজকে টিকিয়ে রাখার কাজটি ছিল মহিলাদের দ্বারা কৃত এক প্রকার মূল্যহীন, অসম্মানজনক কাজ–যা ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার প্রসারে ও অর্থনীতির দাপ্তরিক হিসাব নিকাশে খুব সহজে উপেক্ষা করা হয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। ২০১৯ সালে ইইউ ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নির্দেশিকা, বিশ্বব্যাপী মহামারী চলাকালীন যত্নকারীদের ওপর দ্বিগুণ চাপের নেতিবাচক প্রভাব খুব কম প্রশমিত করতে পেরেছে বলে মনে করা হয়। যাই হোক, এটি 'ইইউ কেয়ার পলিসি' উত্থানের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম–যা ইইউ-এ কোভিড পরবর্তী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ইইউ-এর লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থার ওপর বহুমুখী সংকটের (পলিক্রাইসিসের) প্রভাব কী হবে? ইইউ যে ধরনের সংস্থা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে চিন্তা করার একটি সুযোগ হলো ইউরোপীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কমিশন। 'শুধু উত্তরণ' এবং পুনরুদ্ধারকে সমর্থন করার জন্য একটি সমান উচ্চাভিলাষী বাজেটের সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। যে প্রশ্নটি উত্তরহীন রয়ে গেছে তাই উরোপীয় ইউনিয়নের লৈঙ্গিক শাসনব্যবস্থা এবং এর উপাদানভূত এলাকায় এই বিনিয়োগের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
রবার্টা গুয়েরিনা <roberta.guerrina@bristol.ac.uk>

> আগুন নিয়ে খেলাঃ পৌরুষের সমাজবিজ্ঞান

রেউইন কনেল, ইউনিভার্সিটি অব সিডনী, অধ্যাপক ইমেরিটা, অস্ট্রেলিয়া। আইএসএ–এরনারী ও সমাজসংক্রান্ত গবেষণা পর্ষদ(আরসি৩২) এবং ধারণাগত ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণসংক্রান্ত গবেষণা পর্ষদের (আরসি৩৫) সদস্য।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিলগামেশের আধুনিক মূর্তি। গিলগামেশকে এখানে অক্ষত অবস্'ায় চিত্রিত করা হয়েছে তার হাতে থাকা সিংহের সাথে লড়াই করার পরে। কৃতজ্ঞতাঃ জিউইল৫০৮৩/ ক্রিয়েটিভ কমন্স।

'পৌরুষ' বিষয়ক প্রসঙ্গগুলো যেমন পুরুষের সামাজিক অবস্থান দখলে নেবার বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া-পদ্ধতি কোনোভাবেই নতুন বিষয় নয়। চার হাজার বছর আগের সুমেরিয়-আক্কাদিয় গিলগামেশ মহাকাব্যটি বিপরীতধর্মী দুই ধরনের পৌরুষের গল্প শুনিয়েছিল। একদিকে গিলগামেশের রাজসিক আভিজাত্যপূর্ণ পৌরুষ। অন্যদিকে এনকিদুর বুনো পৌরুষ। ধ্রুপদী হেলেনিক সাহিত্যের মহাকাব্য 'ইলিয়াড'এ-ও দেখা মেলে পেত্রক্লুস-এর মতো আবেগি ও অপরিণতবুদ্ধি সহযোদ্ধার পৌরুষ-রূপ। আবার পাশাপাশি দেখা মেলে একিলিস-এর মতো নির্মম ও লক্ষ্যভেদী ঘাতকের পৌরুষ-রূপ। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই পৌরুষ-সম্পর্কসূত্রই হোমারের গল্পকে আঁটোসাঁটো রূপদান করেছে।

আধুনিক পৌরুষ-সমাজবিদ্যা মহাকাব্যিক কিংবদন্তি চরিত্রনির্ভর নয়। অবশ্য এইসব কল্পগল্প-চরিত্রের গুঢ়তম সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মাঝেই খোঁজ মেলে পৌরুষিক শক্তিমদমত্ততা, সহিংসতা এবং সহযোদ্ধা-যোগ্যতার। দক্ষিণ আফ্রিকার মনোবিজ্ঞানী কোপানো রাতিলে এ কারণেই আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, সনাতন পৌরুষ ধারণার অতিসরলীকরণ একটি সহজসাধ্য কাজ। বাস্তবে পৌরুষ-ঐতিহ্য বহুবর্ণিল, জটিল এবং প্রশ্নবিদ্ধ।

> লৈঙ্গিক ধারণা হতে কাঠামোগত তত্ত্বের উদ্ভবধারা

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দিগ্বিজয় হতে শুরু করে গণবেকারত্ব এবং নারী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জসমূহের মতো সামাজিক সংকটগুলোর আলোকে 'পৌরুষ' কতটা অর্থপূর্ণ তা নিয়েও সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে। এটি বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, ফ্রয়েড, জাং, সর্বোপরি অ্যাডলারের 'পৌরুষ' অনুধাবনের পথিকৃৎ মনোবিশ্লেষণগুলো ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে 'নব্য নারী'র ধারণা এবং নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের ভাবধারার মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। এই সমাজটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে লৈঙ্গিক সমাজবিদ্যার তাত্ত্বিক কাঠামোটি নির্মাণ করে দেয়। জার্মান নারীবাদী শিক্ষাবিদ ম্যাতিলদ্য ভ্যাতেরিং-এঁর হাতে এই তাত্ত্বিক ধারাটি প্রতিষ্ঠা পায়।

৭০এর দশকের বিশ্বজোড়া নারীবাদী আন্দোলনগুলোই 'পৌরুষ' বিষয়ক আধুনিক গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে সময় 'নারী-পুরুষের লিংগনির্ভর কর্মবিভাজন'ই ছিল জেন্ডার সমাজবিদ্যা বোঝার ও পঠন-পাঠন সম্পর্কিত সামাজিক-বৈজ্ঞানিক আলোচনা-কাঠামোর মূল চালিকাশক্তি। গণযোগাযোগ মাধ্যমে, সমাজ-মনোবিদ্যায়, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রায়োগিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল সুপরিচিত জেন্ডার ধারণা। 'পৌরুষ' ধারণাটির নতুন ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠালাভ করা শুরু করে নারী-পুরুষের ভূমিকার লিঙ্গনির্ভর ভিন্নতা শেখা বা নর্মস বা নিয়ম-নৈতিকতা রূপে আত্মস্থ করার কারণে। যেমন ধূমপান, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস ও সড়ক দূর্ঘটনায় যুবা বয়সী পুরুষদের অধিক মৃত্যুবরণকে পুরুষালি ভূমিকা-নৈতিকতা চর্চার পরিণতি বিবেচনা করা যায়।

নারী-পুরুষের 'লিঙ্গনির্ভর ভূমিকা' ধারণাটি জেন্ডার বিষয়ক সামাজিক আলোচনায় সর্বপ্রথম একটি দরকারি আপাতসত্যের রূপ নেয়। কারণ, এটি বিকল্প প্রস্তাবনার আলোকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় যে, 'পৌরুষ' (ম্যাস্কুলিনিটি) ও

>>

'নারীত্ব' (ফেমিনিনিটি) জিনগত পার্থক্য বা স্রষ্টা নির্ধারিত অমোঘ নিয়ম নয়। ধারণাটি গণমাধ্যম ও পরিবারের মতো সংস্থাগুলোর নজর কাড়তেও সক্ষম হয়। এই এজেন্সিগুলোই মূলত; লৈঙ্গিক ভূমিকার সংজ্ঞায়ন করে এবং নিয়ম-কানুনের প্রতিষ্ঠাদান করে। ধারণাটি হতে এই স্বীকৃতি মেলে যে, সামাজিক নিয়ম-নৈতিকতা ও ভাবধারায় পরিবর্তন এলে লৈঙ্গিক ভূমিকাও পরিবর্তিত হতে পারে। ১৯৭০-এর দিকে অনেকগুলো নারীবাদী গোষ্ঠী নারীর ভূমিকা পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্রতী হোন। সক্রিয় নারী আন্দোলনকর্মীদের অনেক নারীমুক্তির মতো 'পুরুষের মুক্তি' ভাবনা হতে পুরুষের চিরায়ত ভূমিকায়ও পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হন। এই কর্মসূচি ১৯৮১-৮২ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের একটি প্রগতিশীল জাতীয় সংস্থা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়।

কিন্তু অচিরেই লৈঙ্গিক ভূমিকা' ধারণাটির দূর্বলতাগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। সাধারণ্যে এরকম ভাবনাই প্রচলিত ছিল যে সমাজে নারীর ভূমিকা একরকম, পুরুষের ভূমিকা অন্যরকম। কিন্তু মাঠপর্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত-ালব্ধ গবেষণাগুলো বারেবারেই স্পষ্ট জানান দিচ্ছিল যে, জেন্ডারের অনেক গড়ন ও ধরন থাকে। লৈঙ্গিক ভূমিকা তত্ত্বটি সম্পদ, আয় ও সম্পত্তির মালিকানায় বহুধাবিচিত্র যে, সব লৈঙ্গিক পার্থক্যগুলো রয়েছে, সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তত্ত্বটি বড়জোর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাঝে সমন্বয় এনে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সক্ষম। শেষ বিচারে লৈঙ্গিক ভূমিকা তত্ত্বটির দ্বারা ক্ষমতা ও সহিংসতার মতো বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয়।

১৯৮০র দশকের মাঝেই বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা লৈঙ্গিক ভূমিকা তত্ত্বের নিয়ম-নীতিমালার গণ্ডি ছাড়িয়ে 'জেন্ডার'কে একটি বৃহৎ-মাত্রার সাম-াজিক কাঠামসঞ্জাত বিষয় বিবেচনা করতে শুরু করেন। আলোচনায় যুক্ত হয় অর্থনীতির বিভিন্নতা এবং দেশ, পরিবার ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের বিন্যাস। একই সময়ে 'পৌরুষ'-এর আরো জটিলতর দৃশ্য নির্মাণ শুরু হয়। সমকামের স্বাধীনতা, গণ-অধিকার আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলনও নতুন অর্থ পায়। সমাজবজ্ঞানীরাও মনোসমীক্ষণ, জাতিবিদ্যা এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতেই ধারণাগুলো উত্থাপন করেন।

১৯৮৫ সালে সিগ্রিদ মেজ-গোকেল এবং উরসুলা মিলার ছাপলেন দ্যা ম্যান (দের মাআআন)। বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করলেন জার্মান পুরুষদের জী-বনধারা এবং মনোভঙ্গিকে। একই বছরে, একটি অস্ট্রেলিয় দল 'একটি নতুন পৌরুষ-সমাজবিদ্যার সন্ধানে' শিরোনামে একটি ইশ্‌তেহার ছাপল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে সক্রিয় আন্দোলনেরত কর্মযোগীদের একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনটিতে 'পুরুষবিদ্যা' নামে তিনটি আসরও বসে। তারও আগে ১৯৮৩ সালে ভারতে আশীষ নন্দী 'দ্যা ইন্টিমেইট এনি-মি' শিরোনামে যে বইটি ছাপেন তাতে উপনিবেশাধীনকালে পৌরুষ নির্মাণের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বয়ান হাজির করেন।

> বৈশ্বিক পাটাতন

এক দশকের মধ্যেই 'নারীপাঠ' এর সমান্তরালে 'পুরুষবিদ্যা' গবেষণার একটি ক্ষেত্র হিসেবে নানা প্রকরণে বিকশিত হয়ে ওঠে। জার্মান ভাষায় যা 'পুরুষ গবেষণা' বা 'ম্যানেফরশুং' সেটিই 'পৌরুষবিদ্যা', 'পুরষ ও পৌরুষ বিষয়ক বিশ্লেষণী পাঠ' বা অন্যান্য সমার্থক পদাবলিতে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই চর্চার প্রাথমিক কেন্দ্রস্থল ছিল জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত এবং ধনী দেশ ও অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবশ্য 'পুরুষবিদ্যা' নামে আলাদা বিভাগ খোলেনি। বরং পৌরুষ-পাঠকে সাধারণভাবে জেন্ডার স্টাডিজ-এর ব্যাপকতর আলোচ্য বিষয়ের একটি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য এবং অন্যান্য মানববিদ্যা-সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পাঠ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়।

১৯৯০-এর দশক ও তৎপরবর্তীতে এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা জার্নাল প্রকাশের কাল। বর্তমানে 'পৌরুষ' বিষয়টিকে উপজীব্য করে পাঁচটি দেশ হতে আটটি গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়াও বহু দেশেই এই বিষয়ে বিশেষায়িত গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও হাতেগোনা কয়েকটিই মাত্র টিকে আছে। অবশ্য ১৯৯০ সালের পর হতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষকদের অংশগ্রহণ নিয়মিতই রয়েছে বলা চলে। এই বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ তথ্যপঞ্জিও রয়েছে। ১৯৯২ সাল হতে এখনো পর্যন্ত তথ্যপঞ্জিটির হালনাগাদকরণ অব্যাহত রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ফ্লাড-এঁর নেতৃত্বে সমন্বয় সাধন করা এই তথ্যপঞ্জির সাইট www.xyonline.net -এ সকলের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আছে।

'পৌরুষ' আলোচনা শুরু হতেই আন্তর্জাতিক ভাবনার রূপ পরিগ্রহ করে। দ্রুতই সেটি একটি বৈশ্বিক পাঠ ও গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। গত শতকটি পেরোনোর পর স্বতন্ত্র প্রবন্ধমালা ছাড়াও 'পৌরুষ' বিষয়ক গবেষণাসমূহের সংগ্রহ-সংকলন ভারত, চিলি, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, যুরাজ্য, জার্মানি ও নর্ডিক দেশগুলোতে পাঠক-পরিসরে সুলভ হতে থাকে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সৌজন্যেও গবেষণা এগোতে থাকে। জাতি সংঘের বিভিন্ন সংস্থা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুরুষদের সহযোগে লৈঙ্গিক সহিংসতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অর্থায়ন শুরু করে। ক্রমেই আরও বেশি বহুদেশিয় গবেষণা সংগ্রহ আকারে বাড়তে থাকে। ক্রমশ গবেষণায় পৌরুষ ও ক্রীড়া, পৌরুষ ও দূর্যোগ, এবং আদিবাস ও পৌরুষ ভাবনা ধরনের বিষয়সমূহও উপস্থাপিত হতে থাকে।

এ রকম বিশ্বজনীন প্রচেষ্টার মাঝে সর্বাপেক্ষা টেকসই হয়ে ওঠে চিলির হোসে ওলাভারিয়া, তেরেসা ভ্যালদ্যে ও তাঁদের সহ-গবেষকদের ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে উপস্থিতি, বই প্রকাশ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে নিবিষ্ট থাকার চেষ্টাটি। প্রায় কুড়িটি বছর তাঁরা ফলপ্রসূ গবেষণায় নিয়োজিত রইলেন। সম্প্রতি এই সফলতার বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হয় ল্যাটিন আমেরিকায় পৌরুষ : দুই দশকের জেন্ডার সমতা বিষয়ক পাঠালোচনা ও নীতিমালা) শীর্ষক গবেষণা সংকলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ভল্যুম প্রকাশের মাধ্যমে।

জ্ঞানের এই শাখাটির প্রায়োগিক গুরুত্ব সবসময়ই রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের নারী স্বাধীনতাবাদী আন্দোলনগুলোর মর্মার্থই ছিল প্রতিষ্ঠিত পৌরুষ ধারণানির্ভর পুরুষদের দ্বারা নারীকে অবদমিতকরণ চেষ্টার বিরোধিতা করা। পৌরুষ গবেষণার নানারকম কর্মসূচি এবং মাঠের সক্রিয় আন্দোলনের যৌথ প্রয়াস এ ক্ষেত্রে জেন্ডার-নির্ভর সহিংসতা কমাতে ফলপ্রসূও হতে চলেছে। এই অর্জন আগের মতো এখনো অনেকটাই দুঃসাধ্য। তবে, পৌরুষ গবেষণা বালকদের জন্য জেন্ডার-শিক্ষা, পরামর্শ এবং মনোচিকিৎসা, পুরুষদের স্বাস্থ্য (বিশেষত; খাদ্যাভ্যাস, দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, ধূমপান ও অ্যালকোহল গ্রহণে রাশ টানা, কর্মক্ষেত্রের চাপ, এবং যৌনতাবাহিত রোগ প্রতিরোধ) ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুতই পেশাদার প্রায়োগিক ক্ষেত্রও হয়ে উঠছে।

> পৌরুষ বিষয়ক ধারণায় পরিবর্তন

জ্ঞান নির্মাণ ও পরিশুদ্ধকরণের প্রয়োজনে কোনো গবেষণাই একটি একক ধারণায় থিতু থাকতে পারে না। গত চার দশকে পৌরুষ গবেষণাও তর্ক-বিতর্ক, বাঁকবদল ও সময়ে সময়ে ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে।

'আধিপত্যমূলক পৌরুষ' নামক সমাজবৈজ্ঞানিক প্রত্যয়টি বিতর্কগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৮০র দশকে কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ধারণাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। নারী-পুরুষের মধ্যকার সার্বিক অসমতার আলোচনাও ধারণাটির আলাপে সংযুক্ত হয়। সেই সময় হতেই আধিপত্যশালী পৌরুষ ধারণাটি সামাজিক কাঠামোর পশ্চাৎপট আলোচনা ব্যতিরেকেই বিশ্লেষিত হতে থাকে। এ রকম সরলীকরণের পরও পৌরুষ গবেষণা জেন্ডার সম্পর্কের ক্ষমতা ও অসাম্যের দিকগুলো সম্পর্কে সর্বৈব সচেতন থেকেছে। তাই পৌরুষতাড়িত অভিজাতদের ওপর গবেষণা অথবা বিদ্যায়তনিক ও কর্মপরিসরের গবেষণা ইত্যাদি প্রায় সকল কিছুই পৌরুষ গবেষণায় যথাযথ গুরুত্বটিই পেয়ে চলছে।

>>

অবশ্য কাঠামোগত নির্ধারণী বিষয়েগুলোতে বাড়তি গুরুত্বারোপ করায়ও সমস্যার কিছু নেই। [সামাজিক কাঠমো] আলোচনাটি এড়িয়ে চলার সমস্যা উত্থাপিত হওয়ায় 'পৌরুষ' চর্চা এবং সংজ্ঞায়নে বরং আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। উত্তর-কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলো, যেগুলো সাধারণত 'জেন্ডার' ধারণাটিকে বিতর্কিত প্রত্যয় বিবেচনা করে, তাঁরাও এই গবেষণা-প্রবণতাকে সমর্থন দেয়। বিশেষভাবে, কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে ওঠা পরামর্শগুলো এই যে, আধিপত্যবাদী ধারার পৌরুষ অবদমিত ধরনের পৌরুষকে গ্রহণ করে নিলে আধিপত্যবাদেও পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই ধারণা হতে 'সংকর পৌরুষ' ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। জেন্ডার সম্পর্কের ধারাক্রমে বদল বুঝতে 'সংকর পৌরুষ' ধারণাটি বেশ সহায়ক।

পরিবর্তনের প্রশ্নগুলো সামনে আসায় কয়েকটি কৌশলগত বিষয়বস্তুরও উত্থান ঘটে। কথা ওঠে কিভাবে আরো বেশি 'সমতাবাদী ধরনের পৌরুষ' ধারণার তত্ত্বায়ন করা হবে, যে ধরনের 'সমতাধর্মী পৌরুষ'কে আগেভাগেই এমন উপায়ে ছকবদ্ধ করা যাবে, যাতে একটি জেন্ডার-সমতাভিত্তিক সমাজ পাওয়া সম্ভব? এ উদ্দেশ্যে পৌরুষ-গবেষণার শুরুর দিক হতেই বিচ্ছিন্ন কিছু গবেষণা হয়েছিল। গবেষকরা পৌরুষকে পরিবেশবাদী আন্দোলন হতে শুরু করে সুন্দর পরিবারের দায়িত্বশীল স্বামীরূপে পাবার বিষয়কেও তাঁদের গবেষণা-কল্পনার বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা আরো ভেবেছেন পুরুষদের কিভাবে অংশগ্রহণমুখী পিতৃত্বপন্থী করা যায়, সৈনিকদের কিভাবে আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মীতে পরিণত করা যায়। কয়েকটি দেশে পুরুষদের মনোভাব বিষয়ে জরীপের ফলাফলে জানা গেল যে, পুরুষেরা নারী ও পুরুষের বৈষম্য রোধে এবং সমতা অর্জনে আগের চাইতে অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একইভাবে যুব প্রজন্ম সমকামী পুরুষদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণে প্রস্তুত। আমরা এসব বাস্তবতাকে পৌরুষ এর নতুন একটি প্রকরণ হিসেবে মেনে নেব কি নেব না বিষয়টি এখনো বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি গবেষণাই সহিংসতা ও নিপীড়নের পাশাপাশি ইতিবাচক পরিবর্তনের তথ্যও জানাচ্ছে।

> বৈশ্বিক চিত্রের জটিলীকরণ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বহু শাখার মতো পৌরুষ পাঠও 'ইন্টারসেকশনালিটি' (আন্তঃসংশ্লেষণ) তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। পৌরুষ গবেষণায় বহুদিন আগে হতেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, বিশেষত; সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কিত বিভিন্নতা বিষয়টি। পল উইলিস-এর বৃটিশ কর্মজীবী শ্রেণির যুবাদের নিয়ে লিখিত লার্নিং ইন লেবার (১৯৭৭) এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। জাতিবাদ, বর্ণবাদ এবং স্বজাত্যবাদ বিষয়সমূহের ওপরও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যথেষ্ঠ আলোকপাত চলছে।

আন্তঃসংশ্লেষণ (ইন্টারসেকশনালিটি) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শ্রেণিগত উঁচুতা-নিচুতার পারস্পরিক আন্তঃসংযোগের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে বটে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সেটিকে বিভিন্নতার একটি জ্যামিতিক অঙ্কিত রূপক চিত্র মনে হয়। তবে, কলম্বিয়ায় পৌরুষ বিষয়ে মারা ভিভেরো ভিগোয়া্র ২০১৮ সালের সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে, আন্তঃসংশ্লেষকে ঐতিহাসিকভাবে ক্রিয়াশীল প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনায় নিলে ক্ষমতা, নিবর্তন ও সামাজিক সংগ্রামের বাস্তবতাগুলো আমাদের সামনে জ্বলজ্বলে হয়ে ধরা দেয়।

এই জ্ঞানকাণ্ডের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ বিষয় এই যে, পুরুষ এবং পৌরুষ সম্পর্কিত সামাজিক গবেষণা উত্তর-উপনিবেশিক, বি-উপনিবেশিক, আদিবাসিক এবং বিশ্বায়িত দক্ষিণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকেও আত্মস্থ করে নিচ্ছে। বাস্তবে ভারতে আশিস নন্দীর উপনিবেশায়িত পৌরুষ বিষয়ে এক দশকের কাজ, এবং আওতেয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডের জক ফিলিপসের কাজ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। ইতিহাসের এই ধারাটি এখন অনেক বেশি ঋদ্ধ। উত্তর-উপনিবেশ ও আধা-প্রান্তিক দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৌরুষ ধারণাটির তত্ত্বীয় পাটাতন নির্মাণের বেলায়ও বর্তমান সময়ে জরীপ, জাতিতত্ত্ব, এবং প্রাতিষ্ঠানিক পাঠচর্চা সমৃদ্ধ হতে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। নানা স্থানে বিশেষত; ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং উত্তর-উপনিবেশিক নির্ভরতা কিভাবে 'পৌরুষ' নির্মাণ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনাগুলো আমাদের জানার পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত করছে।

> জ্ঞানের রাজনীতি

আমি এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'আগুন নিয়ে খেলা'। কারণ, পৌরুষ গবেষণা ক্ষমতাধরদের স্বার্থে ব্যঘাত ঘটাতে পারে। প্রচলিত ধ্যানধারণা যা সামাজিক ভেদবুদ্ধি টিকিয়ে রাখে, সামাজিক গবেষণা ও তত্ত্বসমূহকে সাধারণভাবে সেগুলোর বিরোধী ও বিপজ্জনক মনে করা হয়। এটি ফেলনা বিষয় নয়। আমরা যখন সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাধর লোকগুলোর দিকে তাকাই, দেখতে পাই বিলিয়নেয়ার দল, আন্তর্জাতিক কর্পোরেট ব্যবস্থাপক মণ্ডল, মিলিটারি জেনারেলগণ, ক্ষমতাসীন অভিজন, এবং ধর্মকর্তাগণ বরাবরই শক্তিশালী পৌরুষবাদীদের দলভূক্ত। তাদের পক্ষ হতে অতীতে প্রত্যাঘাত এসেছে, ভবিষ্যতেও আসতে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই।

পৌরুষ বিষয়ে সর্বাধিক বিক্রিত বইগুলো কিন্তু গবেষণাধর্মী নয়। বরং সেগুলো জনপ্রিয় ঘরাণার মনস্তত্বনির্ভর 'আসল পৌরুষ' দাবীদার কষ্টকল্পনা মাত্র। সেই ১৯৮০ সালের দিকে আমি প্রথমবারের মতো পৌরুষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা-অর্থবরাদ্দ পাই, সেটি পার্লামেন্টে রক্ষণশীল রাজনীতিকদের আক্রমণের মুখে পড়ে। হাঙ্গেরির কর্তৃত্ববাদী সরকার সম্প্রতি হাঙ্গেরির বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার পাঠচর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যান্য নানা দেশের সরকারও মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি অতি-রক্ষণশীল ক্যাথলিক চার্চ 'জেন্ডার তত্ত্ব'কে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে আক্রমণ হেনেছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও উগ্র-ডানপন্থার রাজনীতি ও আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছে।

সুতরাং পৌরুষ-গবেষণা গবেষকদের জন্য একটি 'শান্তিপূর্ণ' ক্ষেত্র নয়। তবুও, পৌরুষ বিষয়ক গভীর অনুধাবনে অনেক কিছু আসে যায়। অনুধাবনের প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞানে এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামে। এটি জেন্ডার এবং যৌনতা অনুধ্যানের এটি অত্যাবশ্যক অংশ। এই গবেষণাগুলোর ব্যাপ্তি পরিবার-পাঠ হতে শুরু করে শিল্প সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত। পৌরুষ বিষয়ক জ্ঞানার্জন সামাজিক চাপ, সামাজিক পরিবর্তন, এবং পরিবর্তনের প্রতিকূলে দাঁড়ানোর কার্যকারণ বুঝতেও সহায়ক। জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি সমাজবিজ্ঞানীদের সামাজিক আন্দোলন এবং পেশাগত প্রয়োগ উভয় দিকের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত এই যে, পৌরুষ পাঠ আমাদেরকে 'ক্ষমতা'র নানা মাত্রা, এবং ক্ষমতা কিভাবে আমাদের জীবনধারায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে সেটি বুঝতে শেখায়। পৌরুষ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে-এই সম্বোধই আসলে গুরুত্বপূর্ণ। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
রেউইন কনেল <raewyn.connell@sydney.edu.au>

> মোনা আবাজার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৫৯-২০২১)

মিশেল বুরাওয়ে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র।

মোনা আবাজা, কায়রোর আমেরিকান

মোনা আবাজা তার বই দ্য কটন পান্টেশন রিমেম্বারড থেকে তার ছবির প্রদর্শনীতে।

২০২১ সালের ৫ জুলাই বিশ্ব তার এক মহান সমাজবিজ্ঞানীকে হারাল। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার পর, মোনা আবাজা অবশেষে মারা যান। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতি এবং মহামারীর প্রবাহকে অনুসরণ করেছিলেন; তিনি তাঁর বন্ধুদের জীবনকেও অনুসরণ করেছিলেন। অবিরাম ব্যথায় ভুগেছেন, বেশ কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছেন, তবুও তিনি বার্লিনের বিছানা থেকে কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে তাঁর শিক্ষার্থীদের অবিরাম পড়িয়েছেন। তাঁর প্রাণবন্ত কর্মজীবনে, তাঁর লেখা মিশরের গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের, ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক, শহুরে ভোক্তা সংস্কৃতি, মিশরীয় পেইন্টিং এবং আরব বসন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তাঁর সমাজবিজ্ঞান ছিল একটি শিল্পরূপ –যা তাঁর শেষ দু'টি বইতে পরিপূর্ণতা নিয়ে এসেছিল। 'কটন প্ল্যান্টেশন রিমেমবার্ড' (২০১৩) বইটি তাঁর পরিবারের সম্পত্তির একটি ইতিহাস–যা তাঁর হিসাবরক্ষক, ক্লার্ক, শ্রমিক, কৃষকের চোখ এবং কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সুন্দরভাবে চিত্রিত এবং ভালোবাসার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে –যা কয়েক দশক ধরে তাঁর কথোপকথন এবং সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর শেষ বই 'কায়রো কোলাজেস' (২০২০) হচ্ছে ২০১১ সালের জানুয়ারি বিপ্লবের পরের দশকে একটি অসম্ভব শহরে জীবনের একটি গীতিময় উপস্থাপনা। কায়রোর কেন্দ্রস্থলে তাঁর বিল্ডিংয়ের ভিতরে এবং বাইরে উদ্ঘাটিত নাটকগুলো স্পষ্টভাবে ধারণ করে নৃতাত্ত্বিক প্রতিভার এই কাজটি লিফটের চারপাশে তার নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গন ও পুনরুদ্ধারের সমানভাবে অবিরাম প্রচেষ্টার সাথে আবর্তিত হয়যা সামগ্রিকভাবে শহরের জন্য একটি রূপক–ইউটোপিয়া এবং ডিস্টোপিয়ার একটি জাদুকরী মিশ্রণ।

ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান এবং আরবি ভাষায় সাবলীলতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন মহান সংযোগকারী, উপচেপড়া ঝরঝরে শ্রেণিবিন্যাস-উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, স্থানীয়-কসমোপলিটান-সর্বদা উদার এবং অন্যের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি 'গ্লোবাল ডায়ালগ-এর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন যা আরব বসন্তের উত্থান ও পতনের তাঁর বিবরণ প্রকাশ করেছিল। তাঁর অবিস্মরণীয় ফটোগুলো দিয়ে চিত্রিত হয়েছিল 'তাহরির স্কোয়ারে বিপ্লবী মুহূর্তগুলো' দিয়ে শুরু করে 'প্রাচীরের যুদ্ধ' ও 'মিশরের প্রতি-বিপ্লবের সহিংসতা' এবং 'বিপ্লব-পরবর্তী মিশরের ভাগ্য' –এর ওপর একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে শেষ হয়। নিম্নে আমরা বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে কয়েকটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি : ■

ভিনিতা সিনহা, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর।

মোনা আবাজার চলে যাওয়া এমন একটি ক্ষতি যা আমার পক্ষে ভাষায়প্রকাশ করা অসম্ভব। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় গবেষণার সময় তিনি সিঙ্গাপুরে সময় কাটানোর পর থেকেই আমি তাঁকে চিনতাম। একজন ব্যতিক্রমী সমাজবিজ্ঞানী, সক্রিয়কর্মী, নারীবাদী পণ্ডিত, একজন পরামর্শদাতা–যিনি সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীদের একইভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।যার মৃত্যু একটি অপরিমেয় শূন্যতা রেখে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তীক্ষ্ণ ও আবেগপূর্ণ পাণ্ডিত্য অগ্রগামীর কাজ ছিল। একজন সম্মানিত বৈশ্বিক পণ্ডিত হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক অবস্থান এমন একটি সময়ে অর্জন করা হয়েছিল যখন বিশ্বজুরে একাডেমিয়া লিঙ্গ, জাতিগত এবং ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর ইতিহাস মোকাবেলার জন্য সংগ্রাম করেছিল। মোনা অপ্রতিরোধ্য ছিল, অন্তহীন শক্তি এবং আত্মার উদারতা প্রকাশ করেছিল । এমনকি, যখন সে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিল। মোনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি যে প্রশংসাটি করতাম তা হলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি–যা বৈষম্যের ইতিহাসের প্রতি এবং কুসংস্কারের অবশিষ্টাংশের প্রতি সংবেদনশীল

>>

ছিল। তিনি যে নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে কথা বলার ও কাজ করার জন্য তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এবং সাহস ছিল। আমি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আইএসএ-এর সভায় মোনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, যেখানে আমি তাঁকে একটি সাধারণ মানবতা প্রসারিত করতেদেখেছি–যা তাঁর যত্ন এবং উদ্বেগ সম্পর্কে ভলিউম বলেছিল। বিশেষ করে, গ্লোবাল সাউথের তরুণ এবং মহিলা পণ্ডিতদের জন্য। তিনি একজন নারীবাদী পণ্ডিত হিসাবে একজন অনুপ্রেরণামূলক রোল মডেল এবং পরামর্শদাতা ছিলেন –যা যৌনতা, লিঙ্গ এবং ক্ষমতার গতিশীলতা পুনরায় কনফিগার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং যা আমাদের সামাজিক জগৎকে গভীরভাবে চিহ্নিত করে চলেছে। সর্বোপরি, আমি মোনার ঝলমলে চোখ, তাঁর সংক্রামক হাসি এবং একজন বন্ধুর সাথে এককাপ কফি চুরি করার জন্য সর্বদা একটি নিস্তেজ কনফারেন্স সেশন থেকে পালানোর ইচ্ছাকে মিস করবো। শান্তিতে বিশ্রাম নিন মোনা; আপনাকে গভীরভাবে মিস করছেন। ■

ব্রায়ান টার্নার, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া ।

মোনা একজন ঝকঝকে ক্যারিশম্যাটিক বুদ্ধিজীবী ছিলেন যার স্বার্থের পরিসীমা সহজ বর্ণনাকে অস্বীকার করে। তাঁর অকাল মৃত্যু বন্ধু, শিক্ষার্থী, কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃহত্তর একাডেমিক বিশ্বের জন্য একটি বেদনাদায়ক আঘাত। আমি ভাগ্যবান যে, আমার নিজের জীবন প্রায়শই মোনার গতিপথের সঙ্গে ছেদ করে। অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাডিলেড, জার্মানিতে বিলেফেল্ড, নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ, কায়রো এবং সিঙ্গাপুরে। তিনি প্রায়শই থিওরি, কালচার এন্ড সোসাইটিতে তাঁর কাজ প্রকাশ করতেন।সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ জার্নাল তাঁর গবেষণায় ২০১৩ সালে তুলা চাষের ইতিহাসের মতো বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯০ সালে বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি এবং বেশ কয়েকটি ভাষার কমান্ডের সঙ্গে মোনা একজন সত্যিকারের বিশ্বজনীন ছিলেন যার কাজ এবং জীবন পূর্ব ও পশ্চিমে যোগ দেয়। ইসলামের অনেক পণ্ডিত প্রায়শই মধ্য-প্রাচ্যের দিকে একচেটিয়াভাবে মনোনিবেশ করেন, যেখানে শুরু থেকেই তাঁর নিজের কাজ মিশর, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে আন্তঃসংযোগকে একত্রিত করে এবং সম্বোধন করে ২০০২ সালে তাঁর প্রথম প্রধান প্রকাশনা *মালয়েশিয়া ও মিশরে ইসলাম ও জ্ঞানের বিতর্ক* 'জ্ঞানের ইসলামীকরণ' পরীক্ষায় এই ক্ষেত্রের চেয়ে আলোকবর্ষ এগিয়ে ছিল। বিষয়টির গুরুত্ব অবশ্য প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। ■

সুয়াদ জোসেফ, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।

আমি মোনা আবাজার সঙ্গে দেখা করেছিলাম বিশ বছর আগে, যখন আমাকে একই বিভাগে রাখা হয়েছিল এবং যখন আমি দুই বছর ধরে কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া এডুকেশন অ্যাবরোড প্রোগ্রামের পরিচালক ছিলাম। তাঁকে তখন আমার অদৃশ্যমান কৃতির মতো মনে হয়েছিল। তিনি এতোটাই বিশিষ্ট ছিলেন যে, তাঁর চাহিদা এতো ছিল যে, তিনি ক্রমাগত ভ্রমণের জন্য, আমন্ত্রণের মাধ্যমে, মূল বক্তৃতা এবং অন্যান্য সম্মানের জন্য চলে যাচ্ছিলেন। অবকাশের মুহূর্তগুলো, যখন আমরা আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম, ডিনারের সময়, পারস্পরিক বন্ধুদের বাড়িতে, তিনি তাঁর প্রতিভা, তাঁর সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি, মিশর এবং আরব অঞ্চলের জিনিসগুলোর প্রতি তাঁর আবেগ দিয়ে আমাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে মিশরে বিক্ষোভের সময় এই সমালোচনামূলক প্রতিশ্রুতি উজ্জ্বলভাবে দেখা গিয়েছিল। যেহেতু তিনি এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক আধুনিক মিশর এবং আরব অঞ্চলের সবচেয়ে আশাবাদী মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটিতে অংশ নিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর যুগপৎ রাজনৈতিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যস্ততার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিবাদকারীরা বিপ্লবী যোগাযোগের একটি সৃজনশীল ভাষা হিসাবে যা তৈরি করেছিল, মোনা অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানের বিষয় হিসাবেগ্রহণ করেছিলেন তাহরির স্কোয়ারের আশেপাশের ভবনগুলোর দেয়ালে ছড়িয়ে পড়া গ্রাফিতি, যেন তারা ষাঁড়ের শিং ছিল যা মানুষকে কথা বলার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তিনি প্রতিদিন স্কোয়ারে হেঁটে গিয়েছিলেন, অভ্যুত্থানের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করার জন্য গ্রাফিতির ছবি তুলেছিলেন, একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছিলেন যা মিশরীয় লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্পনা, আশা, আত্মাকে ধারণ করেছিল। যখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে নিয়ে তাহরিরের চারপাশে, স্কোয়ারের কাছাকাছি রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, সেই সৃজনশীলতা বর্ণনা করেছিলেন যা কথা বলার জন্য এবং শোনার জন্য সংগ্রাম করে। তিনি রেকর্ড করেছেন। তিনি নথিবদ্ধ করেছেন। তিনি নিবন্ধন করেছেন। তিনি শিল্পকে ইতিহাসে রূপান্তরিত করেছেন। আমি তাঁর বর্ণনা এবং বিপ্লবী সংগ্রামের উপলব্ধি এবং প্রতিদিনের মিশরীয়দের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর ইচ্ছার আলিঙ্গন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম।

কয়েক বছর পরে, আমি এবং আমার সহ-সম্পাদক জেইনাজাতারি, তাঁকে আমাদের *হ্যান্ডবুক অফ মিডল ইস্ট ইউমেন (রুটলেজ)* এ অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তবুও, ব্যথা নিয়ে লিখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা পর্যালোচনার জন্য বইটি জমা দিয়েছিলাম। সে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাঁর উজ্জ্বল অধ্যায় ছিলাম। তাঁর প্রেমময় কন্যা লরা স্টাউথ যেকোনো প্রয়োজনীয় সংশোধনে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত হন। মোনা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমরা তাঁকে পেয়েছি। আমরা তাঁর লেখায় তাঁকে পেয়েছি–যা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ■

>>

পল আমের, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা বারবারা, যুক্তরাষ্ট্র ।

মোনা আবাজা ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম-কেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞানের সবচেয়ে অক্ষম ফাঁকগুলো পূরণের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী মডেল সরবরাহ করেন যা শহুর থেকে গ্রামীণ, বিশ্বাসের বিষয়গুলো থেকে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এবং নান্দনিক থেকে উপাদানকে বিভক্ত করে। এই কারণে, মোনার কাজ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব। তাঁর হাতে একটি মিশরীয় সংশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে একবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি দর্শন হয়ে থাকবে। তিনি যে সংখ্যক বই মনোগ্রাফ প্রকাশ করেছেন তা অত্যাশ্চর্য। প্রতিটি একটি ক্ষেত্র-আকৃতির অবদান প্রদান করে। ভোক্তা সংস্কৃতির তাঁর শহুরে সমাজবিজ্ঞান বিতর্কিত এবং কমোডিফাইড স্পেসের অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাঁর গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিশ্বের বিভিন্ন অংশে (মালয়েশিয়া, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য) দৈনন্দিন ইসলামের তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে লিঙ্গ এবং শ্রেণি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। শিল্পকলার তাঁর সমাজবিজ্ঞানটি স্থানীয় 'রাস্তার' দৃষ্টিকোণগুলোর সঙ্গে জড়িত, স্মৃতি, শোক এবং স্মৃতিচারণ বিশ্লেষণের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এই তিন ক্ষেত্র-আকৃতির হস্তক্ষেপগুলো একে অপরকে গতিশীল এবং অনুপ্রেরণামূলক উপায়ে ছেদ করে এবং চালিত করে। মোনা কেবল মহান পার্থক্যের একজন পণ্ডিতই ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন অবিশ্বাস্যভাবে উদার পরামর্শদাতা। তাঁর ক্লাসগুলো কিংবদন্তী ছিল, বিদেশি পণ্ডিতদের স্বাগত জানায়, কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগটিকে আকার দেয়, এটি বিশ্বব্যাপী মানচিত্রে স্থাপন করে। ■

সৈয়দ ফরিদ আলাটাস, ন্যাশনাল ইউভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর।

মোনা ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী পণ্ডিত, একজন উদ্বিগ্ন ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধু এবং একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর প্রয়াণ আমাকে ঘনিষ্ঠ এবং উষ্ণ বন্ধুত্বের মূল্যবানতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে –যা ছাড়া জ্ঞানচর্চা অর্থহীন এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

আমার কাছে মোনার পাণ্ডিত্য যা অনেকগুলো থিমকে আচ্ছাদিত করেছিল, কেবল উজ্জ্বল এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ছিল না। এটা আমাকে খুব ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁর প্রাথমিক গবেষণায় মিশর এবং মালয়েশিয়ায় জ্ঞান উৎপাদন সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই ফোকাসটি অনন্য ছিল এবং তিনি এমন কয়েকজন পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন যারা তাঁর নিজের অঞ্চল, আরব বিশ্ব এবং মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ উভয়ের প্রতিই গুরুতর আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণ-দক্ষিণ গবেষণা এবং এটি যে মিথস্ক্রিয়াগুলো তৈরি করে তা আজ জ্ঞানের ডিকলোনাইজেশনের প্রসঙ্গে অনেক আলোচিত হয়, তবে মোনা ৩০ বছর আগে এটিতে ছিল।

মোনা সম্পর্কে আমার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হল সেই সময় যখন আমি ২০২০ সালে তাঁর-রসাথে ফোনে কথা বলেছিলাম। তখন বার্লিনে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তাঁর নিজের গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও, সিঙ্গাপুরের একজন পারস্পরিক বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর মন এবং উদ্বেগের উপস্থিতি ছিল, যিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। মোনা একজন গুরুতর ও প্রভাবশালী সমাজবিজ্ঞানী এবং একজন দয়ালু পরামর্শদাতা ছিলেন। তবে, আমি তাঁকে একজন সুন্দর এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হিসাবে সবচেয়ে ভালোভাবে স্মরণ করি। বিদায়, মোনা, এবং আপনি পরবর্তী জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যাত্রা করতে পারেন। ■

সামি যুবাইদা, লন্ডন স্কুল অফ অরিয়েন্টাল স্টাডিজ, যুক্তরাজ্য ।

আমি মোনাকে বহু দশক ধরে চিনি, তাঁর ছাত্রজীবন থেকে, তারপর বিভিন্ন ইউরোপীয় অবস্থান, জার্মানি, হল্যান্ড, সুইডেনে মুখোমুখি হয়েছি; যেখানে তিনি তাঁর বহুমুখী বৃত্তি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গ এবং কথোপকথন সর্বদা কনভিয়ালিটি এবং হাস্যরসের মতো আনন্দ ছিল, তা লিডেনের পানীয় বা লুন্ডে দর্শনীয় স্থানগুলোতে হোক না কেন। আমি বছরের পর বছর ধরে তাঁর বিভিন্ন প্রকল্পের প্রবাহকে অত্যন্ত আগ্রহ এবং আনন্দের সাথে অনুসরণ করেছি। আমি বিশেষ করে, তাঁর মিশরীয় জীবন ও ঘটনাবলির জীবন্ত চিত্রায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, একবারে বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যক্তিগত শহুরে জীবনের উত্থান-পতনকে জীবন্ত করে তুলেছিল, শপিং মল থেকে আবাসিক ব্লক পর্যন্ত, যাতায়াতের এবং শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর পরীক্ষা পর্যন্ত। সর্বদাই এই কর্মসমূহে সূক্ষ্মতা, বাকা হাস্যরস এবং শহুরে নৃতত্ত্ব গভীরভাবে প্রকটিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাহরিরের ঘটনাগুলোর উৎসাহী ক্রনিকিং এবং তাঁর পরে যা ঘটেছিল, তার গ্রাফিতির অগ্রণী গবেষণাসহ। এবং শুধু শহুরে ই নয়; তাঁর পরিবারের 'ইজবা এবং গ্রাম, দ্য কটন প্ল্যান্টেশন রিমেমবার্ড–এর স্মৃতিকথা, গ্রামীণ জীবনের রূপান্তরকে দীর্ঘস্থায়ী করে, জীবনী এবং ইতিহাসের সংমিশ্রণের একটি চমৎকার উদাহরণ। মোনার বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর ফটোগ্রাফি, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পকলার একটি অতিরিক্ত মাত্রা। মোনার অকালপ্রয়াণ আমাদের সকলের জন্য এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টার সমৃদ্ধ ক্ষেত্রগুলোর জন্য এমন একটি অপূরণীয় ক্ষতি। ■

মোনা আবাজার প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থসমূহ :

- *Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt, Shifting Worlds. Routledge Curzon Press, UK, 2002*
- *Changing Consumer Cultures of Modern Egypt: Cairo's Urban Reshaping. Brill-Leiden co-published with AUC Press, 2006.*
- *Twentieth-Century Egyptian Art: The Private Collection of Sherwet Shafei. The American University in Cairo Press, 2011.*
- *The Cotton Plantation Remembered: An Egyptian Family Story. The American University in Cairo Press, 2013.*
- *Cairo collages. Everyday life practices after the event. Manchester University Press, 2020.*

> ভারতের সমাজবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের নূতন ধারা

সুজাতা প্যাটেল, উমিয়া ইউনিভার্সিটি, সুইডেন, আইএসএ–এর গবেষণা কমিটির সদস্য, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস (আর সি২১) সদস্য (আর সি০৮), আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট (আর সি২১), ধারণাগত এবং পরিভাষামূলক সমাজবিজ্ঞান (আর সি ৩৫), ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (আর সি ৫৬), এবং আর সি ০৮ এর বোর্ড সদস্য।

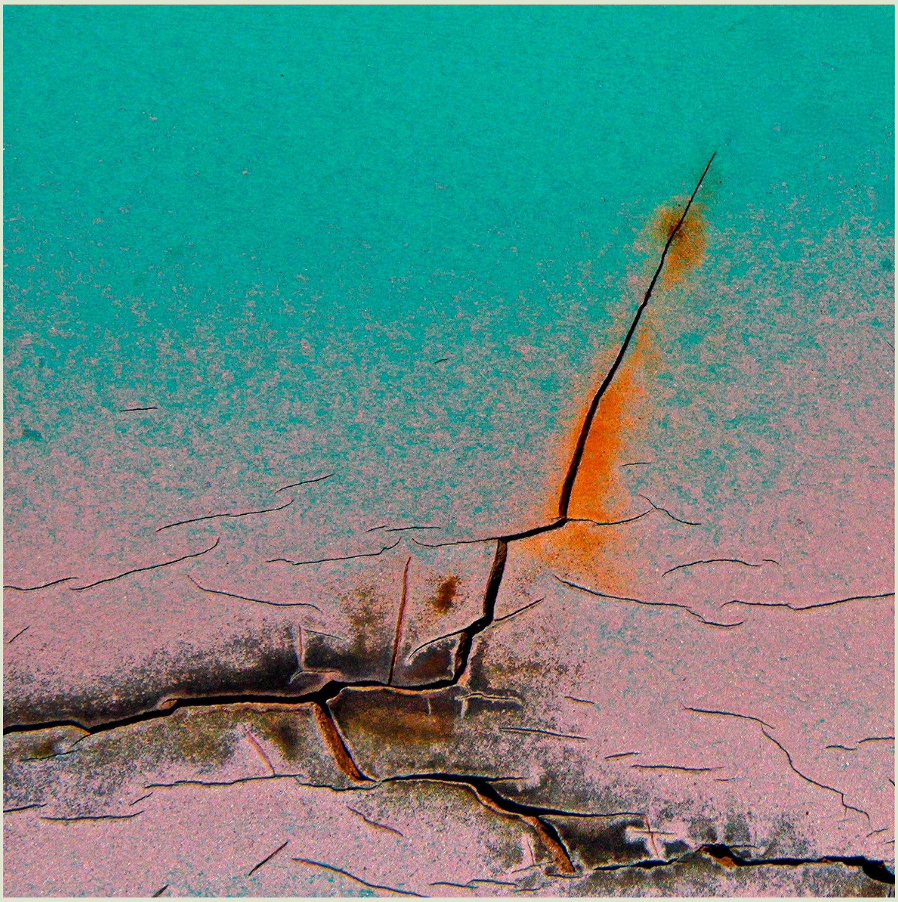

বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বোঝার জন্য নতুন তাত্ত্বিক পন্থা এবং দিক নির্দেশাবলী প্রয়োজন। যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতাঃ এভলিন বার্গ/ফ্লিকার।

ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ঔপনিবেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রকল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। যা হোক, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ দশক থেকে দু'টি অংশগত প্রক্রিয়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে অধিকারের একটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে এবং ভারতীয় রাষ্ট্র দ্বারা উত্থাপিত নিষ্ক্রিয় নাগরিকের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের এক প্রান্তে কাশ্মীর ও ভারতের উত্তর-পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠি, নারী, উপজাতি, নিম্ন বর্ণের মানুষের জাতিগত সামাজিক আন্দোলন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উপ-জাতীয়তাবাদের আঞ্চলিক আন্দোলনের পাশাপাশি বিদ্রোহের বিকাশ ঘটেছে এবং অন্য প্রান্তে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে একীভূত করা হয়েছে।

এই উন্নয়নগুলো সমাজতাত্ত্বিক চিন্তধারার ওপর প্রভাব ফেলেছে কারণ জাতিতত্ত্ব দ্বারা নির্দেশিত প্রতিষ্ঠিত সমাজতাত্ত্বিক নীতিমালার বিষয়বস্তুতে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে। পণ্ডিতদের একটি নতুন প্রজন্ম ভারতে আদিবাসী সমাজবিজ্ঞান বনাম পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান নিয়ে বিতর্কের বাইরে গিয়ে গবেষণার প্রশ্ন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলো পুনর্গঠন করেছে। তাঁরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে চায় যে, সমাজবিজ্ঞান কী এবং এটি ভারতীয় 'সামাজিক ব্যবস্থা' বোঝার জন্য জাতিতত্ত্বের মতো ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে কিনা? যদি না হয়, কি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে? এই পদ্ধতিগুলো কি তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে পারে? সবশেষে, শুধু ভারতেই নয়; সারা বিশ্বে যারা শোষিত, বৈষম্যের শিকার এবং বর্জিত তাদের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক কী?

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের এই বিশেষ বিভাগে উপস্থাপিত চারটি গবেষণাপত্র ভারতে গঠিত নতুন 'সামাজিক ব্যবস্থা' বোঝার উপায়গুলো পুনর্বিবেচনা করার এই প্রচেষ্টার অংশ। এই গবেষণাপত্রগুলোতে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্র দ্বারা প্রচারিত আধুনিকতার সমসাময়িক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যে বিভাজন এবং দ্বন্দ্বগুলো তৈরি হয়েছে তা মূলত অধস্তন গোষ্ঠিগুলোকে লক্ষ্য করে সহিংসতার প্রকাশ্য ও গোপন অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করেছে এবং এই গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে এবং গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যের বিশ্বাসকেও প্রভাবিত করেছে। তত্ত্ব এবং পদ্ধতি হিসাবে নৃতাত্ত্বিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষকরা যে সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন সে বিষয়ে গবেষণাপত্রগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। তারা তাদের সন্দেহ এবং প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করার মাধ্যমে দেশে ঘটতে থাকা পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝার জন্য নতুন ধারণা এবং আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির ওপর প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছেন–যা তাঁদের গবেষণার প্রশ্নের উত্তর এবং ফলাফল পেতে সহায়তা করেছে।

>>

রাকেশ কৃষ্ণানের পরামর্শ মতে, দ্বৈততার নীতি ভারতের কেন্দ্রস্থলে বসবাসকারী উপজাতি, - সামাজিক গোষ্ঠিগুলোর বিষয়ে ঔপনিবেশিক এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী নীতিগুলোকে নির্দেশ করে। একদিকে, ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের সংস্কৃতিকে মূলধারার 'সভ্য' এবং 'স্থায়ী' কৃষক অঞ্চল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর প্রেক্ষিতে উপজাতীয় গোষ্ঠিগুলোকে চিহ্নিত করে জেলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, রৈখিক পরিবর্তন ও উন্নয়নে বিশ্বাস এই গোষ্ঠিগুলোকে সভ্য ও আধুনিক অঙ্গনে মূলধারার কর্মসূচি চালু করতে পরিচালিত করেছিল। এই দ্বৈততা, দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি এবং উপজাতীয় আন্দোলন দ্বারা সার্বভৌম অধিকারের দাবির দিকে পরিচালিত করেছে। এই প্যারাডক্সের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কৃষ্ণান সীমান্তের ধারণাটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে, মধ্য ভারতের ওপর আলোচিত অধ্যায়টি অগোছালো, রাষ্ট্র ও তার জনগণের মধ্যকার বিদ্যমান মতভেদের দ্বান্দ্বিকতাকে মূল্যায়ন করতে এবং তার অসঙ্গতি, বিভেদ এবং অসামঞ্জস্যতা উন্মোচন করতে শুধু প্রচলিত ঐতিহাসিক পদ্ধতিই সমাজবিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারে ।

১৯৭০ এর দশকের শেষের দিক থেকে ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের একটি অংশ; যারা বিশেষত; দ্বৈততার পক্ষে ছিল, তারা উপজাতীয়দের লিঙ্গ বিষয়ক গবেষণা করতে উপজাতি বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক বা নৃতত্ত্ববিদদের মতের বিপরীতে উপজাতিদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বুঝতে তাদের নৃতাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ করেছিল। স্নেহা গোলে যুক্তি দেন যে, লিঙ্গ বিশ্লেষণের এই পদ্ধতির কারণে ভারতে নারীবাদী অধ্যয়নগুলোকে ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রেমে আটকে ফেলা হয়েছে এবং ভারতে নারী আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণায় যেভাবে " 'নারী'কে উপলব্ধি করা হয়েছে; সে একইভাবে 'নারীর' ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অস্থিতিশীল করার অনুমতি দিয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে আন্তঃসামাজিক বিষয়ক বিতর্কের সূচনা এই পুনর্বিবেচনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গোল তাঁর জীবন বর্ণনা পদ্ধতির ব্যবহার এবং মেমরি স্টাডিজ থেকে ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে নারীবাদীদের তিন প্রজন্ম তাদের জীবনকে একটি আন্তঃসামাজিক শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পুনরায় মূল্যায়ন করে এবং তাদের পূর্বসূরী নারীবাদীদের কার্যক্রমগুলোকে পুনরায় ব্যাখ্যা করে। তিনি যুক্তি দেন যে, তাদের মূল্যায়নগুলো শ্রেণি, বর্ণ, যৌনতা, অক্ষমতা এবং অঞ্চলভেদে নারীবাদী পরিচয়কে একটি কাঠামোবদ্ধ করার প্রক্রিয়াগুলোকে সুস্পষ্ট করে। তিনি যুক্তি দেন, এই জীবনের আখ্যানগুলো ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিভেদকে কিভাবে বোঝা যায় তার জন্য একটি ধারণাগত মতবাদ প্রদান করেছে।

পরবর্তী দু'টি গবেষণাপত্রে নতুন প্রেক্ষাপটে এবং নতুন দৃষ্টিকোণে জাতিতত্ত্ব ব্যবহার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিসমূহ যারা ব্রিটিশদের দ্বারা উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল; তাদের বিদ্রোহী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও এগুলো অব্যাহত থাকায় নতুন রাষ্ট্র-আরোপিত সামরিক আইন, সশস্ত্র বাহিনি বিশেষ ক্ষমতা আইন, সামরিক বাহিনিকে এই অঞ্চল শাসনের ক্ষমতা দেয়-যা এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে নাগরিকের পরিবর্তে বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং, এই গবেষণাপত্রে সোইবাম হরিপ্রিয়া খুঁজে দেখতে চেয়েছেন যে বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে আমরা কিভাবে জাতিতত্ত্বকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে অনুশীলন করি? সামরিক বাহিনি এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ দুই পক্ষের মধ্যে আস্থার ঘাটতি এবং সহযোগিতার স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। উপরন্তু, নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে গুজব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। সোইবাম যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেন যে, এই পরিপূর্ণ প্রসঙ্গটি একজন স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ সমাজবিজ্ঞানী এমনকি; একই জাতিগত বা উপজাতীয় গোষ্ঠির সদস্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। তিনি প্রশ্ন করেন, এই প্রেক্ষাপটে সহিংসতা কিভাবে সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে একজন সমাজ-বিজ্ঞানী কিভাবে গবেষণা করতে পারেন? সোইবাম সহিংসতার দিকগুলোতে ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা করার পদ্ধতির উপর প্রতিফলন করেন এবং যুক্তি দেন যে, প্রেক্ষাপটটিকে নৃতাত্ত্বিকতার সংজ্ঞায় উপস্থাপনের চেয়ে সাহিত্যিকভাবে পাঠযোগ্য উপস্থাপনায় আরও গ্রাফিকালি বোঝাতে সহায়তা করবে।

এই বিভাগের শেষ গবেষণাপত্রটি শিরিন মির্জার–যিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে জাতিতত্ত্ব আধুনিকতার সাথে জাতিগত ভাবধারা যেভাবে ছেদ করে তা বোঝার জন্য সাহায্য করতে পারে। তাঁর নৃতাত্ত্বিক কাজ আধুনিক ভারতে বর্ণ দূষণকে সরকারীকরণ হিসাবে শহুরে স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাঁর গবেষণায় মুম্বাইয়ের স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; যেখানে পৌরসভা বর্জ্য বাছাই এবং পরিষ্কার করা যেমন, ঝাড়ু দেওয়া, জবাই করা এবং আবর্জনা অপসারণ করা ইত্যাদি করার জন্য 'নিম্ন বর্ণ' জাতিদের নিয়োগ করেছে; যারা বর্ণের শ্রেণি বিন্যাসে সর্বনিম্ন। তাঁর পরামর্শ মতে, বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ভ্রান্তসংস্কার এবং বর্ণ শ্রমের ধারণাগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপট যেখানে এই ধরনের পরিচ্ছন্নতার কাজে শুধু যাদের নিয়োগ করা হয়; তারা নিম্ন বর্ণের হিসেবে চিহ্নিত হয় তা বুঝতে সাহায্য করে । তিনি দলিত মুসলিম এবং দলিত হিন্দু বর্জ্য-বাছাইকারীদের ে ক্ষেত্রে জাত এবং ধর্মের ক্রসকাটিং পরিচয় দেখান। এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণাটি তাঁকে ঔপনিবেশিক ধারণাগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে –যা হিন্দু জাতিকে অন্যান্য সংখ্যালঘু থেকে বিভক্ত করেছিল। মির্জা বিদ্যমান প্রচলিত অস্থিতিশীল ধারণাগুলোকে পর্যালোচনা করে, মুম্বাইয়ের পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে জাত এবং কুসংস্কার শারীরিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নৃতত্ত্ববাদের ধারণাগুলো এমন প্রক্রিয়া প্রকাশ করে; যেখানে সংস্কারাচ্ছন্ন অধ্যায়টি জাতপাতের বস্তুগত তার আধার হিসাবে উৎপাদিত হয় এবং নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে সামঞ্জস্য করা হয়।

এই গবেষণাগুলো সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় 'ভালো অভ্যাস' গড়ে তোলার জন্য মূল্যায়ন করার সূক্ষ্ম প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। তারা শুধু জ্ঞান উৎপাদন এবং এর সঞ্চালনের রাজনীতির মূল্যায়ন এর প্রতিচ্ছবি তৈরি না করে বরং সমসাময়িকতাকে বোঝার জন্য এবং এটিকে মানবিক উদ্বেগের সঙ্গে সম্পর্কিত করার জন্য বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করে।

সরাসরি যোগাযোগ জন্য :
সুজাতা প্যাটেল <patel.sujata09@gmail.com>

> মধ্য ভারতের ভৌগলিক-আদিবাসী বিনির্মাণ

রাকেশ এম. কৃষ্ণাণ, হায়দ্রবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

এই রচনায় আমার যুক্তি এই যে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নকে জোড়ালো করার জন্য ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান অত্যাবশ্যক। সাম্প্রতিক আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর ওপর লেখা নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা ও ঐতিহাসিক মাত্রার অভাব রয়েছে। অতএব, বিশ্লেষণের বিভাগগুলোর একটি তুলনামূলক ঐতিহাসিক পুনঃপ্রসঙ্গায়ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের আলোচনার এলোমেলো জটগুলোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমার যুক্তি এই যে, একটি বিভাগ হিসেবে 'সীমান্ত' এই এলোমেলো জটগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বিশদ করতে পারে। এখানে 'সীমান্ত' বলতে উভয় বসতীর প্রান্তকে বোঝায়–যার বাইরে অজানা রহস্য বিদ্যমান এবং যা কিছু অজানা তা হলো একটি নির্দিষ্ট কার্যকরণ সম্পর্কিত বিষয়। এটি এমন একটি ধারণা যা বিভিন্ন সংস্কৃতির সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক প্রকৌশলের কেন্দ্রবিন্দুকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে।

> ঔপনিবেশিক ভূগোল

আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সামাজিক বিভিন্নতা এবং শ্রেণি বিভাজনের ধারণা ঔপনিবেশিক নীতিগুলোকে নির্দেশ করে মধ্য ভারতের পাহাড়ে বসবাসকারী নদী বিধৌত অঞ্চলে, গভীর জঙ্গলে এবং খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাসকারী সামাজিক সম্প্রদায়। ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ 'উপজাতি' শব্দটির প্রচলন করেছে; ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই শব্দটি আফ্রিকান ব্যবহার থেকে ধার করেছিল। গোষ্ঠিগুলোর সর্বপ্রাণবাদী ধর্মচর্চা পর্যবেক্ষণ করে এবং মূলধারার হিন্দু বর্ণপ্রথা থেকে আলাদা করে তারা এই গোষ্ঠিগুলোকে 'আদিম', 'বন্য', এবং 'বর্বর' হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর প্রতিরোধের মুখে ঐসব 'বন্য অঞ্চল' শাসনকার্য পরিচালনার অসুবিধার কারণে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ১৮৭৪ সালে তফসলি জেলা আইন পাস করতে বাধ্য হয়। ফলে, ঔপনিবেশিক আইন এমন একটি স্বতন্ত্র ভৌগলিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছিল; যেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো সভ্য সমাজের গণ্ডির বাইরে রেখে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এসব প্রশাসনিকবা ভৌগলিক ছিট মহলগুলোর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসক ও ধর্ম প্রচারকেরা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে মূলধারার সমাজে নিয়ে আনার জন্য একটি 'সভ্যতা মিশন' শুরু করেছিল। যেহেতু আদিবাসী অঞ্চলগুলো প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের বাইরে রয়েছিল; তাই ঔপনিবেশিক শাসন পরিকল্পনা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে নিজেদের অধীন করে তাদের মধ্যে প্রাক-ঔপনিবেসিক সমাজব্যবস্থার বোঝাপড়াকে অকেজো করে ফেলে।

ঔপনিবেশিক আইন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ ও জমি জবর দখল করে সেসব এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু লুণ্ঠনমূলক পুঁজিবাদ, ভূমি দখল, আধিপত্য বিস্তার এবং কর ব্যবস্থা তাদের জীবনযাত্রাকে ব্যহত করেছিল; আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করার প্রথম সামাজিক গোষ্ঠিসমূহ। নৃতাত্ত্বিক জরিপ, দলিলাদি এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক পণ্ডিত এবং নৃতাত্ত্বিকগণ পার্থক্য এবং শ্রেণি বিন্যাস প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রীয় নীতি এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো তাদের 'সভ্য সংস্কৃতি'র বাইরে জঙ্গলে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকা গোষ্ঠি হিসেবে উল্লেখ করতে থাকে।

> আদিবাসী সম্প্রদায় এবং জাতিগঠন প্রকল্প

ঔপনিবেশিক আমলের শেষের দিকে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে নৃতাত্ত্বিক গণজাতি গঠন প্রকল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করেছিল। দৃষ্টিভঙ্গিগুলো 'আর্য অসভ্য' ধারণা থেকে শুরু করে হিন্দু সমাজের আত্তীকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও এসব দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করেছিল; তারা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ও শ্রেণি বিন্যাসের ঔপনিবেশিক ধারণাগুলোকে স্থানচ্যুত করার পরিবর্তে অব্যাহত রেখেছিল। নৃতাত্ত্বিকদের সাহায্যে যারা আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে অধ্যয়ন করেছিল, রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শ্রেণি বিভাগগুলোকে কোনোরূপ সমালোচনা ছাড়াই গ্রহণ করেছিল এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে জাতি রাষ্ট্র থেকে ক্রমাগত সাহায্যের প্রয়োজনে পূর্বনির্ধারিত গোষ্ঠি হিসেবে দেখেছিল। এমনকি নৃবিজ্ঞানসহ জাতীয়তাবাদী সামাজিক বিজ্ঞানগুলো এসব ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদন শক্তি এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করেনি কিংবা তারা ঔপনিবেশিক-উত্তর সমাজে ঔপনিবেশিক বিভিন্নতা এবং শ্রেণি বিভাজনগুলোর ঐতিহাসিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তাই, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো বিবর্তন চক্রের প্রথম পর্যায়ে স্থির এবং পরিবর্তন প্রতিরোধী অধস্তন সামাজিক গোষ্ঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। দু'টি কৌশল পরবর্তী নীতি নির্ধারণ করে হিন্দু কৃষকসম্প্রদায় থেকে সুরক্ষা ও পার্থক্য এবং আদিবাসী অঞ্চলগুলোর যুগপৎ পুঁজিবাদী উন্নয়ন। রাষ্ট্র ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলো উপজাতীয় উপ-পরিকল্পনা এলাকা এবং একটি সমন্বিত উপজাতীয় উন্নয়নসংস্থার আদলে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে। শিক্ষাগত, চিকিৎসা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উদ্যোগগুলো 'আধুনিকতা' প্রদান করেছে। এমনকি; নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলো আইনি সুবিধা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের সুরক্ষা উপভোগ করছে।

উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগগুলো পুঁজিবাদী এবং অ-উপজাতীয় আগ্রাসনের বিপরীত নয়। অধিকন্তু জাতীয় উদ্যান তৈরির ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো জাতি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। খনন এবং বাঁধ নির্মাণের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ প্রকল্পগুলো ক্রমবর্ধমান উপজাতীয় ভূসদৃস্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে আদিবাসী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এবং বিচ্ছিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়গুলো দখলদারিত্বের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটিকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে শুরু করে।

প্রতিটি আদিবাসী অঞ্চল তফশিলি এলাকা হয়ে ওঠেনি এবং সকল উপজাতীয় জনগণ বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিছু পাহাড়ি জনগোষ্ঠি কোনো ধরনের সুরক্ষা পায়নি। তাদের জমি নগরায়ন এবং পর্যটনের জন্য দখল হতে থাকে।

>>

> "নৃগোষ্ঠী নিয়ে অধ্যায়নরত নৃতাত্ত্বিকদের সহায়তায়, রাষ্ট্র সমালোচনা ছাড়াই ওপনিবেশিক ভাগগুলো গ্রহণ করেছে এবং নৃগোষ্ঠীগুলোকে এমন একটি বর্ধিত দল হিসেবে দেখে যাদের অনবরত রাষ্ট্র থেকে সাহায্য দরকার হয়।"

বনায়ন এবং কাঠ চাষের জন্য অন্যান্য পাহাড়ি ও বন্য সম্প্রদায় তাদের জমি হারিয়েছে। প্রশাসনিক ছিট মহলের বাইরের উপজাতি সম্প্রদায়গুলো মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল এবং ছিট মহলের মধ্যে যাদের অবস্থান তারা যারা বিচ্ছিন্ন ও পুঁজির অংশীদারিত্বের থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পুঁজি দ্বারা উচ্চরিত এই বিশৃঙ্খল ভূসদৃশ্যটি ভারতের নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা অপর্যাপ্তভাবে মূল্যায়িত হয়েছে।

> 'সীমানা' : সরকারী শ্রেণিবিভাগকে বিচ্ছিন্ন করা

আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজবিজ্ঞান ঔপনিবেশিক কাঠামোর দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক বর্জনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করে। এটি প্রশাসনের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তাদের এক যোগে বাদ দেয় এবং শিক্ষাগত ও অন্যান্য আত্তীকরণমূলক কৌশলের মাধ্যমে বিভিন্নতা এবং শ্রেণি বিভাজনকে স্থায়ীকরণ করে। এটি মূলত; সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতালব্ধ কাজ গুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সরকারী নীতি এবং প্রোগ্রামগুলোর মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরই মাঝে জাতীয়তাবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যাগুলো বোঝার জন্য ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে–যা ভারতের আধিপত্যবাদী সমাজ কল্পনার উত্তরাধিকারের অংশ। ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী কাঠামোতে আদিবাসী জনগণের অধীনতা একটি প্রশাসনিক স্থানে উপজাতীয় সাংস্কৃতি-ভৌগলিক পতন এবং এই প্রশাসনিক ছিটমহলের বাইরে উপজাতীয় কেন্দ্রবিন্দুতে স্বতন্ত্র উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। তাই জ্ঞানগত বিভাগগুলোর সঙ্গে সংযুক্তির অভাবের জন্য একটি অনুসন্ধানমূলক যন্ত্র প্রয়োজন–যাতে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক মাত্রাগুলো পুনরায় সন্নিবেশ করা হয়–যাতে আদিবাসী ধারণার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত শক্তিকে স্থানচ্যুত করা যায়। সুতরাং, একটি ধারণা হিসেবে সীমানা ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দ্বারা গঠিত ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে উপজাতির বিভাগকে প্রাসঙ্গিক করে নৃবিজ্ঞানের সীমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অনুমতি দেয়। একটি শ্রেণি বিভাগ হিসেবে সীমানা উপজাতীয় জীবন-জগতের গতিশীলতা ও প্রবাহ এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত দ্বান্দ্বিকতাকে সনাক্ত করতে পারে। অধিকন্তু জানা ও অজানার মধ্যেকার বিভাজক হিসেবে এটি জাতীয়তাবাদী সমাজবিজ্ঞানকে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্থক্য এবং শ্রেণি বিন্যাসের সাথে জড়িত থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই আমার যুক্তি হলো, সীমানা ধারণাটি অন্তর্নিহিত মতাদর্শগুলোকে উন্মোচন করে– যা 'অধীনস্থ' সামাজিক গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিকে আকার দেয় যার ফলে আমাদের সামাজিক বিজ্ঞানগুলো পুনর্বিবেচনা করতে সহায়তা করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যে :
রাকেশ এম. কৃষ্ণাণ <rakeshmkrishnan@gmail.com>

> নারীবাদী আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটিজ): নতুন পদ্ধতি

স্নেহা গোলে, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

২০১৪ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের গাধিংলাজ-কোলহাপুর শহরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবাদে আন্দোলন।
কৃতজ্ঞতাঃ সঞ্জীব বন্ডে / উইকিমিডিয়া কমন্স।

এই প্রবন্ধটি নারীবাদী ক্ষেত্রসমূহ এবং সেসব ক্ষেত্রে 'নারী' শ্রেণিকে পুনর্গঠনের সাথে সম্পৃক্ত। বর্ণনা এবং স্মৃতি অধ্যয়নকে পদ্ধতিগতভাবে একত্রিত করে আমি যাচাই করি কিভাবে ভারতে আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) এবং এর বিশেষ ধারণাগত গতিপথ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিঙ্গ-জাতির প্রেক্ষাপটের বিপরীত) সমসাময়িক বোধের পুনর্বিবেচনার নতুন উপায় সরবরাহ করে। আমি মহারাষ্ট্র রাজ্যের নারীবাদী কর্মীদের (নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী) জীবনের গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি করি। এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে প্রাধান্য দেই কর্মীদের বক্তব্য, কারণ তারা নারীবাদী রাজনীতির বিষয় বোঝার এবং কার্যকর করার জন্য সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে। আমি যে কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তারা একটি ভাষা সম্প্রদায়ের তিন প্রজন্মের মধ্যে বিস্তৃত ছিল; সাক্ষাৎকারগুলো দেখায় যে, তারা আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে এবং এটি যেভাবে নারীর শ্রেণিবিভাগের পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে তার প্রেক্ষাপটে তাদের নিজস্ব স্মৃতিগুলোকে নতুন করে সাজিয়েছে।

> একক সত্তার 'নারী' ধারণাটির কাঠামোবদ্ধকরণ

আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী কাঠামো বিশেষ উপায়ে 'নারী' শ্রেণিকে কল্পনা করেছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে, 'স্থানীয় নারী' –র মর্যাদা (বা এর অভাব) সভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং উপনিবেশবাদী এবং অভিজাত স্থানীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষের মাধ্যমে 'প্রামাণ্য' ও 'ভারতীয়' ঐতিহ্যকে ঘিরে এ বিতর্কের অবতারণা হয়। এটি নারীদের নিয়ে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে তারা জাতির প্রতিনিধি যা ভারতমাতা থেকে শুরু করে সরকারী পর্যন্ত–যা জাতির জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত অংশ হিসাবে চিহ্নিত তার বিরুদ্ধে বেসরকারী মূল্যায়ন করা পর্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চ বর্ণের মধ্যবিত্ত মহিলারা 'ভারতীয়' মহিলাদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন। আধিপত্যবাদী জাতীয়তাবাদী কাঠামো মহিলাদেরকে 'সংস্কৃতির প্রতীক' হিসাবে চিহ্নিত করে কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র মহিলাদেরকে সমাজের 'দুর্বল অংশ' হিসাবে সম্বোধন করেছে; তাদের যুগপৎভাবে আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের মাপকাঠি হিসাবে স্থাপন করেছে। নারীদের হয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে জৈবিক প্রজননকারী নতুবা মহিলামহল (জাতীয়তাবাদী আদলে সংগঠিত মহিলা সমিতি)- এর মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে 'অ-কর্মজীবী' স্ত্রী হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছিল। এই উত্তর-ঔপনিবেশিক গঠনে নিম্নবর্ণের শ্রমিক-c শ্রেণির নারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিহিত আঞ্চলিক পার্থক্যগুলো অদৃশ্য এবং প্রান্তিক রয়ে গেছে।

১৯৭০-র দশকে, জ্ঞান তৈরির একটি স্থান হিসেবে অভিজ্ঞতার জন্য যুক্তি দিয়ে এবং কাঠামোগত বৈষম্য (বামপন্থী মতাদর্শের মাধ্যমে বোঝা) এবং নারীর প্রতি সহিংসতার যুৎসই প্রশ্ন করে নারী আন্দোলনের একটি নতুন পর্যায় এই প্রাপ্ত বিভাগগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে। আন্দোলনের এই পর্যায়টি 'ঐতিহ্যবাহী', বেসরকারী-সরকারী বিভাজন এবং জাতির প্রতীক হিসাবে নারীদের উপস্থাপনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এটি গ্রামীণ এবং শ্রমজীবী মহিলাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; শোষিত শ্রমজীবী এবং উৎপাদক হিসাবে তাদের ভূমিকা তুলে ধরে। এটি আধিপত্যবাদী জাতীয়তাবাদী এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং নারীদের প্রতি অসমতার ওপর আলোকপাত করে উন্নয়ন-আধুনিকতার বিষয় হিসাবে নারীদের

>>

(একচেটিয়া উপায়ে) দৃশ্যমান করতে দৃষ্টিপাত করেছিল।

> আন্তঃসংশ্লেষের (ইন্টারসেকশনালিটি) দিকে গমন

১৯৯০-র দশকে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আলোচনায় নারীদের বোঝার চেষ্টা করা হতো গভর্নেন্স-এর ডিসকোর্স এবং নারী থেকে লিঙ্গে (উম্যান টু জেন্ডার) পরিবর্তন করার নারী আন্দোলনের মাধ্যমে। এটি সেই প্রেক্ষাপট, যেখানে আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) বিষয়টিকে দু'টি স্তরে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল; বিশ্লেষণের একটি ধারণাগত মাধ্যম হিসাবে এবং একটি সাংগঠনিক কৌশল হিসাবে বিভিন্ন নিপীড়িত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দল-বহির্ভূত মহিলা গোষ্ঠীগুলো দ্বারা গৃহীত হয়েছে। যেমন, দলিত (শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'ভাঙা' কিন্তু অস্পৃশ্য হিসাবে জাতীয় পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে); লেসবিয়ান; মুসলিম (প্রতিনিয়িত সংগ্রামরত ধর্মীয় সংখ্যালঘু); এবং ওবিসিস (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস -অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দ্বারা চিহ্নিত নিম্নবর্ণ)। এর প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) -র অভিজ্ঞতাকে উল্লেখ করেছে এবং ভারতের নারীবাদী রাজনীতির মূলধারা থেকে এর ঐতিহাসিক অন্তর্ধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও এটি আফ্রিকান-আমেরিকান বর্ণ-লিঙ্গ ধারণা থেকে এসেছে, ভারতের আন্ত:বিভাগ (ইন্টারসেকশনালিটি)-র একটি জটিল গতিপথ ছিল; যেহেতু লিঙ্গকে একাধিক ধারায় শ্রেণি, বর্ণ, আদিবাসী, যৌনতা, অক্ষমতা, ভাষা সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গ ইত্যাদি পুনর্বিবেচনা করা হয়। দলিত নারীবাদী তত্ত্ব সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে নারীর অদম্যতাকে গুরুত্বারোপ করেছে; যেখানে দলিত নারীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নারীবাদী বিষয় বিশেষ করে, পারিবারিক-বিবাহ-আত্মীয়তা ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। যাইহোক, বর্ণ ব্যবস্থাকে শ্রেণিবদ্ধ বৈষম্য হিসাবে জাতিবা শ্রেণি বা সূবর্ণবা দলিতের বাইনারি থেকে আরও জটিল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আরও আনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আমি যুক্তি হচ্ছে,নারীবাদী রাজনীতির ভূখণ্ড পুনরায় 'নারী' আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) থিসিসের আলোকে নতুন ক্যাটাগরিতে পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে। যেমনটি বিভিন্ন সময়ে বর্ণিত একই অ্যাক্টিভিস্টদের জীবন বর্ণনার পরিবর্তন থেকে প্রমাণিত। ফলস্বরূপ, আমার কাজটি দেখায় যে, যার মাধ্যমে 'নারী' স্তরায়িত অসমতার মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয় সে উপায়গুলো বোঝার জন্য আন্ত:বিভাগ (ইন্টারসেকশনালিটি) বিষয়ক তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সংস্থান।

> আখ্যান এবং স্মৃতির কাজ

যদি ১৯৭০-র দশকের নারীবাদী কর্মীদের তাদের নির্দিষ্ট বর্ণের অবস্থা থেকে উদ্ভূত পার্থক্য কমিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং একটি এককও সর্বজনীন নারীত্বের অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করতে বলা হয়। তাহলে আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং নারীর প্রশ্নকে যেভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে তা এই কর্মীদের তাদের নির্দিষ্ট বর্ণ-ে শ্রেণির অবস্থা এবং পারিবারিক-বিবাহ-আত্মীয়তা-যৌনতা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে এর সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা ও উপলব্ধি করতে প্রভাবিত করে এবং কিভাবে এইগুলো তাদের অভিজ্ঞতাকে আকার দিয়েছে তা প্রতিফলিত করে। অ্যাক্টিভিস্টরা; যারা ১৯৭০ এবং ১৯৯০-র দশকে রাজনীতির শিকার হয়েছে, এখন তারা নতুন প্রিজমের মাধ্যমে তাদের শৈশব ও বেড়ে ওঠার বছরগুলোকে স্মরণ করে একটি নির্দিষ্ট বর্ণে জন্মগ্রহণকারী নারী হিসাবে তাদের জীবনকে দেখে এবং কিভাবে এই মর্যাদা (স্ট্যাটাস) জীবনের পরিস্থিতির সুযোগগুলোকে রূপ দিয়েছে তা বুঝতে সক্ষম হয়। এমনকি অ্যাক্টিভিস্টরা; যাদের মতাদর্শ পূর্বে এমন ছিল যে, বর্ণকে একটি প্রাক-আধুনিক বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং আধুনিকতায় এর ব্যবহার পরিচয়ের রাজনীতিকে চিত্রিত করেছে এবং তাই একটি দেশব্যাপী নারীবাদী রাজনীতি তৈরিতে বিভক্তি তৈরী করেছিল; তারা এখন তাদের জীবন বর্ণ-শ্রেণি-লিঙ্গ যৌনতা ব্যবস্থার বিভিন্ন মাত্রা যা সমসাময়িক ভারতে আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) কে সংজ্ঞায়িত করে তা বিবেচনায় নিয়ে বর্ণনা করতে ইচ্ছুক। পরিবার, বিবাহ এবং আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যস্থতায় বর্ণ-শ্রেণির সামাজিকীকরণের প্রেক্ষিতে ব্যক্তির গল্প এখন নতুন করে স্মরণ করা হয়। জীবনের আখ্যান বর্ণনা একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা শুধু সামাজিক অবস্থানের ও সুযোগ-সুবিধার বর্তমান আন্তঃবিভাগের (ইন্টারসেকশনালিটি) বাস্তবতায় তাদের স্মৃতিগুলোকে পুনঃব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে না বরং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) বিষয়কে তাত্ত্বিকীকরণেও সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) ভারতীয় সংস্করণ সম্পর্কিত নতুন নারীবাদী তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব।

মেমরি বা স্মৃতি অধ্যয়নের পাশাপাশি জীবন বর্ণনা পদ্ধতি এইভাবে আমাদেও দেখতে সাহায্য করে যে, নারীবাদী ক্ষেত্রের সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে একটি নতুন নারীবাদী-কর্মীর আত্ম পুনর্গঠনে প্রভাবিত করে; তারা তাদের জন্য এবং নারীবাদী অধ্যয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস জুড়ে বিশেষাধিকারবা অধীনতার প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেয়। এই পদ্ধতিটি শুধুনারীবাদী রিফ্লেক্সিভিটির তাৎপর্য নির্দেশ করে না, যখন এটি আধিপত্যবাদী কাঠামোর (ঔপনিবেশিক, জাতীয় বা প্রাথমিক নারীবাদী) মধ্যে 'নারী' -র ডিসকোর্সকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে, এটি সমসাময়িক আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) বিষয়কতা বোঝার জন্য একটি তাত্ত্বিক অনুধাবনের সূত্রপাত করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও, এই পদ্ধতিগত সম্পৃক্ততা আমাদেরকে সম্মিলিত রাজনীতির পরিবর্তনগুলো বুঝতে এবং সম্ভাব্য সমাধানের উপায়গুলো বের করতে ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলোকে উন্মুক্ত এবং পুন:প্রাসঙ্গিক করার সুযোগ করে দেয়। ইন্টারসেকশনাল তত্ত্বকে তখন সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের বর্ণ গোষ্ঠীবা ধর্মীয় সম্প্রদায়বা ভাষা গোষ্ঠীর জটিল স্তরায়নের অবস্থান হিসেবে ধরা যেতে পারে। অবশ্য, এই সাক্ষাৎকারগুলো শুধু একটি ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল বলে, আমাদের হাইপোথিসিস একটি অঞ্চলের আন্তঃসংশ্লেষ (ইন্টারসেকশনালিটি) মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে, এটি অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান ভারতের অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান এই জাতীয় শ্রেণিবিন্যাসগুলোর মধ্যে পার্থক্য এবং আন্ত:সংযোগগুলোকেও আলোচনার জন্য সুযোগ তৈরী করে দেয়। তারপরেও, এই প্রকল্পটি অন্যান্য আঞ্চলিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য একটি টেমপ্লেট প্রদান করে না বরং এটি এই প্রশ্নগুলোর সাথে পরিচিতির একটি উপায়মাত্র। একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ক্ষেত্র থেকে চিত্রিত এই গল্পটি ভারতে 'নারী'-র সমসাময়িক বিনির্মাণ সম্পর্কে আমাদের অনুধাবনের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
স্নেহা গোলে <gole.sneha@gmail.com>

> ঝুঁকিপূর্ণ মাঠঃ হিংস্র এলাকায় সমাজবিজ্ঞানের

সইবাম হরিপ্রিয়া, স্বাধীন গবেষক, ভারত।

এপ্রিল ২০১১ সালে মণিপুর রাজ্যের বিষ্ণুপুর জেলার কারাং-এর কাছে একটি

কিভাবে সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক নৃবিজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বিশ্লেষণ করা উচিত তা নিয়ে আমি এই প্রবন্ধে আলোকপাত করেছি। ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এ দেশকে জর্জরিত করে এমন অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি। অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল মিয়ানমার, ভুটান, বাংলাদেশ, চীন এবং নেপালের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগাভাগি করেছে। এই অঞ্চল জাতি-রাষ্ট্র প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব দেখেছে এবং জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসাবে নানা সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। ফলত, সশস্ত্র বাহিনি বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৫৮ (এএফএসপিএ) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে (সিকিম ব্যতীত) কোনো না কোনোভাবে কার্যকর আছে। ১৯৫৮ সালে আসামের তৎকালীন নাগা পাহাড়ে প্রবর্তিত হবার পর একটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক হাতিয়ার হিসাবে এএফএসপিএর মাধ্যমে এ অঞ্চল শাসিত হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার জন্য সশস্ত্র বাহিনিকে দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা জীবনের অধিকার বিলম্বিত করে। আশ্চর্যজনকভাবে, এ অঞ্চলে জাতির আধিপত্যবাদী ধারণা সমর্থন করা হয় না; যেখানে এএফএসপিএ দায়মুক্তির সংস্কৃতি, গুজবের জাল, এবং পারস্পরিক সন্দেহের বিকাশ ঘটায়।

মণিপুরে এএফএসপিএ জারির শুরুতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংখ্যা চারটি থেকে বেড়ে এখন ৩২টিরও বেশি হয়েছে (বিভিন্ন বিভক্ত গোষ্ঠী ব্যতীত)। অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক বাহিনির ব্যবহার সহিংসতা বন্ধ করার প্রয়াসকে অসম্ভব করে তুলেছে; এটি জীবনের প্রতিটি দিককে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে, মৃত্যুর জন্য রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় শক্তিকে দায়ী করা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার বিষয়ক সিভিল সোসাইটি জোটের যৌথ প্রতিবেদন (২০১৬) মতে, ৩ মিলিয়নের কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত মণিপুরে ৫০,০০০ ভারতীয় সেনা মোতায়েন রয়েছে। দ্য ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বলছে যে, ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মণিপুরে জঙ্গিদের হাতে ৪৫০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। এই ধরনের পরিসংখ্যান মণিপুরকে এমন একটি স্থান হিসাবে উপস্থাপন করে যেখানে [ভারতীয়] জাতি-রাষ্ট্র শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের আইন বা নীতি দ্বারা বিশৃঙ্খল এই স্থানটি বোঝার মধ্যেই [নৃবিজ্ঞানীর] চ্যালেঞ্জ নিহিত।

> নৃতাত্ত্বিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ

ভারতে শেখানো পাঠ্যক্রমের আলোকে নৃতাত্ত্বিক মাঠকর্ম সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দ, যেখানে সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট। এম এন শ্রীনিবাসের তৈরি সমাজবিজ্ঞান চর্চার কাঠামোতে নৃতাত্ত্বিক মাধ্যমে [গবেষণার] মাঠে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। মানুষ তাদের জীবনের যে মর্মার্থ তৈরী করে তা বের করতে গবেষক দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে মাঠকে 'প্রাকৃতিক বিন্যাস' হিসাবে ধরা হয়; যেখানে গবেষক একজন অভ্যন্তরীণ সদস্য হিসাবে ঘনিষ্ঠতা দাবি করেন। অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত পরিচয় অস্পষ্ট (যদিও ব্যাপকঅর্থে, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 'বহিরাগত' বলতে বোঝায় যারা এঅঞ্চলের কোনো সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত নয়)। একই জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য বা আরো ব্যাপকঅর্থে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যে কাউকে অভ্যন্তরীণ মনে করা হয়। যা হোক, একই সম্প্রদায় বা অঞ্চলের হওয়া সত্ত্বেও, আত্মীয় বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে একজনকে এখনও বহিরাগত হিসাবে বিবেচনা করা হতে পারে।

মণিপুরে আমার একটি গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ কিভাবে সহিংস মৃত্যু এবং এর ফলে সৃষ্ট ভয়ের সংস্কৃতি মোকাবেলা করে তা বোঝা। মণিপুরী হওয়ায় আমাকে একজন অভ্যন্তরীণ সদস্য মনে করা হয়; তা সত্ত্বেও আস্থা বা অবিশ্বাস একটি প্রধান বিষয় হয়ে উঠে যা আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আস্থা অর্জনের জন্য প্রথমত; আমাকে মাঠ গবেষণায় ব্যবহৃত পরিভাষা পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। যেমন, 'তথ্যদাতা ' এবং 'সহযোগী' এসব পরিভাষা বেশ সন্দেহযুক্ত। যেসব পরিভাষা রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনির এজেন্ট হওয়ার মতো নিন্দনীয় অর্থের অবতারনা করে তা পরিহার করা আস্থা অর্জনের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয়ত; গবেষণামূলক অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ প্রতিরোধ জারি আছে। এটি মনে করা হয় যে, নানান গবেষণা সহিংসতার ঐতিহাসিক সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ এবং জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক এথনোগ্রাফিক ধারণার পুনরুৎপাদন করে—যা তাদেরকে সহজাতভাবে প্রতিকূল হিসাবে এবং একে অপরকে এবং সম্প্রদায়ের বাহিরের মানুষকে সন্দেহজনক হিসাবে দেখে বলে তুলে ধরে। একদিকে, 'বহিঃস্থ'

>>

এই ধরনের প্রতিবাদ কর্ম একটি সাধারণ ঘটনা।
কৃতজ্ঞতাঃ সোইবাম হরিপ্রিয়া, ২০১১।

২০১১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে তুলে নিয়ে যাওয়া এক যুবকের জন্য প্রতিবাদ। কৃতজ্ঞতাঃ সোইবাম হরিপ্রিয়া।

গবেষককে দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার প্রশ্ন মোকাবেলা করতে হয়। এমনকি, কেউ যদি রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে সম্মতি নাও দেয়। অন্যদিকে, যেহেতু মাঠে পারস্পরিক সন্দেহের প্রতিপালন হয়, তাই একজনের পরিচয় অনিবার্যভাবে এরূপ মাঠে প্রবেশগম্যতা তৈরিতে মধ্যস্থতা করে। যেহেতু বর্তমান সামাজিক অবস্থাগুলো বছরের পর বছর সামরিকীকরণের দ্বারা তৈরি হয়েছে। তাই গবেষণার নানা পদ্ধতি ও হাতিয়ারের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করা দরকার। তৃতীয়ত; একজন কথিত 'অভ্যন্তরীণ' গবেষক হিসাবে মাঠে আমার প্রবেশগম্যতা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কেননা, মানুষ আত্মীয়, বন্ধু এবং প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে সখ্যতার আলোকে শ্রেণিবদ্ধ করে। [গবেষণার] মাঠ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বেশিরভাগ আলোচনা 'তথ্যদাতারা' সত্য বলছে কিনা তা যাচাই করে। যাই হোক, এ ধরনের মাঠে গবেষক বিপরীতমুখী দৃষ্টির শিকার হন; অর্থাৎ সত্য, মিথ্যা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন–যা সাধারণত মাঠের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তা এখন গবেষকের ওপরও বর্তায়।

> একটি আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

প্রবেশগম্যতার অভিপ্রায়ে এবং 'মাঠ' প্রসারিত করার জন্য আমি মাঠ বিবরণীর পরিপূরক হিসাবে ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে লেখা কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে একটি আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলাম। ১৯৮০ সালে এএফএসপিএ সমগ্র মণিপুরে কার্যকর হয়। ভয়ের সংস্কৃতি কিভাবে কবিতায় প্রতিফলিত হয় তা বোঝার জন্য আমি সেসময়ের কবিতা ব্যবহার করেছি (অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন যেমন গান, কথাসাহিত্য, উপন্যাসও কার্যকর উৎস হিসাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে)। উদাহরণস্বরূপ, আমি থাংজাম ইবোপিশাকের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা 'আমি ভারতীয় বুলেটে নিহত হতে চাই' ব্যবহার করেছি। এই কবিতায় পাঁচটি উপাদান আগুন, জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ–কবিকে তাঁর বাড়িতে হত্যা করতে আসে, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই শুধু বলা হয়েছে যে, পুরুষদের হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য। কবি তাদের ভারতে তৈরি বুলেট দিয়ে হত্যা করার অনুরোধ করেন। সে তার জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ, তারা তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। আমি পাঁচটি উপাদানকে বিশ্লেষণ করি যা ডেথ স্কোয়াডের ছদ্মনামের ইঙ্গিত দেয় (পুনরাবৃত্তি করা দরকার, কোনো সহিংসতার জন্য রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় শক্তিকে দায়ী করা অসম্ভব) যারা তাদের শিকারকে তুলে নেয় বা তাদের নিজেদের বাড়িতে গুলি করে। হত্যা করার যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাব বোঝায় যে, একজনের মৃত্যু বা জীবন রক্ষা করা (কবির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে) অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত। কবির অনুরোধ আসলে জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি উপহাস –যার জীবনের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি ফাঁপা হয়ে আছে; এটি সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে– যেখানে সহিংসতা পারিবারিক সীমায় অনুপ্রবেশ করেছে।

এ ধরনের কবিতা এমন একটি প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর প্রতিচ্ছবিকে বোধগম্য করে তোলে; যেখানে মাঠের আখ্যানসমূহ জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, নৃবিজ্ঞানীদের কবিতার জন্য এথনোগ্রাফি বর্জন করা উচিত; আমি যা পরামর্শ দিচ্ছি তা হল বাস্তব প্রমাণাদির অভাবে সহিংসতা অনুসন্ধান করার উপায়। গবেষকদের পদ্ধতিগত সংকারায়ণ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে; যা হোক, যখন এথনোগ্রাফি সাহিত্যের একটি ধারা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে; তখন এমন একটি ধারা হিসাবে কবিতাকে অন্তর্ভুক্ত না করার কোনো কারণ নেই– যা সহিংসতার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে যেখানে 'বস্তুনিষ্ঠ' মাঠ বিবরণী তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কবিতা মুছে ফেলার তৎপরতাকে প্রতিরোধ করে সামাজিক জ্ঞান তৈরির মাধ্যমে যা মাঠের প্রকৃত অবস্থার পাশাপাশি বিদ্যমান। তাই সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে এর গবেষণার নানা হাতিয়ার পর্যালোচনা করতে হবে, এর উৎসগুলো প্রসারিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ক্ষেত্রগুলোতে এর সমালোচনা বজায় রাখতে অন্যান্য ডিসিপ্লিন থেকে শিখতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
সইবাম হরিপ্রিয়া <priya.soibam@gmail.com>

> ভারতের শহরাঞ্চলে বর্ণশ্রম ও কলঙ্ক

শিরিন মির্জা, ইন্দ্রপ্রস্থ ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, দিল্লি, ভারত।

দেওনার হল মুম্বাইয়ের একটি উপশহর যা শহরের বৃহত্তম ময়লার ভাগাড় হওয়ার জন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। কৃতজ্ঞতাঃ শিরীন মির্জা।

এই প্রবন্ধে আমি যুক্তি দিচ্ছি যে একদিকে পরিচয়ের সমাজবিজ্ঞান জাতি ও ধর্মকে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বতন্ত্র সামাজিক বিভাগ হিসাবে তৈরি করে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদ এবং নগরায়নের ব্যবস্থাগুলো এমন অনুশীলনগুলোকে মিশ্রিত করে যা বর্ণ এবং ধর্মকে কলঙ্কিত শ্রম এবং স্থানিক পৃথকীকরণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে। এই প্রসঙ্গে, একটি বিষয় হিসাবে কলঙ্ককে কেন্দ্রীভূত করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি ক্রস-কাটিং কাঠামো এবং তাদের ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী বংশানুক্রমের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভাগগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার অনুমতি দেয়। প্রবন্ধটি যুক্তি দেয় যে জটিল বাস্তবতাগুলো তুলে ধরার জন্য আমাদের নতুন বিভাগগুলো প্রয়োজন এবং নৃতাত্ত্বিকের মাধ্যমে নতুন বিভাগগুলো তৈরি করা যেতে পারে।

> বর্ণ ও ধর্মের বিতর্কিত বিভাজন

বর্ণের আধিপত্যবাদী সমাজবিজ্ঞান হিন্দুদের ধর্মীয় মতাদর্শের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সামাজিক অনুশীলনের সাথে কলঙ্কিত শ্রম এবং বর্ণের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করে। বর্ণকে কর্ম (একজনের কর্ম দ্বারা উৎপাদিত বল), ধর্ম (ধার্মিকতার পথ) এবং বর্ণ (আদেশ) এর মতো ধারণাগুলো থেকে তার বৈধতা আঁকতে দেখা যায়– যা মনুস্মৃতি নামে একটি প্রাচীন হিন্দু পাঠ্যে উচ্চারিত হয়। এই ধারণাগুলো বিশুদ্ধতা এবং দূষণের ধারণাগুলো গঠন করতে দেখা যায়, আচারভাবে ভারতীয় সমাজকে চারটি সামাজিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি বর্ণের বাইরে অবস্থিত অস্পৃশ্য (অবর্ণ) বর্ণের মধ্যে র‍্যাঙ্কিং করে, যারা 'দূষিত' কাজগুলো পরিচালনা করে। বর্ণ বিশুদ্ধতার বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলো উচ্চবর্ণের গোষ্ঠীগুলোকে সাংস্কৃতিকভাবে উচ্চতর হিসাবে শক্তিশালী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে– যা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকে আরও সক্ষম করে তোলে। ধর্মীয় বিশুদ্ধতা এবং দূষণ পরিচালনার জন্য একটি হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণের বিতর্কিত বোঝাপড়াও সীমিত। কারণ, এটি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোতে কলঙ্ক এবং বর্ণ-ভিত্তিক শ্রমের সমসাময়িক স্থানীয় অনুশীলনগুলো বোঝার জন্য একটি দরকারী কাঠামো সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

বিতর্কিত পদ্ধতির মধ্যে বর্ণ এবং ধর্ম উভয়ই তাত্ত্বিক দিক থেকে বিভক্ত এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল হিসাবে দেখা হয়। জাতি ও তার রাজনীতির জন্য 'অভ্যন্তরীণ' একটি বিভাগ হিসাবে বর্ণের এই তাত্ত্বিক বিভাজন, ও 'বাহ্যিক' এবং একটি কালজয়ী ইসলামী মতাদর্শ বা স্থানীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজন সম্পর্কিত (ধর্মীয়) সংখ্যালঘু– যা একটি ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী বংশানুক্রমের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়। এই বংশানুক্রমের মধ্যে একটি বিভাগ হিসাবে 'সংখ্যালঘু' ধর্মের সমার্থক যা ডোমেন হিসাবে বর্ণের ক্ষতির মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী বংশানুক্রমে বর্ণ এবং ধর্ম সামাজিক ডোমেন হিসাবে উৎপাদিত হয় যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

>>

শ্রম বিভাজন যেমন শ্রেণি এবং উৎপাদন পদ্ধতির মতো অবস্থা থেকে ধারণাগতভাবে ভিন্ন। ভারতীয় সমাজকে হিন্দু ও মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মতো স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণিবদ্ধ করার ঔপনিবেশিক উদ্যোগের ফলস্বরূপ বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে এই বংশানুক্রমিক বিভাজনকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, বর্ণ ও ধর্মের তত্ত্ব পুঁজিবাদী-চালিত নগরায়ণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেবাস্তবে; তবে, এই বাইনারিটি দাঁড়াতে পারে না। কারণ, খ্রিস্টান এবং মুসলিমসহ অ-হিন্দু গোষ্ঠীগুলোকে 'দূষিত' কর্ম সম্পাদনের জন্য একইভাবে কলঙ্কিত করা হয়। কলঙ্কিত কর্ম কেবল ব্যক্তিই নয় বরং স্ব-সম্প্রদায়কেও তাত্ত্বিকভাবে অপবিত্র বলে মনে করে। এই তাত্ত্বিক অপবিত্রতা ব্রাহ্মণদের মতো 'বিশুদ্ধ' বর্ণের কাছে উপলব্ধ সাময়িক অস্পৃশ্যতা থেকে আলাদা যার মধ্যে অপবিত্রতার অবস্থা অস্থায়ী এবং আচার-অনুষ্ঠান পরিশোধনের মাধ্যমে বিপরীত হতে পারে।

আধিপত্যবাদী সমাজবিজ্ঞান বর্ণশ্রমের সমসাময়িক অনুশীলনগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে আরও সীমিত। কারণ, আধুনিকায়ন তত্ত্বগুলোতে অন্তর্নিহিত সামাজিক পরিবর্তনের রৈখিক মডেলের অনুমানের কারণে। এটি অকার্যকর কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন শ্রেণিবিন্যাসের বন্ধ সিস্টেমকে পৃথক গতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে না। পরিবর্তে, নগরায়ণ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি বর্ণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দিকে পরিচালিত করেছে; বিশেষ করে, ভারতীয় শহরগুলোর স্যানিটারি বিভাগের মধ্যে।

> কলঙ্কিত শ্রম এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভাগগুলির পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা

উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক বোম্বে পৌরসভার স্যানিটারি বিভাগ শহুরে বর্জ্যকে উল্লেখ করার জন্য স্থানীয় কচ্ছরা শব্দটি ব্যবহার করেছিল–যার মধ্যে কচ্ছরাকে স্থানীয় ক্রান্তীয় পরিস্থিতি এবং স্থানীয় বস্তি এলাকা থেকে উদ্ভূত হতে দেখা যায় যার জন্য স্থানীয় সমাধান প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু, এটি ফার্সিটেজ শব্দটি হালালখোরকে স্যানিটেশনের জন্য সরকারী শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে। হালালখোর নিম্নবর্ণের মুসলিম শ্রমিকদের বোঝায়, যাদের জন্য সমস্ত খাবার বৈধ ছিল। বিভাগটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং মুসলিম পূর্বে 'অস্পৃশ্য' বর্ণগুলোকেও নিয়োগ করেছিল; যাদের 'ঐতিহ্যগত' পেশা হিসেবে পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া, পশু জবাই এবং অস্বীকার অপসারণ হিসাবে দেখা যেতো। পৌরসভার মধ্যে বর্ণের নিয়োগ জাতিগত পরিচয়কে স্যানিটারি শ্রমে আবদ্ধ করে রাখে এই দাবির ওপর ভিত্তি করে যে দূষণ জাতিগত পরিচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়–যা অর্থনৈতিক লেনদেনের অংশ হিসাবে সঞ্চালিত মজুরি শ্রম থেকে বর্ণের শ্রমকে আলাদা করে তোলে।

১৮৯৯ সালে ঔপনিবেশিক স্যানিটারি রাজ্য দ্বারা নির্মিত মুম্বাই শহরের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম ল্যান্ডফিল ৫ দেওনার-এ, দলিত হিন্দু মাতঙ্গ উপ-বর্ণের পাশাপাশি বিহারি দলিত মুসলমানদের দ্বারা বর্জ্য বাছাইয়ের অনানুষ্ঠানিক শ্রম করা হয়। দেওনার ল্যান্ডফিলে বর্জ্য তোলার সময় মাতঙ্গ বর্ণের একজন হিন্দু দলিত বর্জ্য বাছাইকারীকে মুসলিম দলিত বর্জ্য বাছাইকারী থেকে আলাদা করা কঠিন। উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা ল্যান্ডফিল থেকে পলিথিনের আচ্ছাদন, কাচের বোতল, ফেলে দেওয়া জুতা এবং পিঠে কাপড় ভর্তি সাদা প্লাস্টিকের বস্তা নিয়ে ফিরে আসে। প্রতিটি ব্যক্তি চার থেকে পাঁচটি ব্যাগ বহন করে যা তারা মাল হিসাবে উল্লেখ করে (আক্ষরিক অর্থে লুঠ, সম্পদ হিসাবেও বোঝা যেতে পারে) এবং বর্জ্যের স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে খনন করার জন্য আকদি নামে একটি ধাতব কাস্তেও বহন করে। একটি টর্চ মাথায় বেঁধে রাখা হয় এবং ফেলে দেওয়া মোজাগুলো পুরু বুটের উপরে পরা হয় যাতে ফেলে দেওয়া সিরিঞ্জ এবং ভাঙা কাচ দ্বারা ছিদ্র না হয়। এখানে সাধারণ বিষয় হলো পুঁজিবাদী অ্যাকুমুলেশন সংস্কৃতির দ্বারা উৎপন্ন উচ্ছিষ্টের জন্য অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা এবং এই পুজিবাদী সংস্কৃতির জন্য যে ল্যান্ডফিলগুলো তৈরী হচ্ছে তাকে দুর্গন্ধযুক্ত এবং দৃষ্টিকটু হিসেবে পরিগণিত করে বিচ্ছিন্ন এলাকা হিসেবে বর্জন করা।

আমার নৃতত্ত্ব দেখায় যে নগরায়ণের এই মডেলটি জাতি ও ধর্মের মিলিত ধারণাগুলোকে সহ-উৎপাদন করে। এটি দেওনারের ল্যান্ডফিলের চারপাশে দলিত ও মুসলিম বসতি স্থাপনের স্থান তৈরির ইতিহাসে দেখা যায়– যা 'দূষিত' শিল্পের অবস্থানের জন্য একটি বিপজ্জনক বেল্ট হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ সালের মাস্টার প্ল্যানে এই অঞ্চলটিকে একটি কচ্ছোপট্টি (বর্জ্য বেল্ট) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে; যেখানে দলিত ও মুসলিম শ্রমিক শ্রেণির জনসংখ্যা পুনর্বাসিত হয়েছিল। কলঙ্ক, তাই পুঁজিবাদী-চালিত নগরায়ণকে এমনভাবে সহ-উৎপাদন করে যা বর্ণ ও ধর্মের ক্রস-কাটিং পরিচয়কে শক্তিশালী করে।

আমি কলঙ্ককে ঘৃণা এবং অস্বস্তির একটি মূর্ত অভিজ্ঞতা হিসাবে বুঝতে পারি, যখন কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানকে অস্থির হিসাবে অনুভব করা হয়। বর্ণকে কলঙ্কের সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশীলনগুলোর একটি উপসেট হিসাবে দেখা যেতে পারে যা দূষণ, অবিশুদ্ধতা এবং ব্যধির ধারণাগুলো সংজ্ঞায়িত করে শৃঙ্খলা এবং শ্রেণিবিন্যাসের সিস্টেমকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করে। এটি বর্ণ এবং কলঙ্কের মধ্যে সংযোগের পরামর্শ দেয় এমনভাবে যে ইতিহাস শরীরের উপর চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থ হল ময়লা বা ময়লাকে একটি উদ্দেশ্য হিসাবে নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ হিসাবে দেখা, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের অংশ হিসাবে বর্ণ, জাতিগত, যৌন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে 'অন্যান্য' করার অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে কলঙ্ককে সামনে রেখে একটি বৃহত্তর কাঠামোর জন্য অনুমতি দেয় যা বর্ণ ও ধর্মের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভাগগুলো প্রত্যাহার করে। এটি করার জন্য, আমাদের বর্ণ ও ধর্মের প্রাপ্ত বিভাগগুলোর বাইরে যেতে হবে যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে দেখা হয়। তাদের কলঙ্কিত শ্রমের ধারণার মধ্যে একটি অতিপ্রাকৃত এবং এখনও আকস্মিক বিভাগ হিসাবে ফিউজ করে যা রাজনৈতিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: আধুনিকতা এবং নগরায়ণ কি কলঙ্কের সার্বজনীনকরণকে বোঝায়? ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
শিরিন মির্জা <shireen@iiitd.ac.in>

> তথ্য ঘাটতি নারী হত্যা সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধের পক্ষে বাধাস্বরূপ

মিরনা ডসন, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অফ সোশ্যাল অ্যান্ড লিগ্যাল রেসপনসেস টু ভায়োলেন্স, ইউনিভার্সিটি অফ গেল্ফ, কানাডা। কানাডিয়ান ফেমিসাইড অবজারভেটরি ফর জাস্টিস এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, অ্যান্ড মেম্বার অফ আইএসএ থিমেটিক গ্রুপ অন ভায়োলেন্স অ্যান্ড সোসাইটি (টিজি ১১) অ্যান্ড রিসার্চ কমিটি অন ডেভিয়েন্স অ্যান্ড সোস্যাল কন্টোল (আরসি ২৯) অ্যান্ড উমেন, জেন্ডার, অ্যান্ড সোসাইটি (আরসি ৩২)।

যদিও নারী হত্যার ঘটনা নতুন না; বিশেষ করে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে এর আর্ন্তজাতিক মনোযোগের নাটকীয় বৃদ্ধি অভূতপূর্ব। সমান্তরালভাবে এই মনোযোগের সঙ্গে সমস্যাটির নাম দেওয়ার জন্য 'নারী হত্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হবে কিনা, কিভাবে নারী হত্যাকে সঙ্গায়িত করা উচিত, কি এবং কিভাবে এটি অন্যান্য নর হত্যার থেকে আলাদা এরং পার্থক্যগুলো কিভাবে কার্যকর করা যেতে পারে তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী অলোচনা রয়েছে। আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মূল পদক্ষেপ হলো নরী হত্যার জন্য নিদিষ্ট সেক্স বা জেন্ডার রিলেটেড মটিভস্বা ইনডিকেটরস্ (এসজিআরএমআইএস) শনাক্ত করে কিভাবে নারী হত্যা পুরুষ হত্যার থেকে আলাদা তা পদ্ধতিগতভাবে নথিভুক্ত করা। এস-জিআরএমআইএস চিহ্নিত করেছে কিভাবে সহিংসতা অপরাধীর নরীবিদ্ধেষী আচরণ যেমন পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত কোনো বস্তু বা সম্পত্তি হিসাবে তাদের অধীনতা থেকে তৈরি হতে পারে–যা মহিলাদের সম্পর্কে প্রথাগত ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরো বৈষম্য, স্টেরিওটাইপ,এবং কুসংস্কার যা এই ধরনের আচরণকে উস্কে দেয়।

> নারীহত্যার সংজ্ঞায়ন এবং সনাক্তকরন

নারী হত্যাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য দু'টি পন্থা হলো 'সমস্ত নারী ও মেয়েদের হত্যা' বা ঘনিষ্ট সঙ্গী দ্বারা নারী হত্যা ' বর্তমান বা প্রাক্তন পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নিহত নারীদের সনাক্ত করা। এই পদ্ধতিগুলো সহজে সনাক্তকরনের অনুমতি দেয় কিন্তু একটি জটিল ঘটনা বোঝার ে ক্ষেত্রে শুধু সেক্সবা জেন্ডার অথবা ভিকটিম ও অপরাধীর সম্পর্ক বিবেচনা করার জন্য এই পদ্ধতিগুলোর সমালোচনা করা হয়। নারী ও পুরুষ হত্যাকে পার্থক্যকারী অনান্য কারণসমূহ শনাক্ত করতে আমরা পুরুষ অপরাধী বা নর হত্যার শিকার মহিলা ভিকটিমকে অন্যান্য সেক্স বা জেন্ডার সমন্বয়ের সাথে তুলনা করি যা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে নারী হত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা দেখেছি যে, অন্তত কানাডিয়ান প্রেক্ষাপটে এসজিআরএমআইএস-সমূহ অনান্য নর হত্যার তুলনায় পুরুষ কর্তৃক মহিলা হত্যা বেশি ছিল যার অর্থ নারী হত্যাগুলো স্বতন্ত্র –যা সেক্স বা জেন্ডার অথবা সম্পর্কের বাইরে। সাধারণত প্রাক-ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্বে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ মুলতুবি বা প্রকৃত বিচ্ছেদ, ভিকটিমের বিরুদ্ধে পূর্বে হুমকি, ঘনিষ্ঠবা পারিবারিক সম্পর্ক এবং পূর্বচিন্তা। আরও সাধারণ ঘটনার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নারী হত্যামূলক উদ্দেশ্য (যেমন, ঈর্ষা) যৌন সহিংসতা, অঙ্গচ্ছেদ, অত্যাধিক বলপ্রয়োগ এবং ভিকটিমের নগ্ন বা আংশিক নগ্ন অবস্থা। পু-রুষ কর্তৃক মহিলাদের হত্যার ক্ষেত্রে এসজিআরএমআই-এর গড় সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।

> উল্লেখযোগ্য তথ্য ঘাটতি

প্রধান চলকরাশিগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়ই তথ্য পাওয়া যায় নি; যা আরও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ সম্পের্কে জানতে গবেষণার সম্ভবনা হ্রাস করে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে তথ্য পর্যাপ্ত ছিল কিন্তু সেক্স বা জেন্ডার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মোট নমুনার সামঞ্জস্য দুর্বল ছিল। মেইল-অন-ফিমেইল কিলিং এর ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় নি; এমন তথ্যের সীমা ছিল ভিকটিম বয়সের জন্য সর্বনিন্ম ৩% থেকে শিশু নির্যাতনের অপরাধীর ইতিহাসের জন্য সর্বোচ্চ ৯৬% শতাংশ। কিছু চলকরাশি থেকে নূন্যতম তথ্য প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু এসজিআরএমআইএস-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এই রকম কোনো তথ্য তারা দেয় নি। উদাহরণস্বরূপ, বিচ্ছেদ একটি ভালোভাবে নথিভুক্ত ঝুঁকির কারণ হওয়া সত্ত্বেও ৬৬% ক্ষেত্রে তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। এছাড়াও, অন্যান্য সংমিশ্রণের তুলনায় অধিকাংশ পুরুষ কর্তৃক মহিলা হত্যার ক্ষেত্রে যৌন সহিং-সতা খুজে পাওয়া যায় নি; যদিও প্রাক্তন ঘটনাগুলোর মধ্যে এটি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা ছিল। অনুপস্থিত তথ্যও ঘটনা সূচকগুলোর জন্য প্রাক-ঘটনা সূচকের তুলনায় কম ছিল।

আমরা উপসংহারে পৌছেছি যে, এই স্বতন্ত্র সেক্সবা জেন্ডার সম্পর্কিত মহি-লা ও মেয়েদের হত্যাগুলোকে 'নারী হত্যা' নামে নামকরণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে আমরা আমাদের গবেষণা, শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক প্রচেষ্টায় কল ইট ফেমিসাইড ব্যবহার করি। আমরা একটি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে পারব না যদি না আমরা এটি কিসের জন্য তা চিনতে না পারি এবং এটির নামকরণ না করি; যাই হোক, আমরা আরও যুক্তি দিই যে, আমাদের সেক্স বা জেন্ডার-ভিত্তিক উপাদানগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে পরিমাপ করতে হবে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবের কারণে কিছু পরীক্ষামূলক গবেষণা এটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। আমাদের গবেষণাটি নারী হত্যার মূল এবং চলমান বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করার কারণে এবং একাধিক সরকারী বা বেসরকারী তথ্য উৎস থেকে তথ্যের সমন্বয় করার জন্য অনন্য ছিল। এই ভাবে, এই চিহ্নিত তথ্য ঘাটতির এই বিস্তৃত প্রভারগুলো আরও বেশি উদ্বেগজনক: তথ্য যা নাকি নারী হত্যাকে লক্ষ্য করে সচেতনতা এবং আরও সাধারণভাবে মহিলা ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগের বিকাশকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদিও তার রাষ্ট্রগুলো বা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয় না। এই তথ্যের পক্ষপাত নারী ও মেয়েদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। শুধু প্রশাসনিক প্রয়োজনের পরিবর্তে তথ্য সংগ্রহের অগ্রাধিকার হিসাবে এর প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়ার অগ্রাধিকারকে নির্ধারণ করতে হবে। একটি প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে তথ্য সংগ্রহকে পুনরায় তাত্ত্বিকভবে সাজিয়ে পুলিশ তদন্তের ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার শুরু করতে হবে যা আরও ভালো মানের সমষ্টিগত তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করা যাবে কিন্তু এর জন্য গবেষণা, কমিউনিটি এবং সরকারের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও টেকসই সহযোগিতা প্রয়োজন।

আইন এবং পরিচালনা পর্ষদ এর গবেষণা করার কাজ না; যাই হোক, যারা আছে তাদের কাছ থেকে শিখতে পারে যারা নাকি প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রদান করে

>>

> “নারীহত্যা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষাপট এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তে তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু ঘটনার উপরই থাকে।”

১) আরও অধিক সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে; এবং২) গবেষকদের কাছে তথ্যে সহজলভ্য করে যারা সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, স্থানীয়ভাবে এবং বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে, পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে (যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা) এবং নারী ও মেয়েদের কিছু গোষ্ঠী (যেমন, আদিবাসী, অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী মহিলা) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিনই রয়ে গেছে। অনেক দেশের ক্ষেত্রে মূলত; তথ্যগুলো সংগ্রহের কারণে সঠিক পরিস্থিতির চিত্র পাওয়া গেছে। কেন, কখন তথ্য নারী হত্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণত নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে পুরুষ কর্তৃক সহিংসতা, সেগুলো কি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয় না?

> ‘পুরুষতান্ত্রিক জনগণ’ এবং তথ্য সংগ্রহ

আমরা যুক্তি দিচ্ছি যে, এই তথ্য সংগ্রহ করাকে অগ্রাধিকার হিসাবে না দেখার কারণ হলো পিতৃতান্ত্রিক সামাজ কাঠামোর ঐতিহাসিক এবং চলমান প্রভাব–যার মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ভূমিকা রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এই তথ্যের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে চলছে, কে এবং কিভাবে তথ্য ব্যবহার করা হবে তারা তা নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ফোজদারি বিচারব্যবস্থা একটি পিতৃতান্ত্রিক, ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; পুলিশ তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের সংগ্রহীত তথ্য এই সত্যকে প্রতিফলিত করবে। নারীবাদী গবেষণা নারী হত্যার ভিকটিম এবং অপরাধীদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার গুরুত্ব প্রদর্শন করে। তা সত্ত্বেও, আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টি–যা গ্রহনযোগ্য তথ্য দ্বারা উপস্থাপিত নারী হত্যা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষাপট এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তে ঘটনাগুলোর ওপর থাকে।

এই ‘পুরুষতান্ত্রিক জনগণ’ এবং সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর চলমান প্রভাবসমূহ সেক্স/বা জেন্ডারের তথ্যের পক্ষপাতিত্ব তৈরি করে যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা না, মহিলা এবং মেয়েদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। কারণ, তথ্য প্রাথমিকভাবে পুরুষের ওপর ভিত্তি করে অথবা পুরুষের দ্বারা বা জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুরুষ কর্তৃক পুরুষ হত্যার ঘটনাগুলো সংগ্রহ করার জন্য এই তথ্য সংগ্রহের উপকরণগুলো ডিজাইন করা হয়েছে –যা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে পুরুষ সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহকে বাঁধা দেয়। আমরা যদি নারী হত্যাকে নির্ভরযোগ্যভাবে নথিভুক্ত করতে না পারি, তাহলে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে পুরুষের অনান্য ধরনের সহিংসতা নথিভুক্ত করার আশা কি? আমরা এটা করতে পারি না, যতোক্ষণ না রাষ্ট্র ও জনসাধারণের কাছে নারী হত্যাকে পরীক্ষার যোগ্য একটি ঘটনা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়। এর জন্য ‘যোগ্য বিষয়’ এর অন্তর্নিহিত শ্রেণি বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন– যা প্রায়শই মহিলা ও মেয়েদের বিশেষভাবে মহিলা ও মেয়েদের কিছু গোষ্ঠির অদৃশ্য ভিকটিমাইজকে এড়িয়ে যেতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যে :
মিরনা ডসন <mdawson@uoguelph.ca>

বিস্তারিত পড়তেঃ
আলোচ্য বিষয়ে লেখকের সাম্প্রতিক একটি বিস্তারিত লেখা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় রয়েছে।

> মার্কিন রাজনীতিতে বর্ণবাদ এবং বিপরীত পরিবেশবাদ

ইয়ান ক্যারিলো, ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা, ইউএসএ এবং আইএসএ রিসার্চ কমিটিঅন ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটির সদস্য (আরসি ০২)

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পোকাতে জন ই. আমোস কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছায়ায় কোম্পানি শহর। কৃতজ্ঞতাঃ উইগওয়াম জোন্স, সিসি বাই-এনসি-এনডি ২.০।

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে, বর্ণবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য সমাজের সামগ্রিক সংকট নিরসনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এর সঙ্গে পরিবেশগত অনাচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন সমাজের কল্যাণের পথে অন্যতম বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। সম্প্রতি কারেন্ট সোসিওলজি–তে প্রকাশিত আমার "*'দ্যা রেসিয়াল ফিক্স এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্টেট ফরমেশন'* নামক নিবন্ধে আমি মার্কিন রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বর্ণবাদ এবং বিপরীত পরিবেশবাদের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আমি বলতে চেয়েছি যে,জাতিগত রাজনীতি রাজনৈতিক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু যেখানে পরিবেশনীতি তৈরি করা হয়।

এই রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বর্ণবাদ এবং বিপরীত পরিবেশবাদকে একত্রে আবদ্ধ করাকে আমি বলি 'রেসিয়াল ফিক্স'। এতে বোঝায় পরিবেশ ধ্বংসকে মন্থর করে দেয় বা বিপরীত দিকে প্রবাহিত করতে পারে এরকম শক্তিকে পরাজিত করার প্রক্রিয়া হলো জাতি এবং বর্ণবাদ। বিশেষ করে, সামাজিক বিভাজন ছড়াতে এবং ক্ষমতা ও মুনাফা অর্জনের পথে হুমকি স্বরুপ এমন সামষ্টিক সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য শিল্প ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজাতরা বর্ণবাদকে ব্যবহার করে।

> রেসিয়াল ফিক্স এর স্থানিক দিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেসিয়াল ফিক্স তিনটি প্রধান উপায়ে কাজ করে। প্রথমটি স্থানিক, জাতি এবং স্থানের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় যে কোনো জনগোষ্ঠি পরিবেশগত ক্ষতির ভার বইবে। কোনো নির্দিষ্ঠ জনগোষ্ঠি কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার অন্তর্ভূক্ত হয় এবং তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এলাকায় বসবাস করে, এই প্রশ্নগুলোই এখানে মূখ্য। অভিবাসন নীতি ঐতিহাসিকভাবেই উরোপীয় জনগণের পক্ষে ছিল এবং নিশ্চিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্থায়ীরূপ দিতে সহায়তা করেছিল। শহুরে, শহরতলির এবং গ্রামীণ এলাকায় ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক সময়ের জাতিগত বিচ্ছিন্নতার অর্থ হলো আবাসস্থলের গাঠনিক কাঠামো বর্ণগত রূপ নিয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

আবাস্থলের বিচ্ছিন্নতা এবং অভিবাসনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই বর্ণবাদ পরিবেশগত ন্যায়বিচারের উপর প্রভাব ফেলে। বর্ণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলো অবাঞ্ছিত আবর্জনার স্তুপ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কারণ, এর মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সুবিধা ভোগ করে। এদিকে, পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার জন্য যেন গণতান্ত্রিক উপায় ব্যবহার না করতে পারে তার জন্য শ্বেত সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ ভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়গুলোকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

>>

> রেসিয়াল ফিক্স এর রাজনৈতিক দিক

রাজনৈতিক দিক হলো রেসিয়াল ফিক্সের দ্বিতীয় রূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শেতাঙ্গ মানুষের সুবিধা প্রদান করে এবং ভিন্ন বর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করে। মার্কিন রাজনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে বর্ণবাদের উপস্থিতি এবং মার্কিন রাজনীতিতে সমসাময়িক পরিবর্তন হওয়া-র কারণে এটা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইলেক্টোরাল কলেজ-যার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন যাদাস ব্যবসায়ী এবং দাস শিল্পের স্বার্থ রক্ষা এবং জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সীমিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিগতভাবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল কিন্তু তারপর থেকে বর্ণবাদী রাজনীতিবিদরা ভিন্ন বর্ণের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত করার চেষ্টা করেছেন। এই রাজনীতিবিদরা গণ কারানীতি তৈরি করেযা ভিন্ন বর্ণের লোকেদের কারাবন্দী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পাশাপাশি বর্ণবাদী মিথের ওপর ভিত্তি করে ভোট জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ভোটারদের দমন করার জন্য আইন পাস করে। কাঠামোগত স্তরে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনও শ্বেতাঙ্গপন্থী পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ (বিশেষত গ্রামীণ) ভোটারদের রাজনৈতিক পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধিগণ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, সিনেট, ইলেক্টোরাল কলেজ এবং সুপ্রিম কোর্টে প্রতিনিধিত্ব করে। যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সিনেটর এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সাদাদের জন্য এই কাঠামোগত সুবিধার পরিণতি স্পষ্ট হওয়া শুরু করেছে: সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইনকে বাতিল করেছে, কংগ্রেসের জেলাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে রক্ষণশীল শেতাঙ্গ ভোটারদের পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং কংগ্রেস রাজ্যেও আইনসভাগুলোর অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে প্রতিরোধ করতে সংগ্রাম করেছে ।

রেসিয়াল ফিক্স এর রাজনৈতিক দিকটি পরিবেশ নীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বেশির ভাগ বর্ণবাদী রাজনীতিবিদ পরিবেশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এই সংযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে, ন্যায়সঙ্গত এবং স্থিতিশীল পরিবেশের মতো জনগণেরজন্য কল্যাণমুখী সম্পদ তৈরিতে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণবাদ একটি অন্যতম হাতিয়ার। এটি 'ডগ-হুইসেল' রাজনীতির অনুরূপ; যেখানে রাজনীতিবিদরা ভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করার জন্য এবং সরকারের কার্যক্রমকে ব্যহত করার জন্য বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার করেন। যদিও 'ডগ-হুইসেল' রাজনীতির প্রাথমিকভাবে কল্যাণমূলক নীতির ওপর নজর ছিল। এই ধরনের বর্ণভেদে জাতিগত পার্থক্য তৈরির চর্চা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এইভাবে, রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতিগত অসন্তোষ এবং পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গ ভোটার; যাদের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন রাজনীতিতে কাঠামোগতভাবে অতি-প্রতিনিধিত্বশীল তাদের মধ্যেও বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে।

> বর্ণভিত্তিক জাতিগত পরিচয়ের রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান

রেসিয়াল ফিক্স এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি বর্ণভিত্তিক জাতিগত পরিচয়ের রাজ-নীতি এবং ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষার জন্য সরকারী কর্মসূচি নিয়ে জনসাধারণের মনোভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই দশকে বেশ কিছু ঘটনা শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের রাজনীতি এবং পরিবেশ বিরোধী মনোভাবের মধ্যকার সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছে। প্রথমত; বারাক ওবামার ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর, রক্ষণশীল নেতারা এবং রাজনীতিবিদরা ওবামাকে জাতি-বর্ণের, ধর্মীয় এবং বিদেশী 'অন্যান্য' হিসেবে প্রচার করার মাধ্যমে ওবামার গৃহীত নীতিগুলোকে অকার্যকর করার জন্য কাজ করেছিল। এই প্রচেষ্টাগুলো শ্বেতাঙ্গ ভোটারদেরে শুধু 'সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা আইন'কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নয়, সঙ্গে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি এবং পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থাকেও ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উৎসাহিত করেছিল। দ্বিতীয়ত; জনসংখ্যা কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তনের শঙ্কা যে শ্বেতাঙ্গরা আর বেশি দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে না, এমন ভীতি দেখিয়ে রক্ষণশীল নেতারা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টিকরেছিল। যেখানে শ্বেতাঙ্গরা আর জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না বলে অনুমান করা হয়েছিল। এই জাতিগত হুমকি শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের রাজনীতি এবং পরিবেশ-বিরোধী মনোভাবের মধ্যকার যোগসূত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশিষ্ট পরিবেশ-বিরোধী রাজনীতিবিদরা নেটিভিজম, বর্ণবাদ এবং 'শ্বেতাঙ্গ হটাও' এর ভয়ের শিখা জ্বালিয়ে রাজনৈতিক পদে জয়লাভ করেছেন। এই বর্ণবাদী প্রচেষ্টা ভয় এবং গোষ্ঠিগত হুমকির মতো গভীর উদ্বেগ তৈরি করে। এই ভাবে ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞানকে রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে যা পরিবেশগত এবং জলবায়ু সমস্যাগুলো সমাধান করতে বাধা প্রদান করে।

এই রাজনৈতিক অর্থনীতির কেন্দ্রে রয়েছে শিল্প ও সরকারের অভিজাত ব্যক্তিরা; যারা পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষার সৃষ্টি করতে পারে এমন সম্মিলিত পদক্ষেপকে বাধা গ্রস্থ করতে জাতি ও বর্ণবাদকে ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অভিলাসী কৌশলের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেকনের সংগ্রামের কথা যা ১৬৭৬ সালের একটি বহু-জাতিগত শ্রম বিদ্রোহ ছিল। এই সংগ্রামের পর অভিজাত শ্রেণি জাতিগত আইন প্রণয়ন করেছিল যা শ্বেতাঙ্গ এবং কালো শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করেছিল। এই ভাবে ভবিষ্যতের মিশ্র-জাতিগত শ্রম সংহতির পথে বাধা তৈরি করেছিল। পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অনাচারকে চিরস্থায়ী করার জন্য অভিজাত শ্রেণি দুর্ভাগ্যবশত আজও এই ডিভাইড-এন্ড-কনকার পন্থা ব্যবহার করে। জনগণের সম্পদকে ধ্বংস করেছিল এরকম অতীতের অভিজাত প্রকল্পগুলোর মতো এই প্রচেষ্টাগুলোও প্রথমে সবচেয়ে অসহায় বর্ণের মানুষকে আঘাত করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। পরিবেশগত অনাচার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পৃথিবীর অস্থিতিশীলতা জানান দেয় যে, কিভাবে ব শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য তার বস্তুগত অবস্থাকে দুর্বল করে এবং তার নিজের সমর্থকদেরকে আক্রমণাত্মক করে তোলে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ এবং জলবায়ু সংরক্ষণ করার জন্য রেসিয়াল ফিক্সকে প্রতিরোধ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ জাতিগত সম্প্রদায়গুলোকে পুনঃরুদ্ধার ও রক্ষা করতে হবে এবং জাতিগত ও শ্রেণি বিচারের ভিত্তিতে শক্তিশালী জলবায়ু এবং পরিবেশগত কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ইয়ান ক্যারিলো <icarrillo@ou.edu>